পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 62 Sunday, 1 February, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৬২ সংখ্যা ❋ ১৮ মাঘ ১৪৩২, রবিবার, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

দুর্নীতিগ্রস্তদের জেলে ঢোকানো হবে

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার আনুন, অনুপ্রবেশ বন্ধ হবেঃ অমিত শাহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ব্যারাকপুর, ৩১ জানুয়ারি ঃ বাংলায় বিজেপি সরকার আনুন, অনুপ্রবেশ বন্ধ হবে, জোর দিয়ে বললেন কেঃদ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার সকালে উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর আনন্দপুরী মাঠে কর্মী সম্মেলন করেন অমিত শাহ। সেখানে বনগাঁ, বসিরহাট, বারাসত ও ব্যারাকপুর- এই চারটি সাংগঠনিক জেলার বিজেপি কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুপ্রবেশ নিয়ে কটাক্ষ করে অমিত শাহ বলেন, 'এ বার বাংলায় বিজেপি সরকার গড়া শুধু এ রাজ্যের জন্য জরুরি নয়। এখানে যে ভাবে অনুপ্রবেশ হচ্ছে, তাতে গোটা দেশের নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে। অনুপ্রবেশকারীদের রুখতে হবে তো? মমতাদিদি বলেন, কেন্দ্র কী করে? আমি সংসদে বলেছিলাম, ফেন্সিংয়ের জন্য জায়গা দিচ্ছে না মমতার সরকার। তাই সীমানা দেওয়া যাচ্ছে না। তাই নদী, নালা দিয়ে যে অনুপ্রবেশ হয়, তাদের আপনার পুলিশ আটকায় না। তাদের জাল নথি দিয়ে পুরো দেশে পাঠিয়ে দেয়। তৃণমূলের সাংসদেরা এই নিয়ে বিরোধিতা করেন আমার ভাষণের। কলকাতা হাইকোর্টও কিছু দিন আগে নির্দেশ দিয়েছে জমি দিতে। হাইকোর্ট বলেছে, মমতার সরকার অনুপ্রবেশ রুখতে সচেষ্ট নয়। বড় ধাক্কা লেগেছে। উনি এখনও দেবেন না। কারণ তাঁর ভোটব্যাঙ্ক ওই অনুপ্রবেশকারী।''দুর্নীতিগ্রস্তদের বেছে বেছে জেলে ঢোকানো হবে, বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার ব্যারাকপুরের কর্মী সম্মেলনে অমিত শাহ বলেন, মমতার শাসন দুর্নীতিকে প্রতিষ্ঠান

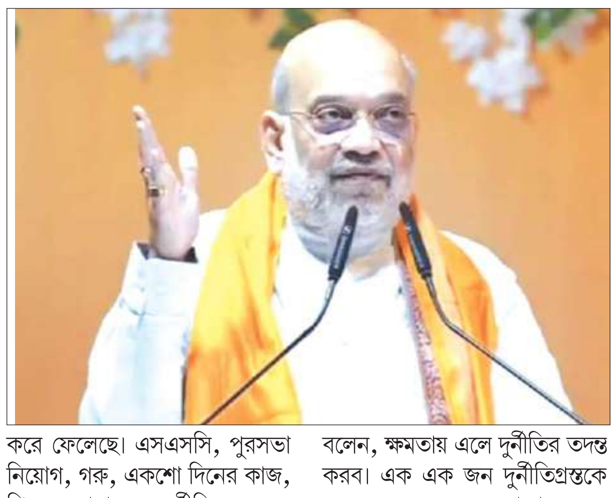

করে ফেলেছে। এসএসসি, পুরসভা নিয়োগ, গরু, একশো দিনের কাজ, পিএম আবাসের দুর্নীতি হয়েছে। হাজার কোটির দুর্নীতি হয়েছে। মমতাজি, আপনার চোখে পড়ে না। অমিত শাহ বলেন, সব সীমা অতিক্রম করেছে দুর্নীতি। এখানকার মানুষ সিন্ডিকেট নিয়ে বিরক্ত। গুণ্ডাদের হাতে যায় টাকা। এই সরকার কি চলা উচিত? পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, জীবনকৃষ্ণ সাহা, মদন মিত্র, পরেশ পাল, মানিক ভট্টাচার্য, অজিত মাইতি, চন্দ্রনাথ, কুন্তল ঘোষ, আরাবুল ইসলাম, ফিরহাদ হাকিম, শোভন চট্টোপাধ্যায়, কুণাল ঘোষ, অনুব্রত মণ্ডল- সকলে জেলে গেছেন। আমাদের সরকার গড়তে দিন, বাকিদেরও ভরে দেব। মমতাজি, সাহস থাকলে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাইলে, এঁদের টিকিট দেবেন না। অমিত শাহ বলেন, ক্ষমতায় এলে দুর্নীতির তদন্ত করব। এক এক জন দুর্নীতিগ্রস্তকে বেছে বেছে জেলে ঢোকাব। ১০ লক্ষ কোটির বেশি টাকা বাংলার সরকারকে দিয়েছি। আপনাদের গ্রামে এসেছে? কোথায় গেল? সব টাকা, যা মোদীজি পাঠান, তা তৃণমূল সিন্ডিকেটের হাতে যায়। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, বিজেপির সরকার গড়ুন, মোদীজি যা টাকা দেবেন, সব গ্রামে গ্রামে পৌঁছোবে। কোনও কাটমানি হবে না।''পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির জন্য সর্বোতভাবে চেষ্টা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার ব্যারাকপুরের কর্মিসভায় অমিত শাহ বলেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী মোদী বাংলার উন্নয়নে কোনও খামতি রাখেননি। ১২টি নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে এবং আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ১০ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ করেছি। আপনাদের গ্রামে কি কিছু পৌঁছেছে?... নরেন্দ্র মোদী যে টাকা পাঠাচ্ছেন তা কোথায় যাচ্ছে? সবই টিএমসি সিন্ডিকেটের পকেটে চলে গেছে। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনারা যদি বিজেপি সরকারকে নির্বাচিত করেন, তাহলে প্রধানমন্ত্রী মোদী নিশ্চিত করবেন যে প্রতিটি টাকা গ্রাম এবং বাংলার দরিদ্রদের কাছে পৌঁছাবে। তিনি আরও বলেন, নির্বাচনের সময়. মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল ৭ জনেরও বেশি বিজেপি কর্মীকে হত্যা করেছে, বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে এবং অনেককে মিথ্যাভাবে কারারুদ্ধ করেছে। আজ, আমি বাংলার বিজেপি কর্মীদের বলছিঃ আমাদের শহীদদের স্মরণ করো, প্রতিটি মুহূর্ত পদ্ম প্রতীকের জন্য উৎসর্গ করো এবং প্রথমবারের মতো বাংলায় বিজেপি সরকার গঠনের লক্ষ্য রাখো। আজ, শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির দল দেশের ২১টি রাজ্যে সরকার গঠন করেছে। কিন্তু আমি এতে সন্তুষ্ট নই। সারা দেশের কর্মীরা এবং আমাদের নেতা নরেন্দ্র মোদী, তখনই সন্তুষ্ট হবেন যখন ২২-তম রাজ্য বাংলা আমাদের হবে। এটি আমাদের কর্মীদের, তাদের পরিবারের এবং শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি হওয়া উচিত।

ভোটার তালিকা সংশোধনে 'জিরো টলারেন্স'

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়া আর কোনও ধরনের ভুল বরদাস্ত করা হবে না-এই মর্মে স্পষ্ট বার্তা দিল নির্বাচন কমিশন। ভোটারদের তথ্য আপলোডে স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে মাইক্রো অবজার্ভারদের দায়িত্বে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রশাসনিক স্তরে নজরদারি আরও জোরদার করতেই এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। এতদিন পর্যন্ত মাইক্রো অবজার্ভারদের মূল দায়িত্ব ছিল শুনানি কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে ভোটারদের দেওয়া তথ্য যাচাই করা। তবে সেই পদ্ধতিকে পর্যাপ্ত বলে মনে করছে না কমিশন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল শুক্রবার জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে নির্দেশ দেন, আগামী কালের মধ্যেই মাইক্রো অবজার্ভারদের হিয়ারিং সেন্টার থেকে সরিয়ে এনে সরাসরি ইআরও এবং এইইআরওদের সঙ্গে স্ক্রুটিনির কাজে যুক্ত করতে হবে। নির্দেশ অনুযায়ী, সোমবার থেকেই মাইক্রো অবজার্ভাররা রোল অবজার্ভারদের অধীনে কাজ করবেন। ভোটারদের দেওয়া তথ্য খুঁটিয়ে দেখে কোনও অসঙ্গতি, ভুল বা সন্দেহজনক তথ্য চোখে পড়লে তা সঙ্গে সঙ্গে রোল অবজার্ভারদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ইআরও ও এইইআরওদের জানাতে হবে। অর্থাৎ তথ্য আপলোডের আগেই একাধিক স্তরে যাচাই নিশ্চিত করতে চাইছে কমিশন। কমিশন সূত্রের দাবি, এই বহুস্তরীয় যাচাইয়ের পরেও যদি কোনও ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য নির্বাচন কমিশনের সার্ভারে আপলোড হয়ে যায়।

রাজ্য পুলিশের শীর্ষস্তরে ফের বড়সড় রদবদল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃগতকালের পর আজও রাজ্য পুলিশের শীর্ষস্তরে ফের বড়সড় রদবদল করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তরফে জারি করা এক বিবৃতিতে এই দফায় একসঙ্গে ২৭ জন আইপিএস আধিকারিকের বদলির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এই রদবদলের ফলে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রেঞ্জ, পুলিশ কমিশনারেট, জেলা পুলিশ ও বিশেষ শাখায় দায়িত্বের অদলবদল হয়েছে। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার অমিত পি. জাভালগিকে আইজিপি বারাসত রেঞ্জে পাঠানো হয়েছে। ট্রাফিক বিভাগের ডিআইজি আলোক রাজোরিয়াকে ডিআইজি বর্ধমান রেঞ্জের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দেবর্ষি দত্তকে সিআইডি থেকে সরিয়ে শিয়ালদহে এসআরপি পদে পাঠানো হয়েছে। বনগা পুলিশ জেলার সুপার দীনেশ কুমারকে কলকাতা পুলিশের উত্তর ডিভিশনের ডিসি পদে আনা হয়েছে। হাওড়ার এসআরপি পুষ্পাকে পাঠানো হয়েছে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি পদে।

রাজনৈতিক রঙের উর্ধ্বে উঠে কাজের নির্দেশ নতুন কমিশনারের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ যে কোনও ঘটনায় রাজনৈতিক রঙ না দেখে আইন অনুযাযী. কঠোর ও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার নির্দেশ দিলেন কলকাতা পুলিশের নতুন কমিশনার সুপ্রতিম সরকার। দায়িত্ব গ্রহণের পরই প্রশাসনিক স্তরে স্পষ্ট বার্তা দিতে বুধবার লালবাজার থেকে রাজ্যের সব থানার ওসি ও ট্রাফিক গার্ডের আধিকারিকদের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভার্চুয়াল বৈঠক করেন তিনি। এই বৈঠকেই পুলিশের কর্মপদ্ধতি, দায়িত্ববোধ এবং শৃঙ্খলা নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেন নতুন কমিশনার। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈঠকে সুপ্রতিম সরকার স্পষ্ট করে বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে কোনও রাজনৈতিক চাপ বা পরিচয় .যেন পুলিশের কাজে প্রভাব না ফেলে। অপরাধ যেই করুক, তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই পুলিশের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত-এই বার্তাই দেন তিনি। শহরের ট্রাফিক পরিস্থিতি নিযেও বৈঠকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। কমিশনার নির্দেশ দেন, দিনের ব্যস্ত সময়ে শুধু ট্রাফিক পুলিশ নয়, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিক থেকে শুরু করে সব স্তরের কর্মীদের শহরের গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ত রাস্তায় নেমে সক্রিয়ভাবে ডিউটি করতে হবে। যানজট নিয়ন্ত্রণে মাঠপর্যায়ে উপস্থিতি বাড়ানোর উপর জোর দেন তিনি। তাঁর মতে, কেবল কন্ট্রোল রুম থেকে নির্দেশ দিলে চলবে না, বাস্তবে রাস্তায় থেকে পরিস্থিতি সামলাতে হবে। বিশেষ করে অফিস টাইম, স্কুল ছুটির সময় এবং উৎসব বা বিশেষ দিনের ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় কোনও শিথিলতা বরদাস্ত করা হবে না বলেও তিনি সতর্ক করে দেন। কমিশনারের নির্দেশ, জনগণের ভোগান্তি কমাতে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনাকে আরও গতিশীল ও বাস্তবমুখী করতে হবে। শুধু আইনশৃঙ্খলা বা ট্রাফিক নয়, পুলিশের অভ্যন্তরীণ পরিকাঠামো ও শৃঙ্খলার দিকেও নজর দিতে বলেন সুপ্রতিম সরকার। প্রতিটি থানার রান্নাঘর, ব্যারাক, শৌচাগার সহ থানা চত্বর যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর থাকে, সেই বিষয়েও ওসিদের বিশেষ নজর রাখতে নির্দেশ দেন তিনি। পুলিশের কর্মপরিবেশ ভালো থাকলে কাজের মানও বাড়ে-এমনটাই মনে করেন নতুন কমিশনার। বৈঠকে তিনি আরও জানান, থানায় আসা সাধারণ মানুষের সঙ্গে ব্যবহার যেন সৌজন্যপূর্ণ হয়। অভিযোগ গ্রহণে গড়িমসি বা অবহেলা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। পুলিশকে আরও জনমুখী ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতেই এই নির্দেশাবলি বলে মনে করছেন প্রশাসনিক মহল। লালবাজার সূত্রে খবর, নতুন কমিশনার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই কলকাতা পুলিশে কর্মসংস্কার ও শৃঙ্খলা ফেরাতে সক্রিয় হয়েছেন। এই ভার্চুয়াল বৈঠক তারই একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পুলিশের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকদের কাছে তিনি পরিষ্কার করে দিয়েছেন-দায়িত্ব পালনে গাফিলতি হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রশাসনিক মহলের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে শহরের আইনশৃঙ্খলা ও ট্রাফিক পরিস্থিতি নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছে, তার প্রেক্ষিতেই সুপ্রতিম সরকারের এই কড়া অবস্থান। রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা, মাঠপর্যায়ে সক্রিয়তা এবং অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা-এই তিন স্তম্ভের উপর দাঁড় করিয়ে কলকাতা পুলিশের ভাবমূর্তি আরও মজবুত করতে চাইছেন তিনি। সব মিলিয়ে, দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম বৈঠকেই নতুন কমিশনার স্পষ্ট করে দিলেন- কলকাতা পুলিশের কাজ হবে আইন অনুযায়ী, মানুষের পাশে থেকে এবং

আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ডে দায়-দায়িত্বের লড়াই' বড় শিল্পপতি হোক, ছাড় নেই'

শাহের অভিযোগে তীব্র পাল্টা অভিষেকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ আনন্দপুরের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডকে কেন্দ্র করে রাজ্য-রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ ছড়াল। দু'দিনের রাজ্য সফরে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই অগ্নিকাণ্ডকে নিছক দুর্ঘটনা নয় বলে দাবি করেন এবং এর দায় রাজ্য সরকারের ঘাড়ে চাপান। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট মোমো কোম্পানির মালিককে এখনও কেন গ্রেপ্তার করা হয়নি, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। এমনকী, ওই শিল্পপতির মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিদেশ সফরে যাওয়ার অভিযোগ তুলে বিষয়টিকে আরও রাজনৈতিক রঙ দেন শাহ। তাঁর এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদে মুখ খোলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বঃদ্যাপাধ্যায়। বিজেপির বিরুদ্ধে ' নিয়ে রাজনীতি'র অভিযোগ তুলে তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন-এই ঘটনায় দোষী প্রমাণিত হলে যত বড় শিল্পপতিই হোক, কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ঘটনাটি নিঃসন্দেহে দুঃখজনক ও মর্মান্তিক। কিন্তু একটি প্রাইভেট গোডাউনের ভিতরে কী রাখা আছে, কোথায় কী ধরনের সামগ্রী মজুত রয়েছে-সেগুলি সার্বক্ষণিকভাবে খতিয়ে দেখা সরকারের পক্ষে বাস্তবে সম্ভব নয়। তিনি জানান, অগ্নিকাণ্ডের পরেই প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ করেছে। ইতিমধ্যেই ওই গোডাউনের মালিক এবং পার্শ্ববর্তী মোমো কোম্পানির দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে ক।া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। বিজেপির তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, সম্প্রতি স্পেন সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ওই মোমো কোম্পানির মালিকও গিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গ টেনে এনে অমিত শাহ প্রশ্ন তোলেন, মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠতার কারণেই কি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দেরি হচ্ছে? অভিষেক এই অভিযোগকে ' ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে খারিজ করেন। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কেউ বিদেশ সফরে গিয়েছেন বলেই এই মর্মান্তিক ঘটনায় রাজনীতি করা হচ্ছে। অথচ

নীরব মোদী বা মেহুল চোকসির মতো ব্যবসায়ীরা দেশকে সর্বস্বান্ত করে ১৫-২০ হাজার কোটি টাকার ঋণ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন। তাঁরা কার সঙ্গে বিদেশ সফর করেছিলেন, সেটাও দেশবাসীর জানা। তাঁর কটাক্ষ, এই ধরনের ঘটনাগুলিতে বিজেপির নীরবতা প্রশ্নের উর্ধ্বে নয়। অভিষেক আরও বলেন, শুধুমাত্র বাংলার ঘটনাকে সামনে এনে রাজ্য সরকারকে কাঠগ।ায় তোলার আগে বিজেপির উচিত নিজেদের শাসিত রাজ্যগুলির দিকেও তাকানো। গোয়ার একটি ক্যাফেতে অগ্নিকাণ্ড কিংবা মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে বিষাক্ত জল পান করে মৃত্যুমিছিল-এই ঘটনাগুলির দায় কি তবে প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এড়াতে পারেন? তাঁর মতে, দুর্ঘটনা সর্বত্র ঘটে, কিন্তু তা নিয়ে একতরফা রাজনীতি করা অনুচিত। এ দিন ব্যারাকপুরের সভা থেকে অমিত শাহ শুধু অগ্নিকাণ্ড নিয়েই নয়, ভোটের অঙ্ক কষেও রাজ্য রাজনীতিতে বার্তা দেন। তিনি বলেন, মমতাদি আমাকে পরিহাস করেন। রামসেতু যখন হয়েছিল, রাবণও পরিহাস করেছিল-ভেবেছিল তাকে কেউ হারাতে পারবে না। শাহের দাবি, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি বাংলায় ৩৮ শতাংশ ভোট পেয়েছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৭৭টি আসন জিতেছিল। তাঁর বক্তব্য, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ভোটের হার ৩৮ শতাংশ থেকে বে।ে ৪৫ শতাংশে পৌঁছবে। শাহের এই ভোট-ভবিষ্যদ্বাণীকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি অভিষেক। তিনি বলেন, ২০২১ সালেও বিজেপি নেতারা বলেছিলেন, ২০০ আসন পার করবে। লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী নিজেও বলেছিলেন, বাংলাতেই বিজেপি সবচেয়ে ভালো ফল করবে। শেষ পর্যন্ত কী ফলাফল হয়েছে, সেটা সবাই দেখেছেন। তাঁর মতে, বিজেপি বারবার বড় বড় দাবি করলেও বাস্তবের মাটিতে তার প্রতিফলন দেখা যায় না। সার্বিকভাবে, আনন্দপুরের অগ্নিকাণ্ড একটি প্রশাসনিক ও মানবিক বিপর্যয় হলেও, তা ঘিরে কেন্দ্র-রাজ্যের রাজনৈতিক সংঘাত নতুন মাত্রা পেয়েছে। একদিকে বিজেপি রাজ্য সরকারের দায় নিয়ে প্রশ্ন তুলছে, অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস কেন্দ্রের দ্বিচারিতা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে সামনে আনছে। এই টানাপোড়েনের মাঝেই রাজ্যবাসীর নজর এখন তদন্তের অগ্রগতি ও প্রকৃত দায়ীদের শাস্তির দিকে। রাজনৈতিক তরজার বাইরে গিয়ে আদৌ কতটা দ্রুত ও কঠোরভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হয়, সেটাই আগামী দিনে সবচেয়ে ব। প্রশ্ন হয়ে থাকছে।

আইজি পদে এমপ্যানেলমেন্টে কড়া শর্ত কেন্দ্রের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় স্তরে আইজি বা সমতুল পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে আইপিএস আধিকারিকদের জন্য নতুন ও কড়া শর্ত জারি করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। ২০১১ ব্যাচ থেকে পরবর্তী সময়ের আইপিএস আধিকারিকদের ক্ষেত্রে এই নির্দেশ কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, আইজি বা সমমানের পদে এমপ্যানেলমেন্ট পেতে হলে সংশ্লিষ্ট আইপিএস আধিকারিককে এসপি বা ডিআইজি স্তরে ন্যূনতম দু'বছরের কেন্দ্রীয় ডেপুটেশনে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে সম্প্রতি রাজ্যগুলির মুখ্যসচিবদের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে এই নির্দেশ স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, ওই নির্দেশ রাজ্য ক্যাডারে কর্মরত সমস্ত আইপিএস আধিকারিকদের অবিলম্বে জানিয়ে দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত প্রশাসনিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, এতদিন পর্যন্ত আইজি বা সমমানের পদে এমপ্যানেলমেন্টের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ডেপুটেশন বাধ্যতামূলক ছিল না। তবে সাম্প্রতিক সময়ে কেন্দ্রীয় স্তরের কাজের অভিজ্ঞতা, নীতি নির্ধারণ ও আন্ত ঃরাজ্য সমন্বয়ের গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ায় এই নতুন শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কেন্দ্রের মতে, যাঁরা ভবিষ্যতে উচ্চস্তরের নেতৃত্বের দায়িত্ব সামলাবেন, তাঁদের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামোর সঙ্গে সরাসরি কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকা জরুরি।নতুন নির্দেশ অনুযায়ী, এসপি বা ডিআইজি পদে থাকাকালীন কেন্দ্রীয় ডেপুটেশনে কাজের অভিজ্ঞতাকেই মূল যোগ্যতা হিসেবে গণ্য করা হবে। শুধুমাত্র রাজ্য ক্যাডারে দীর্ঘদিন কাজ করলেই আইজি পদে এমপ্যানেলমেন্ট মিলবে না-এই বার্তাই কার্যত স্পষ্ট করে দিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, এই সিদ্ধান্তের ফলে বহু আইপিএস আধিকারিককে ভবিষ্য কর্মপরিকল্পনা নতুন করে সাজাতে হতে পারে।

রুশ তেল ছাড়লে শুল্ক ছাড়! ভেনেজুয়েলার তেল কিনতে চাপ আমেরিকার

ভারত-রাশিয়া বাণিজ্যে কাঁচি চালানোর প্রস্তাব ওয়াশিংটনের

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি ঃ ভারত-রাশিয়া তৈল বাণিজ্য ঘিরে দীর্ঘদিনের অস্বস্তি এবার প্রকাশ্য কূটনৈতিক চাপের রূপ নিল। রাশিয়ার থেকে তেল কেনার কারণে ভারতের উপর একের পর এক শুল্ক চাপিয়েছিল আমেরিকা। সেই শুল্ক প্রত্যাহারের ইঙ্গিত এবার দেওয়া হল, তবে কঠিন শর্তে। মার্কিন প্রশাসনের প্রস্তাব-ভারত যদি রাশিয়ার থেকে তেল কেনা কমিয়ে ভেনেজুয়েলার তেলের দিকে ঝোঁকে, তবেই শুল্ক প্রত্যাহার হবে এবং দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তির পথ প্রশস্ত হবে। রুশ-ভারত তেল বাণিজ্য বরাবরই আমেরিকার অস্বস্তির কারণ। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ওয়াশিংটনের দাবি, রাশিয়ার তেল কেনার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে মস্কোর যুদ্ধখরচে সহায়তা করছে নয়াদিল্লি। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই নানা অছিলায় ভারতের উপর শুল্কের বোঝা চাপানো হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন প্রথমে রাশিয়ার থেকে তেল কেনার জন্য ভারতের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে। তার আগে আবার ভেনেজুয়েলার তেল কেনার ক্ষেত্রেও একই হারে শুল্ক চাপানো হয়েছিল। সব মিলিয়ে ভারতের উপর কার্যত ৫০ শতাংশ মার্কিন শুল্কের চাপ পড়ে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ে দু'দেশের বাণিজ্যের উপর। এই শুল্কযুদ্ধের জেরে ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য কার্যত স্থবির হয়ে প।ে। আমেরিকান বাজারে ভারতীয় পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান দুর্বল হয়, অন্যদিকে কূটনৈতিক স্তরেও সম্পর্কের মধ্যে টানাপোড়েন বাড়ে। এই পরিস্থিতি থেকে বেরোতেই নতুন সমীকরণ সামনে আনছে ওয়াশিংটন। রয়টর্সের একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসন ভারতকে প্রস্তাব দিয়েছে- রাশিয়ার তেলের বদলে ভেনেজুয়েলার তেল কিনতে। ভারত যদি এই প্রস্তাবে সম্মত হয়, তবে শুধু শুল্ক প্রত্যাহারই নয়, বরং বহু প্রতীক্ষিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তিও চূড়ান্ত করা হবে। এখানেই রয়েছে সবচেয়ে বড় কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব। ২০২৫ সালে ভেনেজুয়েলা থেকে তেল কেনার জন্যই আমেরিকা ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিল ভারতের উপর। সেই ভেনেজুয়েলাই এখন মার্কিন প্রস্তাবের কেন্দ্রবিন্দু। মার্কিন আগ্রাসনের পর

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে গ্রেপ্তারের ঘটনা এবং পরবর্তী পরিস্থিতিতে সে দেশের বিশাল তৈলভাণ্ডারের উপর আমেরিকার প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বে।েছে বলে কূটনৈতিক মহলের একাংশের দাবি। সেই প্রেক্ষিতেই ভেনেজুয়েলার তেলকে রুশ তেলের ' হিসেবে তুলে ধরছে ওয়াশিংটন। ভারতের অবস্থান এতদিন ছিল স্পষ্ট-দেশের জ্বালানি নিরাপত্তাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। যেখানে কম দামে, স্থিতিশীল সরবরাহ নিশ্চিত করে তেল পাওয়া যাবে, সেখান থেকেই তেল কেনা হবে। ইউক্রেন যুদ্ধের পর রুশ তেলের দাম তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় ভারত সেই সুযোগ নিয়েছে। এর ফলে একদিকে দেশের জ্বালানি ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে, অন্যদিকে রাশিয়ার সঙ্গে দীর্ঘদিনের কৌশলগত সম্পর্কও বজায় থেকেছে। কিন্তু আমেরিকার নতুন প্রস্তাব ভারতের সামনে কঠিন প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। যদি ভারত রাশিয়ার থেকে তেল কেনা কমায়, তবে তা শুধু জ্বালানি বাণিজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। কূটনৈতিক মহলের মতে, এর প্রভাব প।তে পারে ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের উপরও। প্রতিরক্ষা, পরমাণু শক্তি, কূটনৈতিক সমর্থন-বিভিন্ন ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের অংশীদারিত্বে ফাটল ধরার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। অনেকেই এই পদক্ষেপকে ভারতের কৌশলগত স্বাতন্ত্র্যের উপর আঘাত এবং আমেরিকার কাছে ' বলেও ব্যাখ্যা করছেন। অন্যদিকে, ওয়াশিংটনের যুক্তি একেবারেই ভিন্ন। আমেরিকার দাবি, রুশ তেল বিক্রির অর্থেই ইউক্রেন যুদ্ধে অর্থ জোগাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ফলে ভারত যদি রুশ তেল কেনা কমায়, তবে তা যুদ্ধের চাপ বা।াতে সাহায্য করবে। এই যুক্তিকে সামনে রেখেই শুল্ক প্রত্যাহার ও বাণিজ্য চুক্তির প্রলোভন দেখানো হচ্ছে। রয়টর্সের রিপোর্ট আরও ইঙ্গিত দিচ্ছে, বাস্তবে হয়তো ইতিমধ্যেই এই পথেই হাঁটতে শুরু করেছে নয়াদিল্লি। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে প্রতিদিন প্রায় ১২ লক্ষ ব্যারেল রুশ তেল কিনছিল ভারত। ফেব্রুয়ারিতে সেই পরিমাণ কমে প্রায় ১০ লক্ষ ব্যারেলে নামতে পারে। মার্চ নাগাদ তা আরও কমে ৮ লক্ষ ব্যারেল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভবিষ্যতে এই পরিমাণ ৫-৬ লক্ষ ব্যারেলে নেমে আসতে পারে বলেও জল্পনা চলছে। যদিও এই বিষয়ে ভারত সরকার এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেনি। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধীরে ধীরে কমিয়ে আনার কৌশলই হয়তো ভারতের ' পথ। একদিকে আমেরিকার চাপ পুরোপুরি অগ্রাহ্য না করা, অন্যদিকে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন না করা। তবে এই ভারসাম্য কতদিন বজায় রাখা যাবে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। সব মিলিয়ে, ভেনেজুয়েলার তেলকে সামনে রেখে আমেরিকার এই প্রস্তাব শুধু একটি বাণিজ্যিক দরকষাকষি নয়, বরং বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক খেলায় ভারতের অবস্থান নির্ধারণের চ্যালেঞ্জ। শুল্ক ছাড় ও বাণিজ্য চুক্তির সুবিধা বনাম কৌশলগত স্বাতন্ত্র্য ও দীর্ঘদিনের অংশীদারিত্ব- এই দুইয়ের টানাপোড়েনেই আগামী দিনে ভারতের জ্বালানি ও বিদেশনীতি নতুন মোড় নিতে পারে।

হুমায়ুনের হাত ধরেই বাংলায় মিম-জেইউপি জোট !

নিজস্ব সংবাদদাতা, রেজিনগর, ৩১ জনুয়ারি ঃ দীর্ঘদিনের গুঞ্জন অবশেষে বাস্তব রূপ নিল। শনিবার মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে জনসভা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের জনতা উন্নয়ন পার্টি-র সঙ্গে নির্বাচনী জোটের ঘোষণা করল আসাদউদ্দিন ওয়েইসির দল অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইতেহাদুল মুসলিমিন (মিম)। দলের রাজ্য সভাপতি ইমরান সোলাঙ্কি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জেইউপি ও মিম একসঙ্গেই ল।াই করবে। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে রাজ্যের সংখ্যালঘু রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত মিলল বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ। রেজিনগরের সভা থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান ইমরান সোলাঙ্কি। রাজ্যে পরিবর্তনের ডাক দিয়ে তিনি বলেন, বিজেপিকে বাংলায় এনে দেওয়ার দায়িত্ব মমতারই। বিজেপি আর তৃণমূল-দুটোই আরএসএসের দুটি ফুল। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে সভাস্থলে প্রবল উত্তেজনা ছ।য়ে প।ে। সোলাঙ্কির দাবি, সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক আর তৃণমূলের উপর আস্থা রাখছে না এবং আগামী নির্বাচনে সেই ভোট যাবে হুমায়ুন কবীরের জনতা উন্নয়ন পার্টি ও মিমের ঝুলিতে। যদিও জোটের ঘোষণা হলেও আসন বণ্টন নিয়ে এখনও চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। দুই দলের মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনা চলবে বলে জানা গিয়েছে। রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে, এই জোট ঘোষণার পর সিপিএম নেতা সেলিমের সঙ্গে হুমায়ুন কবীরের সাক্ষাৎ কি তবে কোনও জোট-সম্ভাবনার দিকে এগোল না? নাকি কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীর কটাক্ষ-সেলিম-ডালিম-হালিম যে খুশি জোট করুক-শেষ পর্যন্ত বাস্তব সত্যি হয়ে উঠবে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর আপাতত ভবিষ্যতের হাতেই রইল। হুমায়ুন কবীরের রাজনৈতিক যাত্রাপথও এই জোট ঘোষণার সঙ্গে নতুন গতি পেল। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে তৃণমূল ছাড়ার পর নিজের নতুন দল জনতা উন্নয়ন পার্টি গঠনের কথা ঘোষণা করেছিলেন তিনি। প্রথমে জানিয়েছিলেন, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর দল প্রায় ১০০টি আসনে প্রার্থী দেবে। পরে সেই লক্ষ্য আরও বাড়িয়ে প্রায় ২০০ আসনে লড়াইয়ের হুঙ্কার দেন হুমায়ুন। সেই সময় থেকেই তিনি প্রকাশ্যে মিমের সঙ্গে জোটে আগ্রহ দেখিয়ে আসছিলেন। এমনকী, ফেব্রুয়ারি মাসে হায়দরাবাদে গিয়ে আসাদউদ্দিন ওয়েইসির সঙ্গে সাক্ষাতের কথাও ছিল তাঁর। তবে সেই সাক্ষাতের আগেই রেজিনগরের সভা থেকে ইমরান সোলাঙ্কির ঘোষণায় কার্যত জোটে সিলমোহর পড়ে গেল।

ভোপালে শুরু 'মাতৃভাষা উৎসব-২০২৬'

ভোপাল, ৩১ জানয়ারি ঃ গত শুক্রবার থেকে তিন দিনের ' মাতৃভাষা উৎসব-২০২৬' শুরু হলো ভোপালের বিএইচইএল দশেরা ময়দানে। শহরের ১৮টি ভাষাভাষী পরিবারের সদস্যরা নিজেদের মাতৃভাষার সাংস্কৃতিক রূপ পরিবেশন করবেন। উৎসবে থাকবে লোকনৃত্য, লোকগীতি, নাট্যাভিনয় ও সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী।প্রথম দিনে হবে শিক্ষার্থীদের জন্য ভাষা সচেতনতা ও সৃজনশীল কার্যক্রম, 'বন্দে মাতরম'-ভিত্তিক নাটিকা। দ্বিতীয় দিনে গুরু তেগ বাহাদুরের জীবনকাহিনী নিয়ে নাটিকা। শেষ দিনে ভগবান ঝুলেলাল ও বিরসা মুন্ডা জীবনভিত্তিক নাটিকা। সেই দিন রাত ৬টায় মঞ্চস্থ হবে ' সর্বোপরি'- রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ১০০ বছরের যাত্রা। সংঘের ইতিহাস ও রাষ্ট্রনির্মাণ চেতনা তুলে ধরা হবে এতে।

মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অরূপ নস্কর,কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ গত শুক্রবার জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিশেষ দিনে তিনি গান্ধীজির ঐক্য এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ভারতের আদর্শকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেন।প্রতি বছর ৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াণ দিবসটি সারা দেশে 'শহীদ দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। স্বাধীনতা, শান্তি এবং ন্যায়ের লক্ষ্যে গান্ধীজির সেই মহান আত্মবলিদানকে এই দিনে সমগ্র দেশ পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সামাজিক মাধ্যম ' এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট লিখে জানান, মহাত্মা গান্ধীর পুণ্যতিথিতে তাঁকে জানাই বিনম্র প্রণাম। একটি ঐক্যবদ্ধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভারতের যে স্বপ্ন গান্ধীজি দেখেছিলেন, তা-ই আমাদের গণতন্ত্রের আত্মা।তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, জাতির জনকের দেখানো আদর্শ ও মূল্যবোধ আজও ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সঠিক দিশা দেখাতে এবং শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

মহারাষ্ট্রঃএনসিপি গোষ্ঠীর পরিষদীয় দলনেত্রী নির্বাচিত হলেন সুনেত্রা পওয়ার

মুম্বই, ৩১ জানুয়ারি ঃ মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে এক ব।স। রদবদল ঘটিয়ে এনসিপি (অজিত পওয়ার) গোষ্ঠীর বিধায়ক দলের নেত্রী হিসেবে নির্বাচিত হলেন সুনেত্রা পওয়ার। উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ারের অকাল প্রয়াণের পর দলের ভবিষ্য নেতৃত্ব নিয়ে যে জল্পনা তৈরি হয়েছিল, এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তার অবসান ঘটল। শনিবার মুম্বইয়ের বিধান ভবনে আয়োজিত এনসিপি বিধায়কদের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে সুনেত্রা পওয়ারকে এই দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৈঠকে দলের প্রবীণ নেতা দিলীপ ওয়ালসে পাতিল তাঁর নাম প্রস্তাব করেন এবং ছগন ভুজবল সেই প্রস্তাবে সমর্থন জানান।বর্তমানে রাজ্যসভার সাংসদ সুনেত্রা পওয়ার পরিষদীয় নেত্রী নির্বাচিত হওয়ার পাশাপাশি মহারাষ্ট্রের প্রথম মহিলা উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এদিন বিকেলে শপথ নিতে চলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীস আগেই স্পষ্ট করেছিলেন যে, অজিত পওয়ারের পরিবার ও দলের নেওয়া যেকোনো সিদ্ধান্তকে বিজেপি ও মহাযুতি জোট পূর্ণ সমর্থন জানাবে।

অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে আগরতলায় দুই বাংলাদেশি আটক

আগরতলা, ৩১ জানয়ারিঃ আগরতলা শহরের জয়পুর এলাকায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে দুই বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করা হয়েছে। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)- এর ৪২ নম্বর ব্যাটালিয়ন এই অভিযান পরিচালনা করে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী জ্বালানি উত্তরণে ভারতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃপ্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য ২৫ হাজার ৪০০ কিলোমিটারের বেশি, যার ফলে দেশের প্রায় শতভাগ সিজিডি'র ভৌগোলিক অবস্থানের আওতায়। ইথানল মিশ্রণের হার অর্থবর্ষ ২০২৪-২৫-এ ১৯.০৫ শতাংশে পৌঁছেছে। এটি ২০ শতাংশের জাতীয় লক্ষ্যের খুব কাছাকাছি।- প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা ১০ কোটি ৪১ লক্ষ পরিবারে পৌঁছেছে।- ইন্ডিয়া এনার্জি উইক ২০২৬-এ জ্বালানি নিরাপত্তা ও জ্বালানি রূপান্তর নিয়ে আলোচনা করতে সারা পৃথিবী থেকে অংশগ্রহণকারীরা একত্রিত হচ্ছেন।পরিবর্তনশীল বিশ্বে ভারতের জ্বালানি প্রয়োজন জ্বালানি অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সামাজিক উন্নয়ন ও মানব কল্যাণের মূল ভিত্তি। শিল্প উপাদন, পরিবহণ, কৃষি, স্বাস্থ্য পরিষেবা, ডিজিটাল সংযোগ এবং দৈনন্দিন চাহিদা পূরণে জ্বালানি অপরিহার্য। বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতিগুলির মধ্যে অন্যতম ভারত অপরিশোধিত তেলের তৃতীয় বৃহত্তম গ্রাহক। একই সঙ্গে, ২০৩৫ পর্যন্ত ভারতের জ্বালানি চাহিদা প্রায় সব বড় অর্থনীতির তুলনায় দ্রুতগতিতে বাড়বে বলে অনুমান করা হচ্ছে এবং ২০৫০ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক অতিরিক্ত জ্বালানি চাহিদার ২৩ শতাংশেরও বেশি ভারতের অংশ হবে।এই চাহিদা পূরণে ভারত নীতিগত সংস্কার, পরিকাঠামো সম্প্রসারণ এবং পরিচ্ছন্ন জ্বালানিকে গুরুত্ব দিয়ে জ্বালানি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে। জুন ২০২৫-এ ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করে। মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার ৫০ শতাংশ জীবাশ্ম বহির্ভূত জ্বালানি থেকে এসেছে। এটি প্যারিস চুক্তির অধীনে নির্ধারিত ২০৩০-এর লক্ষ্যের পাঁচ বছর আগেই অর্জিত হয়েছে। হাইড্রোকার্বন ব্যবহারে সংস্কার, জ্বালানি পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির দ্রুত বৃদ্ধি মিলিতভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারে ভারতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার সহায়ক।হাইড্রোকার্বন জ্বালানি শাসনব্যবস্থা ও বিভাগভিত্তিক সংস্কারভারতের জ্বালানি চাহিদা বাড়তে থাকায় জ্বালানি রূপান্তরের সাফল্য কেবল পরিকাঠামো সম্প্রসারণ ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ব্যবহারের উপর নির্ভর করে না, বরং জ্বালানি মূল্য শৃঙ্খল জুড়ে শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রক কাঠামোর উপরও নির্ভরশীল। স্পষ্ট নীতি, পূর্বানুমেয় নিয়মাবলি এবং সরলীকৃত অনুমোদন প্রক্রিয়া বিনিয়োগ আকর্ষণ, প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় হ্রাস এবং নির্ভরযোগ্য জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রেক্ষাপটে, ভারত জ্বালানি শাসনব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও পরিবর্তিত বাজার পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে একাধিক সংস্কার গ্রহণ করেছে।ভারতের হাইড্রোকার্বন ব্যবস্থা আপস্ট্রীম, মিডস্ট্রীম ও ডাউনস্ট্রীম, এই তিনটি স্তরে বিস্তৃত। আপস্ট্রীম তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত মিডস্ট্রীম বিভাগ জ্বালানির পরিবহণ ও সংরক্ষণকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং ডাউনস্ট্রীমের আওতায় শোধন ও বিতরণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত। এই তিনটি স্তরেই সংস্কারের লক্ষ্য দক্ষতা বৃদ্ধি, সরবরাহ নিরাপত্তা জোরদার করা এবং ধাপে ধাপে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ব্যবস্থায় রূপান্তরকে সমর্থন করা।আপস্ট্রীম বিভাগের সংস্কারতেলক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন সংশোধনী আইন, ২০২৫ঃএই সংশোধনী আইন ভারতের আপস্ট্রীম বিভাগের নিয়ন্ত্রক কাঠামোকে আধুনিক করে, প্রক্রিয়া সহজ করে, সমন্বিত জ্বালানি উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি করে। এই সংস্কারের লক্ষ্য ঘরোয়া তেল ও গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি, জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার করা এবং একটি স্থিতিশীল ও স্বচ্ছ নীতিগত পরিবেশ নিশ্চিত করা।পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস বিধিমালা, ২০২৫ঃএই বিধিমালা তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধান ও উপাদনের জন্য একটি আধুনিক ও স্বচ্ছ নিয়ন্ত্রক কাঠামো প্রদান করে। এর মাধ্যমে ব্যবসা করার সুবিধা বৃদ্ধি, নিয়ন্ত্রণ জোরদার এবং জ্বালানি নিরাপত্তা লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করা হচ্ছে।এই সংস্কারের ফলে, হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান লাইসেন্স নীতির আওতায় ৩৭৮০০০ বর্গ কিলোমিটারেরও বেশি এলাকাজুড়ে ১৭২-টি ব্লক বরাদ্দ করা হয়েছে, যেখানে প্রায় ৪৩৬ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি এসেছে। ভূকম্পীয় সমীক্ষা, খনন কর্মসূচি এবং সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত উদ্যোগের মাধ্যমে অনুসন্ধান কার্যক্রম আরও ত্বরান্বিত হয়েছে।মিডস্ট্রীম ও ডাউনস্ট্রীম বিভাগে সংস্কারমিডস্ট্রীম ও ডাউনস্ট্রীম বিভাগে সংস্কারের মূল লক্ষ্য জ্বালানি পরিবহণ উন্নত করা, মূল্য নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনা এবং বাজারে প্রবেশাধিকার সহজ করা।সমন্বিত পাইপলাইন ট্যারিফ দেশ, এক গ্রিড, এক ট্যারিফ' নীতির অধীনে ২০২৩ সালে প্রবর্তিত এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য গ্যাস পরিবহণ ব্যয়ের আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা। এই ব্যবস্থায় জাতীয় গ্যাস গ্রিড জুড়ে পরিবহণ শুল্ক শুরু করা হয়েছে এবং আগের দূরত্বভিত্তিক ট্যারিফ বা শুল্ক কাঠামো প্রতিস্থাপিত হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত কার্যকর পাইপলাইনের প্রায় ৯০ শতাংশ এই ব্যবস্থার আওতায় এসেছে, ফলে প্রাকৃতিক গ্যাসের সাশ্রয়ী মূল্য ও প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান আরও সুদৃঢ় হয়েছে।পরিকাঠামো সম্প্রসারণের মাধ্যমে শক্তি নিরাপত্তা জোরদার করা শাসনব্যবস্থার সংস্কারের পাশাপাশি, জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা, গ্যাস সংযোগ এবং পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে সারা দেশে শক্তি তথা জ্বালানি পরিকাঠামো সম্প্রসারণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে, শক্তি প্রাপ্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্যতা উন্নত হয়েছে এবং পরিচ্ছন্ন শক্তির ব্যবহার উৎসাহিত

হাওড়া মার্কেটে অবৈধ ব্যবসার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ, আগরতলায় ফুটপাত দখল উচ্ছেদে ফের অভিযান

আগরতলা, ৩১ জানুয়ারিঃ আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদারের উপস্থিতিতে শুক্রবার শহর সংক্রান্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পৃথক এই বৈঠকগুলিতে হাওড়া মার্কেটের অবৈধ ব্যবসা ও শহরের যানজট সমস্যা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।প্রথম বৈঠকে হাওড়া মার্কেট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে জানানো হয়, হাওড়া মার্কেটের একটি অংশে অবৈধভাবে ব্যবসা চলছে এবং সেই সুযোগে নেশা জাতীয় দ্রব্যের বেআইনি বিক্রিও হচ্ছে-এমন একাধিক অভিযোগ আগরতলা পুর নিগমের কাছে জমা পড়েছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে অবৈধ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। খুব শীঘ্রই হাওড়া মার্কেট থেকে অবৈধ ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করা হবে বলে জানানো হয়। পাশাপাশি, বৈধ ব্যবসায়ীদের জন্য একটি সুপরিকল্পিত ও ব্যবস্থাপনা-সমৃদ্ধ নির্দিষ্ট স্থান বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যেখানে তারা সুশৃঙ্খলভাবে ব্যবসা করতে পারবেন। এদিনের বৈঠকে হাওড়া মার্কেটের ব্যবসায়ীরাও উপস্থিত ছিলেন।অপরদিকে, বিকালে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় যেখানে পুর নিগমের কমিশনার, এসডিএম, ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিকসহ সংশ্লিষ্ট দফতরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আগরতলা শহরে আবারও অভিযান চালানো হবে। ফুটপাত দখল এবং শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যানজট সৃষ্টি করার অভিযোগে অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একই সঙ্গে শহরকে যানজটমুক্ত রাখতে একটি সুপরিকল্পিত রূপরেখা গ্রহণের বিষয়েও আলোচনা হয়।মেয়র দীপক মজুমদার জানান, একদিকে যেমন শহরের যান চলাচল স্বাভাবিক ও নির্বিঘ্ন রাখতে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, তেমনই অন্যদিকে হাওড়া মার্কেটকে শৃঙ্খলার আওতায় আনতে নতুন সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে। এই দুটি বৈঠকের মাধ্যমে আগরতলা শহরের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা আরও সুদৃঢ় করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

বইমেলা বিশেষ সংখ্যা 'উদার আকাশ' উদ্বোধন করলেন বিশিষ্ট নাট্যকার ব্রাত্য বসু

অরূপ নস্কর,কলকাতা,৩১জানুয়ারিঃ আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা উপলক্ষে 'উদার আকাশ' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা ১৪৩২ উদ্বোধন করলেন বিশিষ্ট নাট্যকার, অভিনেতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ শিক্ষা দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী ব্রাত্য বসু। গত২৮ জানুয়ারি, বুধবার ৪৯ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় গিল্ডের অফিসে ফারুক আহমেদ সম্পাদিত রিসার্চ জার্নাল 'উদার আকাশ' পত্রিকার আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা উপলক্ষে ২৫ বছর ১ম সংখ্যাটি বিশিষ্ট নাট্যকার, লেখক ও উচ্চ শিক্ষা দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ব্রাত্য বসুর হাতে তুলে দিলেন সম্পাদক। 'উদার আকাশ' বইমেলা সংখ্যাটিতে বহু গুরুত্বপূর্ণ লেখা প্রকাশিত হয়েছে। সৃজনশীল কাজের জন্য ইতিমধ্যে 'উদার আকাশ' পাঠক দরবারে সমাদৃত হয়েছে। ইতিমধ্যেই 'উদার আকাশ' প্রকাশন সংস্থা থেকে ১৯৯টি গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছে। ২০২৬ সালে ৪৯তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় ১৭টি নতুন বই প্রকাশ হয়েছে। চলতি ৪৯তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় 'উদার আকাশ' প্রকাশনের স্টলটি বহু বইপ্রেমীর কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হচ্ছে। 'উদার আকাশ' স্টলটির নম্বর ৬৬৪। বইমেলার ৯নং গেটের কাছেই। 'উদার আকাশ' প্রকাশনের একগুচ্ছ কবিতার বই, কর্ণধার ফারুক আহমেদের সম্পাদিত প্রবন্ধের বই যেমন, বিস্তীর্ণ আকাশ জুড়ে কাজী নজরুল ইসলাম, বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম, প্রতিশ্রুতি ও উন্নয়ন, পশ্চিমে সূর্যোদয় রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উলটপুরাণ পাঠকরা আগ্রহের সঙ্গে কিনছেন। একইসঙ্গে সাংবাদিক তথা কথা সাহিত্যিক মোশারফ হোসেনের জনপ্রিয় উপন্যাস দুই বাংলার পটভূমিতে লেখা 'জন্মভূমিশ্চ ও ' কাচপোকার টিপ' এবং সদ্যপ্রকাশিত দুটি উপন্যাস ' এক নদী ভালোবাসা' ও ' সন্ধিক্ষণ ডিটেকটিভ উপন্যাস 'রহস্য কারগির পাহাড়ে', কবিতার বই ' ডাক' প্রভৃতি ভালোই বিক্রি হচ্ছে। ওই লেখকের রাজনৈতিক-সামাজিক উপন্যাস ' পরিবর্তন প্রথম খণ্ড' এবং নিবন্ধের বই ' মানুষ-মাটি-মা' আগের মতো এখনও পাঠক-প্রিয়।বিশিষ্ট গবেষক ও অধ্যাপক আবুল হাসনাত-এর 'কালের প্রহরী' এবং ' ক্রয়ী' প্রবন্ধগ্রন্থ বেশ সাড়া ফেলেছে বইমেলায়। মইনুল হাসান-এর লেখা কয়েকটি প্রবন্ধের বই বিশেষ করে 'বাঙালী ও মুসলমান' ক্খাজিম আহমেদ-এর 'বাঙালি মুসলমান ়আপন ভুবনের সন্ধানে' এবং 'পশ্চিমবাংলার বাঙালি মুসলমান ়অন্তবিহীন সমস্যা' এমুহূর্তে বেস্টসেলার বইমেলায়। উপন্যাস ও কবিতার বইও কাটছে ভালো। তুষার ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র সাহা, প্রবীর ঘোষ রায়, হর শঙ্কর মিত্র, সুব্রত ঘোষ রায়, তৈমুর খান, পলাশ কুমার হালদার, ওয়াবেদ আকাশ, সোনা বন্দ্যোপাধ্যায়, পিনাকী চট্টোপাধ্যায়, মোঃআবেদ আলি, শিবুকান্ত বর্মনদের লেখা বইও বেশ বিক্রি হচ্ছে।ফারুক আহমেদ বলেন, 'উদার আকাশ'-এর প্রতি পাঠকের এই ভালোবাসা আমায় আপ্লুত করেছে। সংস্থাকে আগামী দিনে আরও সমৃদ্ধ করার চেষ্টার ত্রুটি করব না। তিনি আরও জানান, আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বিকেলে বইমেলার 'প্রেস কর্নারে' এক অনুষ্ঠানে 'উদার আকাশ' প্রকাশন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ পাবে নতুন কয়েকটি বই।

ইউজিসি-র নতুন নির্দেশিকার ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংসস্থা), ৩১ জানুয়ারি ঃ ইউজিসি-র নতুন কিছু নিয়মকে কেন্দ্র করে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার একটি মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালত ওই বিতর্কিত নির্দেশিকার উপরে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করেছে। শুনানি চলাকালীন আদালত বলে, ''আমরা কি ক্রমশ একটি পশ্চাপদ বা রক্ষণশীল সমাজের দিকে যাচ্ছি?'' মামলাকারীর তরফে এ দিন সওয়াল করেন আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি। বিতর্ক ইউজিসি প্রমোশন অব ইকুইটি ইন হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশনস রেগুলেশনস, ২০২৬ ঘিরে। গত ১৩ জানুয়ারি এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছিল। আদালত জানিয়েছে, ইউজিসি-র এই নির্দেশিকা উচ্চশিক্ষার প্রগতিশীল কাঠামোর ওপর আঘাত আনছে কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। সরকারকে এই নিয়মগুলো ফের খতিয়ে দেখতে এবং প্রয়োজনে নতুন করে খসড়া তৈরি করতে বলা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই নতুন নিয়মগুলি স্থগিত ও ২০১২ সালের পুরনো নিয়মগুলিই কার্যকর থাকবে। উল্লেখ্য, এই নতুন নিয়ম ইউজিসি এনেছিল সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরই। ২০১২ সালের ইউজিসি অ্যান্টি -ডিসক্রিমিনেশন রেগুলেশন কার্যকরভাবে রূপায়ণ হচ্ছে না- এই অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন রাধিকা ভেমুলা এবং আবেদা সালিম তাদভি। রাধিকা ভেমুলা হলেন গবেষক রোহিত ভেমুলার মা। আর আবেদা তাদভি হলেন মুম্বইয়ের চিকিৎসক পড়ুয়া পায়েল তাদভির মা। রোহিত ও পায়েল দু'জনেই জাতিভিত্তিক বৈষম্যের শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। এই মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট ইউজিসিকে নতুন, শক্তিশালী নিয়ম তৈরির নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশ মেনেই ইউজিসি ২০২৬ সালের নতুন ইক্যুইটি রেগুলেশন জারি করে।ইউজিসি ২০২৬ সালের ১৩ জানুয়ারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ' ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন (প্রোমোশন অব ইক্যুইটি ইন হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশনস) রেগুলেশনস, ২০২৬'। এর মাধ্যমে ২০১২ সালের জাতিভিত্তিক বৈষম্য বিরোধী নিয়ম সংশোধন করা হয়। নতুন নিয়মে ' কাস্ট -বেসড ডিসক্রিমিনেশন' বা জাতিভিত্তিক বৈষম্যকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এমন বৈষম্য হিসেবে, যা শুধুমাত্র তফসিলি জাতি (এসসি), তফসিলি উপজাতি (এসটি) এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) সদস্যদের বিরুদ্ধে করা হয়। অর্থাৎ সংজ্ঞার মধ্যেই সাধারণ শ্রেণির ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষকরা কার্যত বাদ পড়ছেন।এই নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে বৈষম্য রোধে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে হেল্পলাইন চালু করা, মনিটরিং ব্যবস্থা গঠন, নিয়মিত রিপোর্ট ইউজিসির কাছে পাঠানো ইত্যাদি। এই ব্যবস্থার দায়িত্ব সরাসরি প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের উপর চাপানো হয়েছে। উপাচার্য, অধ্যক্ষদের ব্যক্তিগতভাবে নিয়ম মানার নিশ্চয়তা দিতে হবে। যদি কোনও প্রতিষ্ঠান এই নির্দেশিকা না মানে, তবে তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। যেমন, নতুন কোর্স অনুমোদন বন্ধ করা, ইউজিসির বিভিন্ন প্রকল্প থেকে বাদ দেওয়া বা এমনকী প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রত্যাহার পর্যন্ত করা হতে পারে।নতুন নিয়মের বিরুদ্ধে মূল আপত্তি এসেছে সংজ্ঞা নিয়েই। সমালোচকদের বক্তব্য, ইউজিসি যেভাবে ' কাস্ট -বেসড ডিসক্রিমিনেশন' সংজ্ঞায়িত করেছে, তাতে সাধারণ শ্রেণির ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা পুরোপুরি সুরক্ষার বাইরে চলে যাচ্ছেন। তাঁদের দাবি, বৈষম্য যে কোনও দিক থেকেই হতে পারে। কিন্তু নতুন নিয়মে শুধু সংরক্ষিত শ্রেণির মানুষদেরই ' ভিকটিম' হিসেবে ধরা হচ্ছে। ফলে সাধারণ শ্রেণির কেউ যদি বৈষম্যের শিকার হন, তাহলে তাঁদের জন্য কোনও কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তির পথ থাকছে না। আরও অভিযোগ, এই নিয়মে ' ভুল অভিযোগ' বা মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে কোনও সুরক্ষা নেই। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শুরু থেকেই অপরাধী ধরে নেওয়ার প্রবণতা তৈরি হবে, যা ক্যাম্পাসে আতঙ্ক ও অবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি করবে।

১ ফেব্রুয়ারি সংসদে পেশ সাধারণ বাজেট, অনেক প্রত্যাশা দেশবাসীর

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি ঃ রীতি মেনে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিনেই ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। আগামীকাল লোকসভায় কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করবেন নির্মলা। লোকসভার বাজেটের একটি প্রতিলিপি রাজ্যসভায় রাখা হবে। ২০১৯-এ দায়িত্ব পাওয়ার পর এটি হবে সীতারমণের নবম বাজেট।অন্যদিকে মোদী সরকারের তৃতীয় মেয়াদের তৃতীয় বাজেট এটি। সংসদে বাজেট ভাষণের পর বাজেটের নথি মোবাইল অ্যাপ ও ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এর পর অর্থমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ৩০ জন কলেজ পড়ুয়ার সঙ্গে মত বিনিময় করবেন। এই পড়ুয়ারা লোকসভার গ্যালারিতে বসে বাজেট প্রস্তাব পেশ স্বচক্ষে দেখতে পারবেন। এবারের বাজেট থেকেও অনেক প্রত্যাশা রয়েছে দেশবাসীর।

বেলডাঙা হিংসার তদন্তভার এনআইএ-কে, অমিত শাহের বঙ্গ সফরের মধ্যেই বড় পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৩১ জানুয়ারিঃ পশ্চিমবঙ্গর মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা এলাকায় ঘটে যাওয়া হিংসার ঘটনার তদন্ত এবার করবে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। এই সিদ্ধান্তটি এমন এক সময়ে নেওয়া হয়েছে যখন কেংদ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পশ্চিমবঙ্গ সফরে রয়েছেন। উল্লেখ্য যে, গত ১৬ জানুয়ারি ঝাড়খণ্ডে এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বেলডাঙা এলাকায় হিংসাত্মক বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল। বিক্ষোভকারীরা রেললাইন এবং জাতীয় সড়ক দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা ধরে অবরোধ করে রেখেছিলেন। এই সময় পুলিশকর্মী ও সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের ওপর হামলা চালানো হয়। পরদিনও এই হিংসা অব্যাহত ছিল, যার ফলে জাতীয় স।কে যান চলাচল পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়েছিল, যার পরেই অবরোধ সরানো সম্ভব হয়।এই মামলায় এপর্যন্ত মোট ৩৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে হায়দরাবাদের সংখ্যালঘু রাজনৈতিক দল অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (এআইএমআইএম)-এর এক নেতাও রয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিও এবং সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে এই গ্রেফতারি করা হয়েছে।বেলডাঙার এই হিংসা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনহিতকর মামলা দায়ের করা হয়েছিল, যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন এবং এনআইএ তদন্তের দাবি জানানো হয়। এই আবেদনের শুনানি শেষে প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্রীয় সরকারকে এই মামলার তদন্তভার এনআইএ-র হাতে তুলে দেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। আদালত নির্দেশ দিয়েছে যে, বেলডাঙায় পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর মোতায়েন জারি থাকবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত বাহিনীও পাঠানো যেতে পারে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারকে সংবেদনশীল এলাকাগুলোতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।এই আদেশটি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দায়ের করা জনহিতকর মামলার শুনানির পর দেওয়া হয়েছে। আদালত মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারকেও নির্দেশ দিয়েছে যাতে তারা ১৫ দিনের মধ্যে হলফনামা দাখিল করে এলাকার মানুষের জানমালের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

প্রকাশিত হলো সেরার সেরা রঞ্জন প্রসাদ

অনিকেত নস্কর,কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ ৪৯ তম কলকাতা বইমেলা প্রাঙ্গণ থেকে এবারে প্রকাশিত হলো লেখক রঞ্জন প্রসাদের ছোট গল্পের সংকলন সেরার সেরা রঞ্জন প্রসাদ। বইটির প্রকাশনায় রয়েছেন কথকথা প্রকাশক ও সম্পাদনা করেছেন রাহুল দাশগুপ্ত । শুক্রবার বিকেল ৫ টার সময় বইমেলা প্রাঙ্গণের ১৪৩ নম্বর বুক স্টল থেকে প্রকাশিত হয় বইটি ।প্রকাশনা সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে , যুগের সঙ্গে তাল মিলাতেই সমাজ মাধ্যমে বেশ কিছুদিন আগে থেকে সেরে ফেলা হয়েছিল প্রচারের কাজ। তবে এই অল্প সময়ের প্রচারে সাড়া দিয়ে এতজন পাঠক ছুটে আসবেন তা তাঁরা কল্পনা করেননি । বইটি প্রসঙ্গে দু - চার কথা বলতে গিয়ে তাঁরা বলেন ,বইটির ভূমিকায় শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে রয়েছে সত্যজি রায় থেকে হালের রূপম ইসলাম - দের মত কলাকুশলীদের। এছাড়াও বইটির শুরুতে রয়েছে চলচ্চিত্র পরিচালক সন্দীপ রায়ের বক্তব্য এবং শেষে রয়েছে রূপম ইসলামের বক্তব্য। সন্দেশ পত্রিকা সহ অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত রঞ্জন প্রসাদের ছোট গল্পগুলোকে একত্রিত করে রূপ দেওয়া হয়েছে এই গল্প সংকলনের ।

পরিবারের মধ্যে কোনও সমস্যা নেই, জানিয়ে দিলেন শরদ পওয়ার

বারামতী, ৩১ জানুয়ারি ঃ পওয়ার পরিবারের মধ্যে কোনও সমস্যা নেই, জানিয়ে দিলেন শরদ পওয়ার। শনিবার শরদ বলেন, পরিবারে কোনও সমস্যা দেখা দিলে পরিবার ঐক্যবদ্ধ থাকে। পরিবারে কোনও সমস্যা নেই। অজিত পওয়ারের প্রয়াণের পর শোনা যাচ্ছে সুনেত্রা পওয়ার মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন, এ বিষয়ে এনসিপি-এসসিপি প্রধান শরদ পওয়ার বলেন, আমার কাছে এ বিষয়ে কোনও তথ্য নেই। তাঁর দল অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সংবাদপত্রে আমি যা দেখেছিঃপ্রফুল্ল প্যাটেল এবং সুনীল তাতাকরের মতো কিছু নাম যারা কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। আমার কাছে এই বিষয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। আমার কাছে এই সম্পর্কে কোনও তথ্য নেই। আমি জানি না এমনটা ঘটছে কিনা।শরদ আরও বলেন, অজিত পওয়ার একজন দক্ষ এবং নিবেদিতপ্রাণ নেতা ছিলেন, যিনি সত্যিকার অর্থে জনগণের জন্য কাজ করতেন। তিনি জনসাধারণের সমস্যাগুলি পুরোপুরি বুঝতেন এবং সর্বদা জনগণ যাতে ন্যায়বিচার পায় তা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করতেন। বারামতীর মানুষ সর্বদা তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে, এবং তাঁর কাজ এবং দায়িত্বের ক্ষেত্রে তিনি কখনও পিছিয়ে পড়েননি। তাঁর মৃত্যু আমাদের সকলকে গভীরভাবে মর্মাহত করেছে। তাঁর মৃত্যুর পর যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা আমাদের সকলকে শক্তির সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। আমাদের অবশ্যই জনগণের দুর্ভোগ কমাতে এবং তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ নিয়ে সেবা করেছিলেন তা অব্যাহত রাখার জন্য কাজ করতে হবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, তাঁর পরিবারের নতুন প্রজন্ম অবশ্যই তাঁর উত্তরাধিকার এবং কাজের পদ্ধতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বুথ লেভেল এজেন্ট দুই দের সঙ্গে বৈঠক

নবান্ন,৩১জানুয়ারিঃএস আই আর এর আবহে তৃনমূল কংগ্রেস প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আজ দলের বুথ লেভেল এজেন্ট দুই দের সঙ্গে বৈঠক করেন। কালীঘাটে তার বাসভবনে এই বৈঠকে ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বি এল এ ছাড়াও ৮টি অয়ার্ডের কাউন্সিলাররা উপস্থিত ছিলেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। বৈঠক নিয়ে দলীয় ভাবে কিছু না জানানো হলেও তার বিধানসভা কেন্দ্রে শুনানীতে ডাক পাওয়া ভোটারদের সমস্যা এবং এস আই আর নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে

রাশিফল

মেষঃ আজকে আপনি সুন্দর জিনিস ও অদ্ভুত সব হস্তশিল্পের কদর করবেন। এমনকী আপনি হয়তো এই সকল পণ্য সংক্রান্ত ব্যবসা করার কথাও ভাববেন। যদিও, আপনি হয়ত মনস্থির করতে পারবেন না। কিন্তু এ ব্যাপারে মন খোলা রাখুন। যুক্তির সাহায্যে আপনি আজ সবকিছু একটু ভালো ভাবে সামলাতে পারবেন। শুভদিন

বৃষঃ আশেপাশের লোকজনের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ভালো থাকার সম্ভাবনা খুবই বেশি। আজকে আপনি পেট দিয়ে ভাববেন, নানা উপাদেয় খাবার খেতে ইচ্ছা করবে। চেপে রাখা খিদে হয়তো এরকম অনুভূতির কারণ। আজকে হয়ত একদম নতুন, অন্যরকম কিছু হবে।

মিথুনঃ আজ আপনি সম্ভবত রোমান্টিক মেজাজে থাকবেন। কঠিন পরিস্থিতির চাপে আপনার চরিত্রের প্রতিযোগী দিকটি বেরিয়ে আসবে । আপনাকে শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষতার দিকে ঠেলে দেবে। আপনার কাজের থেকে আপনার ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাবে। অর্থের ব্যয়।

কর্কট রাশি ঃআজ আপনি বাড়িতে নতুন খাবার রান্না করে দেখবেন। পরিবারের সদস্যরা তা উপভোগ করবেন। আপনি অবসর সময় কাটানোয় মন দেবেন। আপনার উদ্যম খুব বেশি থাকবে, কিন্তু একসাথে অনেক বেশি কাজ করলে সেই শক্তি নানা জায়গায় ভাগ হয়ে যাবে। সন্তান হতে পারে আজকে।

সিংহঃ বাই একে অন্যের থেকে আলাদা হতে চায়। যদিও, তাঁরা এমনিতেই অনন্য। আজ, কাজের জায়গায় আপনি সেরকমই নানাধরনের লোকের দেখা পাবেন । যার মধ্যে কেউ কেউ হয়ত আপনার ধৈর্যেরও পরীক্ষা নেবে।

কন্যা ঃ আজকে আপনার কাঁধে অনেক নেতিবাচক চিন্তা ভর করবে । সেগুলি ঝেড়ে ফেলুন কেননা যতবার আপনি পড়ে যাবেন, ততবারই আরও শক্তিশালী হয়ে উঠে দাঁড়াবেন। শুভ দিন হবেই।

তুলাঃ আপনি আজকে কর্মক্ষেত্রে আপনার ক্ষমতা ও দক্ষতা প্রদর্শন করে লোকজনকে মুগ্ধ করবেন।

বৃশ্চিকঃ আজকের দিনটি, আপনার জন্য দুটি ভাগে বিভক্ত। দিনের একভাগ স্মৃতিকাতরতা চিন্তাভাবনায় আচ্ছন্ন থাকবে আর অন্যদিকে, যে সময় আপনি দিবাস্বপ্ন দেখতে এবং কাজ উপেক্ষা করে কাটিয়েছেন, সেই সময় পুনরুদ্ধার করতে ব্যয় হবে।।

ধনুঃ হঠাৎ করে আপনি আবিষ্কার করবেন যে, আপনি পরিবারের প্রতি খুবই একনিষ্ঠ। সন্তানদের প্রতি আপনার ভালোবাসা ও স্নেহ প্রকাশ করতে পেরে আপনার ভালো লাগবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

মকরঃ আজ আপনি খুবই ব্যস্ত। কাজের চাপে আপনি এতই আটকা পা। থাকবেন যে, নিজের জন্য চিন্তা করা আপনার জন্য খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে

কুম্ভঃ সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে ভালো খবর এসে আপনাকে প্রফুল্ল করে তুলবে। আপনি যদি ভিসার আবেদন করে থাকেন, আজকে তা পেতে পারেন। সবকিছু ইতিবাচক দেখাচ্ছে এবং আপনার মেজাজেও তার ছাপ পড়বে।

মীনঃআজকে হয়তো আপনার মাথায় অভিনব উদ্ভাবনী কোন চিন্তা আসবে। কিন্তু আপনার ধারণার একই গতিতে জন্ম নেওয়া ও হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আজকে। আর্থিক উন্নতি হতেপারে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হতে পারে। সন্তান হতে পারে আজকে দিনে।

আবহাওয়া

ক্রমশ বাড়ছে শহর কলকাতার তাপমাত্রা। শনিবার ভোরে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। গতকাল অর্থা শুক্রবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৬ ডিগ্রি, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। এ দিন বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সর্বাধিক ৮৮ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৫২ শতাংশ।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী সাত দিন উত্তর কিংবা দক্ষিণবঙ্গ- কোথাও পারদ খুব বেশি ওঠানামার সম্ভাবনা নেই। অর্থা, আর জাঁকিয়ে শীত ফেরার সম্ভাবনা নেই রাজ্যে। তবে কুয়াশার দাপট চলবে। ঘন কুয়াশায় সকালের দিকে দৃশ্যমানতা কম থাকবে উত্তরবঙ্গে। হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলাতেও। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৭৯ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৪৭ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়নি

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫৫মিনিট এবং ০৯রাত ৫৫টা । **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫৫মনিট এবং রাত ১০টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ১৯মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২৩মনিটে হতে পারে।

হোটেলে গোমাংস পরিবেশন অভিনেতা সায়ক চক্রবর্তীকে, তুঙ্গে বিতর্ক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অভিনেতা ও পরিচিত সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার সায়ক চক্রবর্তী কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের একটি হোটেলের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন। অভিনেতার দাবি, মটন অর্ডার করা সত্ত্বেও তাঁকে হোটেলের পক্ষ থেকে গোমাংস পরিবেশন করা হয়েছে। ঘটনাটি শুক্রবার রাতের বলে জানা গিয়েছে। সায়ক তাঁর বন্ধু অনন্যা গুহ এবং সুকান্ত কুণ্ডুর সঙ্গে ডিনারে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, খাবার পরিবেশনের পর প্রথম গ্রাসেই তাঁর সন্দেহ হয়। এরপরই তিনি ওয়েটারকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সায়ক ঘটনাস্থল থেকেই ফেসবুক লাইভ করে পুরো বিষয়টি তুলে ধরেন, যার ভিডিও ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক ভাইরাল হয়েছে। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে অভিনেতাকে ওয়েটারের উদ্দেশ্যে বলতে শোনা যায় যে, তিনি এক জন ব্রাহ্মণ এবং তাঁকে না জানিয়েই গোমাংস পরিবেশন করা হয়েছে। কথোপকথনের সময় ওয়েটার নিজের পরিচয় দিলে দু'জনের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ শুরু হয়। অভিনেতা হোটেলের কর্তৃপক্ষের কাছেও এই নিয়ে লিখিত অভিযোগ জানান। এদিকে, অভিযুক্ত ওয়েটার নিজের ভুল স্বীকার করে জানিয়েছেন যে, অর্ডার শোনার ক্ষেত্রে ভুল হওয়ার কারণেই এই বিপত্তি ঘটেছে। তবে হোটেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি। এই ঘটনার জেরে হোটেল চত্বরে কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

বিজেপিতে ভাঙন, মালদা উত্তরের সাংসদের তৃণমূলে যোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ বিজেপিতে বড়সড় ভাঙন ধরিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর স্ত্রী অরুণা মার্ডি। বুধবার কলকাতায় এক যোগদান অনুষ্ঠানে রাজ্যের দুই মন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও বীরবাহা হাঁসদার হাত থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে নেন তিনি। তাঁর যোগদানকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র আলোচনা।দলে যোগ দিয়ে অরুণা মার্ডি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজ ও নেতৃত্বে অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি রাজ্যের শাসকদলে যোগ দিলেন। তাঁর মতে, তৃণমূল কংগ্রেসই একমাত্র দল, যারা রাজ্যের মানুষের পাশে থেকে বাস্তব উন্নয়নের কাজ করছে।অরুণা মার্ডি আরও জানান, তপশিলি জাতি ও উপজাতি সমাজের মানুষের অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কাজ করাই তাঁর মূল লক্ষ্য। এই শ্রেণির মানুষের সার্বিক উন্নয়নের জন্য তিনি দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে মাঠে নেমে কাজ করতে চান বলে জানান।তাঁর এই যোগদানকে আসন্ন রাজনৈতিক সমীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

মন্দিরবাজারে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা, মৃত দুই, আহত দুই

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মন্দিরবাজার, ৩১ জানুয়ারি ঃ ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা মন্দিরবাজারে, মৃত দুই। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজার থানার মাধবপুর এলাকায় দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল ২ বাইক চালকের। গুরুতর আহত অবস্থায় আরও দুই বাইক আরোহী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নিহত দুই বাইক চালকের নাম চন্দন বৈদ্য, তিনি স্থানীয় আটাপাড়া এলাকার বাসিন্দা। অন্যদিকে আর এক মৃতের নাম সাহারুল মোল্লা। তিনি দাদপুর এলাকার বাসিন্দা।অন্যদিকে আহত দুই বাইক আরোহীর নাম রচনা হালদার ও তামিম হোসেন পিয়াদা। দুজনই গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার চন্দন বৈদ্য ও রচনা হালদার রেজিস্ট্রি ম্যারেজ সম্পন্ন করার পর শপিং করে বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় মাধবপুর এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি বাইকের সঙ্গে তাদের বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা চন্দন বৈদ্য ও সাহারুল মোল্লাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহত রচনা হালদার ও তামিম হোসেন পিয়াদার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদেরকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে শনিবার ও চিকিৎসা চলছে তাদের। আর এই ঘটনার জেরে শোকের ছায়া নেমেছে মৃতদের পরিবারে। অন্যদিকে পুলিশ দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। যেখানে পরিবারে বিয়ের আনন্দে মেতে উঠেছিলেন সকলে, সেখানে এমন ঘটনায় সবাই কার্যত ভেঙে পড়েছেন।

"মাধ্যমিক বনাম এসআইআর- শিক্ষক সংকট নিয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের চরম উদ্বেগ"

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ এখনও খানিকটা বাকি থাকায় রাজ্যের সরকারি শিক্ষকরা এই কাজে দিনরাত সদাব্যস্ত। কিন্তু ঠিক সেই সময় থেকে শুরু হতে চলেছে ছাত্রছাত্রীদের জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা, ২০২৬ সালের মাধ্যমিক। আগামী ২রা ফেব্রুয়ারি থেকে ১২ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে মাধ্যমিক পরীক্ষা, যা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার দায়িত্বে থাকবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। তবে এবার পরীক্ষার প্রস্তুতিতে শুরু থেকেই চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন, বা এসআইআর-এর কাজ। এসআইআর শুনানি চলাকালীন বহু শিক্ষক বিএলও (ব্লক লেভেল অফিসার)-এর দায়িত্বে যুক্ত থাকবেন, ফলে তারা পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষার হলে উপস্থিত থাকবেন না। এই অবস্থায় শিক্ষক সংকট যে পর্যাপ্ত মাত্রায় তৈরি হবে, তা নিয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। শুক্রবার, পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় জেলাশাসকদের চিঠি লিখে আবেদন করেছেন, মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন এসআইআরের কাজে যুক্ত শিক্ষকদের থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'রাজ্যজুড়ে মোট ২৬৮২টি পরীক্ষাকেন্দ্রে ১০,৭৯,৮৯৭ পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবেন। প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য কমপক্ষে একজন বা দুইজন পরীক্ষক প্রয়োজন। কিন্তু ভোটার তালিকার কাজের কারণে পরীক্ষকের সংখ্যা যথেষ্ট নয়। এতে পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়া ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে।' পর্ষদ সভাপতির বক্তব্য অনুযায়ী শুধু পরীক্ষকের অভাব নয়, সেন্টার ইনচার্জ বা ভেন্যু সুপারভাইজার পদেও পর্যাপ্ত শিক্ষক প্রয়োজন। তবে এই মুহূর্তে তাঁদের অনেকেই নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজে জড়িত। ফলে কেন্দ্রিক ও জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে অব্যাহতি না দিলে সমস্যা বাড়বে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের হিসাব অনুযায়ী, প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রে ন্যূনতম ৪-৫ জন শিক্ষক প্রয়োজন হলেও ভোটার তালিকা সংক্রান্ত এসআইআর প্রক্রিয়ায় শিক্ষকদের ব্যস্ততা পরীক্ষার মান বজায় রাখ তে বাধা সৃষ্টি করছে। এই সমস্যা শুধুমাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষায় সীমাবদ্ধ নয়, পরবর্তীতে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীনও প্রভাব ফেলতে পারে। তবে আশা করা হচ্ছে, মাধ্যমিকের পর এসআইআর-এর কাজ শেষ হলে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় শিক্ষকদের অভাব হবে না। পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় চিঠিতে আরও উল্লেখ করেছেন, তশুধু শিক্ষকের সংখ্যা নয়, পরীক্ষার সুষ্ঠু ও নিরাপদ পরিবেশ বজায় রাখতে ভেন্যু সুপারভাইজার ও সেন্টার ইনচার্জদেরও যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা জেলা প্রশাসনের সঙ্গে এই বিষয়ে সবরকম সাহায্য এবং সমন্বয় নিশ্চিত করব।দ রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায় এই দ্বৈত চাপ নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। একদিকে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রস্তুতি ও পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে নেওয়ার দায়িত্ব, অন্যদিকে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের কাজের চাপ। এই দুই দায়িত্বকে একসাথে সামলানো সহজ নয়। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এখন নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য প্রশাসনের সিদ্ধান্ত শিক্ষকদের কাজে অব্যাহতি দেওয়া বা সময়সূচি সমন্বয় করা কতটা কার্যকর হবে, তা নির্ধারণ করবে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলপ্রভাব। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের জন্য এক বড় পরীক্ষার মাইলফলক। প্রতি বছরই মাধ্যমিক পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত শিক্ষাজীবন ও ক্যারিয়ারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ১০ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবেন, যা প্রশাসনিক ও পরিচালনাগত দিক থেকে বিশাল। শিক্ষক না থাকলে কেন্দ্রিকভাবে পরীক্ষা পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়বে। অন্যদিকে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ার কাজও অত্যন্ত জরুরি। এটি নির্বাচনের স্বচ্ছতা ও সুষ্ঠু প্রক্রিয়ার জন্য অপরিহার্য। কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং ভোটার তালিকার কাজ একই সময়ে চললে দ্বৈত চাপ শিক্ষকদের ওপর পড়বে। এই দ্বন্দ্বের সমাধানে কেন্দ্র ও রাজ্য প্রশাসনের পদক্ষেপ শিক্ষাক্ষেত্রে সুষ্ঠু এবং সময়মতো পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন কমিশন কীভাবে শিক্ষক আবশ্যকতা ও ভোটার তালিকার কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে এই দ্বৈত চাপ সমাধান না হলে শিক্ষার্থীদের জন্য বড় ধরণের ঝুঁকি তৈরি হবে। মাধ্যমিক পরীক্ষার সুষ্ঠু ও নিরাপদ পরিচালনার জন্য শিক্ষক ও প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগ অপরিহার্য।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্প-শিক্ষার মেলবন্ধন হল বিশেষ ক্যারিয়ার ওয়ার্কশপের মধ্যে দিয়ে

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবপুর, ৩১ জানুয়ারি ঃ বর্তমান সময়ে বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থান বাড়াতেশিল্প ও শিক্ষার মেলবন্ধন ঘটাতে এনপ্রপেল ও এস ভি আই এস টির সহযোগিতায় যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ে বিশেষ ক্যারিয়ার ওয়ার্কশপ হয়ে গেল শনিবার। বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক চাকরির বাজারে শিক্ষার্থীদের আরও দক্ষ ও 'ইন্ডাস্ট্রি রেডি' করে তুলতে এক অনন্য উদ্যোগ নিলো এবার স্বামী বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি(এস ভি আই এস টি)। আর যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ের আই আই সি অডিটোরিয়ামে শনিবার অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ইন্টার্নশিপ, মেন্টরশিপ, ক্যারিয়ার গাইডেন্স বিষয়ক একটি বিশেষ সচেতনতা মূলক সেশন এনপ্রপেল। স্বামী বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কলকাতার সক্রিয় সহযোগিতায় এবং এনপ্রপেলের যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচিটি সফল ভাবে সম্পন্ন হয় এদিন। শিক্ষার্থীদের ইন্ডাস্ট্রি রেডিনেস, মেন্টরশিপ ও ক্যারিয়ার সংক্রান্ত সুযোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এনপ্রপেলের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিশেষ সেশন অনুষ্ঠিত হয়।অনুষ্ঠানে মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এস ভি আই এস টির বিশিষ্ট সহকারী অধ্যাপক ডঃ মোঃ আতাউর সফি রহমান লস্কর। তিনি তাঁর বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের সামনে আধুনিক শিল্পজগতের প্রত্যাশা ও চ্যালেঞ্জ গুলোর উপর আলোকপাত করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপ, স্কলারশিপ, ইন্ডাস্ট্রি এক্সপেকটেশন এবং ক্যারিয়ার পরিকল্পনা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক গুলো তুলে ধরেন। এদিনের তাঁর আলোচনার মূল বিষয় বস্তু ছিল- ইন্টার্নশিপ ও স্কলারশিপে কীভাবে সঠিক সময়ে সঠিক সুযোগকে কাজে লাগাতে হয়। ইন্ডাস্ট্রি এক্সপেকটেশনে তাত্ত্বিক পড়াশোনার পাশাপাশি ব্যবহারিক দক্ষতার গুরুত্বে বাড়ানো, ক্যারিয়ার প্ল্যানিং-এ ইঞ্জিনিয়ারিং ও ম্যানেজমেন্টের পর সঠিক লক্ষ্য স্থির করার রোড ম্যাপ। এদিনের এই ওয়ার্কশপে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পাঠশালা এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত ভট্টাচার্য, এনপ্রপেলের মেন্টর জগন্নাথ ঠাকুর, এনপ্রপেলের মেন্টর মিসেস কাঞ্চন ঠাকুর, এনপ্রপেলের মেন্টর কানকেন্দু চক্রবর্তী সহ একাধিক শিল্পপতিগণ। ইন্টারঅ্যাক্টিভ এই সেশনে শিক্ষার্থীরা সরাসরি বিশেষজ্ঞ দের সাথে কথা বলার এবং ক্যারিয়ার সংক্রান্ত সংশয় দূর করার সুযোগ পান। এই সেশনে ইঞ্জিনিয়ারিং ও ম্যানেজমেন্টের শিক্ষার্থী, শিক্ষক বৃন্দ এবং একাডেমিক নেতৃত্ব সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেন। আয়োজকদের মতে, কেবল ডিগ্রি অর্জনই যথেষ্ট নয়, শিল্পজগতের সাথে সরাসরি যোগাযোগ গড়ে তোলাই আমাদের মূল লক্ষ্য। এই ধরনের কর্মসূচি শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে এবং ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করেন আগত শিল্প বিশেষজ্ঞরা।

"সুন্দরবনের অরণ্যে পাখিদের রূপালী উৎসব চতুর্থ বর্ষের পাখি উৎসবের সমাপ্তি"

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ সুন্দরবনের গহীন অরণ্যে চতুর্থ বর্ষের পাখি উৎসব গত মঙ্গলবার সমাপ্তি ঘোষণা করল। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের সজনেখালিতে এই উৎস্ব সবের উদ্বোধনী ও সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। তার সঙ্গে ছিলেন বন দপ্তরের শীর্ষ কর্মকর্তা দেবল রায়সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানে বন দপ্তরের পক্ষ থেকে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের আওতাধীন গ্রামের মানুষদের নিয়ে তৈরি ২৬টি জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যদের হাতে চেক তুলে দেওয়া হয়। মোট ১ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছিল, প্রতিটি কমিটি ৬ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা করে পেয়েছে। এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য ছিল সুন্দরবনের অরণ্যে বাস করা পাখিদের বৈচিত্র্য ও সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। চলতি মাসের ২৩ জানুয়ারি থেকে ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত সুন্দরবনে অনুষ্ঠিত এই চতুর্থ পাখি উৎসবে দেশ-বিদেশের পক্ষীপ্রেমী ও বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিন দিনের এই উৎসবে অংশগ্রহণকারীরা সুন্দরবনের প্রায় চার হাজার বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত গহীন অরণ্যে ভ্রমণ করে বিপুল সংখ্যক পাখির ছবি তুলেছেন। দেশ-বিদেশ থেকে আগত ২৪ জন প্রতিনিধি ছয়টি দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করেছেন। প্রতিটি দলে চারজন করে সদস্য ছিলেন। উৎসব চলাকালীন সময়ে ছয় দলের সদস্যরা সুন্দরবনের জঙ্গলে ঘুরে ১৬৮ প্রজাতির পাখির ৩০ হাজার ৯৮৬টি ছবি তুলেছেন। ১৬৮ প্রজাতির মধ্যে রয়েছে ১৪টি বিপন্ন প্রজাতির পাখি। বিপন্ন প্রজাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইউরেশিয়ান কার্লিউ, ব্রাউন উইঙ্গড কিংফিশার, লেসার অ্যাডজুট্যান্ট, অসপ্রে, হোয়াইট র‍্যাম্পড শকুন এবং গ্রেট নট। উৎসবের সময় বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা বলেন, 'বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভের বাদাবন শুধু বাঘ, হরিণ বা কুমিরের আবাসস্থল নয়। এখানে হাজার হাজার পাখিও বাস করে। পাখি উৎসবের মাধ্যমে আমরা সেই পাখিদের আচরণ, প্রজাতি এবং পরিবেশগত গুরুত্ব সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে পারি। এই উৎসব পক্ষীপ্রেমীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এটি কেবল তথ্য জোগানোর মাধ্যম নয়, বরং সংরক্ষণ ও পরিবেশ সচেতনতাও বাড়ায়।' বন দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসবের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকেও পাখি সংরক্ষণে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। বিশেষভাবে গ্রামীণ মানুষদের অংশগ্রহণ উৎসবকে আরও প্রাণবন্ত করেছে। বনমন্ত্রী চেক বিতরণের সময় বলেন, 'গ্রামের মানুষরা প্রকৃতির রক্ষক। তাদের অংশগ্রহণ ছাড়া সুন্দরবনের সংরক্ষণ অসম্ভব।' উৎসবের এই চতুর্থ বর্ষে অংশ গ্রহণকারীরা শুধু ছবি তুলেছেন না, বরং পাখির বাসস্থান, খাদ্যাভ্যাস এবং অভিবাসন সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এই তথ্য বন দপ্তরের পক্ষ থেকে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সংরক্ষণ এবং গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে। বনদপ্তরের কর্মকর্তা দেবল রায় বলেন, 'প্রতিটি ছবি ও তথ্য আমাদের কাছে অমূল্য। এটি গবেষক এবং প্রকৃতি প্রেমীদের জন্য বড় এক ডেটাবেস। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং পক্ষিদের সংরক্ষণে আমরা আরও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারব।' উৎসবের সময় বিভিন্ন কর্মশালাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে পাখি পর্যবেক্ষণ, ছবি তোলার কৌশল এবং পরিবেশ সংরক্ষণের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অংশগ্রহণকারীরা পাখি দের বৈচিত্র্য, আবাসস্থল এবং সংরক্ষণ বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভ করেছেন। উৎসবের সমাপ্তিতে বনমন্ত্রী বলেন, 'প্রকৃতি শুধু আমাদের জন্য নয়, আগামী প্রজন্মের জন্যও। সুন্দরবনের পাখি আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ। আমরা চাই, এই সম্পদকে সংরক্ষণ করতে সবাই অংশ নিক। পাখি উৎসবের মতো উদ্যোগ আমাদের সেই লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে।' এই চতুর্থ পাখি উৎসব সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বৈচিত্র্য এবং সংরক্ষণের প্রতি জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে। বন দপ্তরের এই উদ্যোগ শুধু রাজ্য নয়, দেশের পক্ষীপ্রেমী ও গবেষকদের জন্যও এক অনন্য অভিজ্ঞতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নামার জন্য যাত্রীদের শিকল টেনে ট্রেন থামানো একটি ক্রমবর্ধমান প্রবণতা যা গণপরিবহনে হতাশা ও জরুরি অবস্থার প্রতিফলন ঘটায়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ শহরজুড়ে যাত্রীরা তাদের কাঙ্ক্ষিত স্থানে নামার জন্য ক্রমবর্ধমান হারে ট্রেন ও বাসের চেইন টানছেন, যা প্রায়শই নির্ধারিত স্টপের বাইরে ঘটে। এই ঘটনাটি আপাতদৃষ্টিতে সামান্য মনে হলেও, এটি পরিবহন কর্তৃপক্ষ, যাত্রী এবং নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মধ্যে জনসাধারণের আচরণ, পরিচালন দক্ষতা এবং অনিয়ন্ত্রিত নামার সাথে সম্পর্কিত সম্ভাব্য ঝুঁকি নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। ণপরিবহন ব্যবস্থা, যা দীর্ঘদিন ধরে শহুরে চলাচলের প্রাণরেখা হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে, সেখানে যাত্রীদের দ্বারা যানবাহনের আনুষ্ঠানিক নিয়মকানুন উপেক্ষা করে নেমে যাওয়ার ঘটনা বাড়ছে। স্থানীয় রেল স্টেশন এবং বাস ডিপো থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশেষ করে ভিড়ে ঠাসা ট্রেন ও বাসে পিক আওয়ারে চেইন টানার ঘটনা আরও ঘন ঘন ঘটছে, যেখানে যাত্রীদের কাছে নির্দিষ্ট স্টপেজে থামার জন্য কঠোরভাবে অপেক্ষা করাটা অবাস্তব মনে হয়।বিলম্বিত সময়সূচী, যানজটপূর্ণ রাস্তা ও নির্দিষ্ট স্টপেজের অনমনীয়তা নিয়ে হতাশা এই আচরণের কারণ বলে মনে হচ্ছে। পরিবহণ কর্মকর্তারা এই ধরনের কাজের নিরাপত্তা ঝুঁকি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। নির্ধারিত স্টেশনের বাইরে চেন টানা বা জরুরি ব্রেক চাপলে যানবাহনের কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটতে পারে, যা আকস্মিক থামা, আঘাত বা দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। কর্তৃপক্ষ বারবার বলেছে যে এই ধরনের কাজ, যদিও কখনও কখনও জরুরি অবস্থার কারণে করা হয়, তা ব্যক্তি এবং সহযাত্রী উভয়ের নিরাপত্তাই বিঘ্নিত করে। একজন উর্ধ্বতন রেল কর্মকর্তা বলেছেন, 'জরুরি ব্রেক এবং চেন শুধুমাত্র প্রকৃত জরুরি অবস্থার জন্যই তৈরি। এর অপব্যবহার কেবল পরিষেবায় বিলম্বই করে না, বরং সবাইকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে।' তবে যাত্রীরা যুক্তি দেন যে, স্টপেজের সময়সূচির অনমনীয়তার কারণে প্রায়শই তাদের কাছে কোনো বাস্তব বিকল্প থাকে না। অনেকেই এমন পরিস্থিতির কথা জানান যেখ ানে স্টপেজ মিস করার ফলে দীর্ঘ পথ ঘুরে যেতে হয়, অতিরিক্ত খরচ হয় এবং যাতায়াতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়। যারা কাজ, স্কুল বা জরুরি প্রয়োজনে কোথাও যান, তাদের কাছে চেন টানার এই প্রয়োজনীয়তা কাঠামোগত অব্যবস্থাপনার প্রতি হতাশা এবং নমনীয়তার আকাঙ্ক্ষা; উভয়কেই প্রতিফলিত করে। একজন যাত্রী বলেন, 'কখনও কখনও ট্রেন বা বাস আমাদের গন্তব্যের কাছাকাছি থামে না। এমন পরিস্থিতিতে, আমাদের চেন টানা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না, বিশেষ করে যখন বিকল্প হিসেবে দীর্ঘ পথ হাঁটা বা কাজে অনুপস্থিত থাকার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়।'

হাসনাবাদ রেল স্টেশন সংলগ্ন কলোনিতে আগুন, ভস্মীভূত দশটি বাড়ি, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি

দুরন্তবার্তা, সৌরভ দাশ, হাসনাবাদ, ৩১ জানুয়ারি ঃ ভস্মীভূত হয়ে গেল হাসনাবাদ রেল কলোনির দশটি বাড়ি, বিপুল ক্ষতির মুখে পরিবারগুলি। আগুন নেভাতে স্থানীয়দের অবিরাম প্রচেষ্টা, শিয়ালদা হাসনাবাদ শাখার হাসনাবাদ রেলস্টেশান সংলগ্ন কলোনির ঘটনা, ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হাসনাবাদ থানার পুলিশ, রেল পুলিশ ও দমকল বিভাগ। স্থানীয়রা জানান, শুক্রবার রাত ১২টা নাগাদ হাসনাবাদ স্টেশন সংলগ্ন কলোনিতে একটি বাড়িতে আচমকা আগুন লেগে যায়। চিৎক্স কার চেঁচামেচিতে বাড়ির মানুষ বাইরে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে, অন্যান্য বাড়িগুলোর ভেতরে থাকা মানুষদের কোনরকমে উদ্ধার করে স্থানীয়রা। পাশাপাশি জল দিয়ে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান স্থানীয়রা, চলে অবিরাম চেষ্টা, আগুণের লেলিহান শিখায় ভস্মীভূত হয়ে যায় দশটি বাড়ি। বাড়ির ভিতরে থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের বই খাতা প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ টোটো এবং রান্নার সামগ্রী ও আসবাবপত্র, টাকা সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আচমকাই সহায় সম্বল হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পরে দশটি পরিবার। তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন টাকি পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, জনপ্রতিনিধি সহ পার্শ্ববর্তী ক্লাবের সদস্যরা। ঘটনাস্থলে আসে দমকল,হাসনাবাদ থানার পুলিশ ও রেল পুলিশ। গৃহহীনদের স্থানীয় ক্লাবের ভেতরে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় রাতে আস্তানা তৈরি করে দেয় এলাকার মানুষ। পৌরসভা থেকে সকালেই তাদের ত্রাণ সামগ্রীর ব্যবস্থা করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়। পাশাপাশি সরকারি ক্ষতিপূরণ যাতে পায় তারও আশ্বাস দিয়েছে জন প্রতিনিধিরা। আগুনে পুড়ে যাওয়া বাড়িগুলির সদস্যদের জন্য স্থানীয় ক্লাবে ক্যাম্প করে তাদের থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, স্থানীয় কাউন্সিলর সুনীল সরদারের তরফে। শনিবার সকালেই ঘটনাস্থলে এসে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার গুলির সঙ্গে দেখা করে তাদের সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন বসিরহাট দক্ষিন বিধানসভার বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি ব্যানার্জী।

হাওড়ার বেলুড় হাই স্কুলের পুনর্মিলন অনুষ্ঠিত, ১৭৫ বছর পদার্পণের প্রস্তুতি শুরু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ হাওড়ার বেলুড় হাই স্কুলের পুনর্মিলন অনুষ্ঠিত, গৌরবময় ১৭৫ বছর পদার্পণের প্রস্তুতি শুরু এখন থেকেই। চার বছর পর আগামী ২০৩০ সালে হাওড়ার বেলুড় হাই স্কুল তাঁদের গৌরবময় ১৭৫ বছরে পদার্পণ করবে। বেলুড় হাই স্কুলের পথ চলা শুরু হয়েছিল ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে। বিদ্যালয়ের ১৭৫ বছর পূর্তি উদযাপনের পরিকল্পনাকে সামনে রেখে বর্তমান বছরে হাওড়ার প্রাচীন নামী এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শনিবার ঐতিহ্যের ধারা স্মৃতির খেয়া বেয়ে স্কুলের পুনর্মিলন ও মনোমুগ্ধকর এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এদিন বিবেকানন্দ ও বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মাল্যদানের পর প্রদীপ প্রজ্বলন, উদ্বোধনী সঙ্গীত ও সম্ভাষণ হয়। এরপর অতিথিবরণ ও তাঁদের বক্তব্যের পর প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের অভ্যর্থনা এবং ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয় স্কুলের তরফ থেকে। এরপর কৃতী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। এরপর হয় ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গীতানুষ্ঠান। প্রাক্তন কৃতী ছাত্রছাত্রীদের এরপর সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। এরপর হয় প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব। এরপর ছিল ছাত্রছাত্রীদের নৃত্যানুষ্ঠান। সবশেষে ছিল সভা সমাপ্তি সম্ভাষণ। উল্লেখ্য, এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও রামকৃষ্ণ মঠ অছি পরিষদের সদস্য তথা রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন সমিতির সদস্য স্বামী তত্ত্বসারানন্দজি মহারাজ, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী এবং প্রাক্তন ছাত্রী সেঁজুতি দাস, বিশিষ্ট এসরাজ শিল্পী এবং প্রাক্তন ছাত্র রিতম বাগচি, প্রাক্তন ছাত্র তথা নাট্যকার সূর্যদীপ মুখার্জি, বালি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান ভাস্কর গোপাল চট্টোপাধ্যায়, বেলুড় হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মনোজ কুমার বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা।

নাবালিকাকে ধর্ষণে আদালতের রায়ে যুবকের ২০ বছরের কারাদণ্ড

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ আরামবাগ মহকুমা আদালত সম্প্রতি এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত এক যুবকের বিরুদ্ধে শক্তিশালী ও কঠোর রায় ঘোষণা করেছে। আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, অভিযুক্তকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়াও অনাদায়ে আরও দুই বছরের অতিরিক্ত কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, কয়েক সপ্তাহ আগে ওই নাবালিকার পরিবার জানতে পারে যে, তাদের কন্যা অন্তঃসত্ত্বা। যদিও প্রথমে নাবালিকাটি কোনো কিছু জানায়নি, পরবর্তীতে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরিবার তাকে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। ইউএসজি পরীক্ষায় নিশ্চিত হয় যে, নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে গোঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত শুরু করে এবং অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে। তদন্তে প্রমাণিত হয়, অভিযুক্তই নাবালিকাকে ধর্ষণ করেছে। মামলার দীর্ঘ শুনানি শেষে, বৃহস্পতিবার আরামবাগ মহকুমা আদালতের বিচারক কিষাণকুমার আগরওয়াল দোষীকে দোষী সাব্যস্ত করেন। আদালতের রায়ে বলা হয়েছে, তর্ষণ কেবল একটি ব্যক্তিগত অপরাধ নয়, এটি সমাজের জন্যও হুমকি। অপরাধীর এমন কাজ কোনোভাবেই ক্ষমাযোগ্য নয়। ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে কঠোর শাস্তি অপরিহার্য।দ স্থানীয়রা এই রায়কে ন্যায়ের এক প্রতীক হিসেবে অভিহিত করেছেন। অনেকেই বলছেন, তভুক্তভোগীর পরিবার দীর্ঘ সময় সত্যের অপেক্ষায় ছিল। আদালতের এই কঠোর রায় তাদের জীবনে স্বস্তি এনেছে এবং সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার বার্তা পৌঁছে দিয়েছে।দ মানবাধিকার সংস্থা এবং সমাজকর্মীরা বলছেন, তনাবালিকাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের সমাজের জন্য অপরিহার্য। ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের মতো জঘন্য অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ এবং সচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি। এই রায়ের মাধ্যমে এটি একটি শক্তিশালী বার্তা পাঠিয়েছে যে, অপরাধীর বিরুদ্ধে আইন কঠোর এবং সক্রিয়।দ অভিযুক্তের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি, তবে স্থানীয়দের বক্তব্য, তঅভিযুক্তের এমন ঘৃণ্য কাজ সমাজে আঘাত হেনেছে। আদালতের কঠোর রায় দিয়ে এখন মনে হচ্ছে, আইন যথাযথভাবে কাজ করছে।দ প্রকৃতপক্ষে, নাবালিকাদের বিরুদ্ধে ঘটে যাওয়া এই ধরনের নির্যাতন শুধু ব্যক্তিগত নয়, বরং সামাজিক চেতনাকে শিথিল করার চেষ্টা। বিশেষজ্ঞরা মনে করিয়ে দেন, 'শিশু ও নাবালিকাদের যৌন নিপীড়ন রোধে শুধু আইন নয়, শিক্ষামূলক প্রচারণা, সচেতনতা এবং পরিবারের সচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আদালতের রায় এই পথকে আরও শক্তিশালী করেছে।'

বারাকপুরে শাহের সভা ঘিরে বিতর্ক তৃণমূলের কড়া প্রশ্ন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ পশ্চিমবঙ্গে অমিত শাহের কেন্দ্রীয় সফর ও বারাকপুরের আনন্দপুরীর মাঠে অনুষ্ঠিত কর্মিসভাকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে। শুক্রবার সকাল থেকে রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে বিজেপির জোড়া কর্মিসভা নিয়ে কংগ্রেস, তৃণমূল ও অন্যান্য রাজনৈতিক মহলের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। তবে সেই সভার আগেই তৃণমূল নেতারা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও বঙ্গ বিজেপিকে সরাসরি নিশানা করেছেন। বারাকপুরের আনন্দপুরীর মাঠে অমিত শাহের সভা নিয়ে তৃণমূলের অভিযোগ, যেখানে সরস্বতী পুজোর অনুমতি দেওয়া হয় না, সেখানে কীভাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে? তৃণমূলের সাংসদ পার্থ ভৌমিক ও রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'বিজেপি বারাকপুরে সরস্বতী পুজো করতে দেয় না, বাচ্চাদের খেলার অনুমতিও মেলে না। তাহলে সেখানে কিভাবে শাহের সভা করা সম্ভব?' বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা সাড়ে নাগাদ বারাকপুরের মঞ্চে অমিত শাহ সভা শুরু করেন। সভা নিয়ে তৃণমূলের আক্রমণ সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি। তাদের অভিযোগ, রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ার কারণে প্রতিদিন বিশৃঙ্খলা ছড়াচ্ছে এবং একাধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করছেন। তৃণমূলের প্রশ্ন, 'এই মৃত্যুর দায় কে নেবে? এই পরিবারের ভবিষ্যৎ কি হবে?' রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এসআইআর সংক্রান্ত যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে, তা শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে বেড়ে উঠেছে। তৃণমূল নেতারা বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে প্রতিদিন একশোরও বেশি মানুষ এসআইআর আতঙ্কে মারা যাচ্ছে। অথচ অসম ও ত্রিপুরায় প্রচুর অনুপ্রবেশের অভিযোগ থাকলেও সেখ ানে কেন এই প্রক্রিয়া চালু হয়নি?' তারা অভিযোগ করেছেন, বিজেপি সর্বদা বাংলার সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশকে কেন্দ্র করে রাজনীতি করছে। অমিত শাহের সভার সময় উপস্থিত জনতা, বিজেপি কর্মী ও সমর্থকরা তৃণমূলের অভিযোগ উপেক্ষা করে অনুষ্ঠানকে সফল ঘোষণা করেছেন। তবে তৃণমূলের অভিযোগের কারণে রাজনৈতিক উত্তেজনা নতুন মাত্রা পেয়েছে।

চুরি যাওয়া তিনটি দুর্লভ মূর্তি ভারতকে ফেরাবে আমেরিকা

'শিব নটরাজ' মূর্তি।

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ না, আমেরিকা কিন্তু চুরি করে নি। চোরেরা চুরি করেছে। তারপর বিভিন্ন হাত ঘুরে তা পৌঁছে গেছে আমেরিকার মিউজিয়ামে। এবার তা ভারতে ফেরৎ আসতে চলেছে। ভারতের মন্দির থেকে অবৈধ ভাবে সরানো হয়েছিল তিনটি ব্রোঞ্জ মূর্তি। ঘটনাচক্রে, তা-ই পৌঁছে গিয়েছিল মার্কিন মুলুকে। সেই প্রাচীন তিন মূর্তিই এবার ভারতকে ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ওয়াশিংটনের স্মিথসোনিয়াম ইনস্টিটিউশনের অধীনস্থ ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ এশিয়ান আর্ট। এই তিনটি মূর্তি হল 'শিব নটরাজ' (চোল যুগ, আনুমানিক ৯৯০ খ্রিস্টাব্দ), 'সোমাস্কন্দ' (চোল যুগ, দ্বাদশ শতাব্দী), 'পারাভাইয়ের সঙ্গে সন্ত সুন্দরর' (বিজয়নগর যুগ, যোড়শ শতাব্দী)। আমেরিকার মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, দক্ষিণ এশিয়ার শিল্প সংগ্রহ নিয়ে গবেষণা চালায় ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ এশিয়ান আর্ট। তার অঙ্গ হিসাবেই এই তিনটি মূর্তি মালিকানার ইতিহাস দেখা হয়। ২০২৩ সালে ফরাসি ইনস্টিটিউট অফ পন্ডিচেরির ছবির সংগ্রহ থেকে গবেষকেরা জানতে পারেন, তিনটি মূর্তি ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে তামিলনাড়ুর বিভিন্ন মন্দিরে ছিল। পরে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব সর্বেক্ষণ এই তথ্য যাচাই করে জানায়, মূর্তিগুলি কোনও ভাবে সরানো হয়েছিল মন্দির থেকে। গবেষণায় এই তথ্য উঠে আসার পরেই সেগুলি ভারতকে ফেরানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যদিও তিনটির মধ্যে 'শিব নটরাজ'-এর মূর্তিটি আপাতত আমেরিকার মিউজিয়ামেই থাকবে। ওই মিউজিয়ামে একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। ওই মিউজিয়ামেই মূর্তির সম্পূর্ণ ইতিহাস, মন্দির থেকে 'চুরি' এবং ভারতে ফেরানোর কাহিনি তুলে ধরা হবে। ভারত সরকারই এর অনুমতি দিয়েছে। মিউজিয়ামের কর্ণধার চেজ এফ রবিনসন বলেন, 'ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব এশিয়ান আর্ট সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কোনও বস্তু কীভাবে সংগ্রহে এল, শুধু তা নয়। বরং তার সম্পূর্ণ ইতিহাস ও গতিপথ বোঝার চেষ্টা করি আমরা।'

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৬২ সংখ্যা, রবিবার, ১৮ মাঘ, ১৪৩২

কলুটোলা স্কুল

কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষক তখন এক ইংরেজ সাহেব,তিনি বাঙালি প্যারীচরণের লেখা ইংরেজি বই পাঠ্যতালিকাভুক্ত করতে আপত্তি করলেন,বেশ বাদানুবাদ হল,শেষে সিদ্ধান্ত হল ছাত্রদের মধ্যে ভাগাভাগি করে পড়ানো হবে সাহেবের লেখা বই ও প্যারীচরণের 'ফার্স্ট বুক' জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় ফলপ্রকাশের পর দেখা গেল সাহেবের বইয়ের বদলে যেসব পড়ুয়া বাঙালি প্যারীচরণের লেখা ইংরেজি 'ফার্স্ট বুক' পড়েছে তারা সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে। এককালে বাঙালির অক্ষর পরিচয় হত বাংলার নবজাগরণের প্রাণপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণ পরিচয়' দিয়ে,প্রায় একই সময়ে বাঙালির ইংরেজির সাথে প্রথম পরিচয় হয়েছে প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের 'ফার্স্ট বুক' দিয়ে। কিংবদন্তি এই বই পড়ে রবি ঠাকুরেরও ইংরেজিতে হাতেখড়ি। তখন বিলেত থেকে আসা তখন অনেক জিনিসের মধ্যে থাকত ইংরেজি শিক্ষার বইপত্র। জাতীয় ভাবধারা ও সংস্কৃতির পক্ষে সেই সব বইগুলি কিছুটা অনুপযুক্ত ছিল,বইগুলির লেখক ব্রিটিশরা,এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছেলে-মেয়েরা সেইসব বইয়ের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারত না। একজন শিক্ষক হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা অনুধাবন করে প্যারীচরণ সরকার লিখেছিলেন 'ফার্স্ট বুক'। বারাসত স্কুলে শিক্ষকতা কালেই তিনি এই বই লিখেছিলেন, নিজের স্কুলে এই বই পাঠ্য করলেন,পড়ুয়ারা মনের মত বই পেয়ে বড়ই আনন্দিত হল। কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় সাহেবের বইকে টেক্কা দিল প্যারীচরণের লেখা 'ফার্স্ট বুক' পড়া পড়ুয়ারা, গুণ বিচারে 'ফার্স্ট বুক'এর জয়জয়কার প্রতিষ্ঠিত হতে আর সময় লাগেনি। পরবর্তী কালে এই বই এত জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং চাহিদা বৃদ্ধি পায় এদেশে প্যারীচরণের বই ছাপিয়ে কুলিয়ে ওঠা যেত না,বিলেত থেকেও ছাপিয়ে আনতে হত। হেয়ার সাহেব জন্মসূত্রে ভারতীয় না হলেও বাংলায় শিক্ষাবিস্তারে তাঁর অবদান অপরিসীম,তিনি বাঙালির বড় আপনজন। কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি হেয়ার সাহেব,১৮৪২সালে তিনি প্রয়াত হন,প্যারীচরণ ওই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দেন ১৮৫৫সালে,কর্মরত ছিলেন আট বছর,প্রধানত প্যারীচরণের উদ্যোগে এই স্কুলের নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় হেয়ার স্কুল। 'ফার্স্ট বুক' শুধু নয়, 'ফার্স্ট গ্রামার' ও কয়েকটি ভুগোল বই প্যারীচরণ সরকার মহাশয় লিখেছিলেন,তবে বড়দের জন্য মাত্র একটি বই নাম The tree of intemperance' ,সমাজ সংস্কারের জন্য সর্বদা নিরলস ভাবে কলম চালিয়েছেন স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ও হিন্দু বিধবা বিবাহের পক্ষে। স্বাধীনচেতা, স্পষ্টবক্তা প্যারীচরণ নিজের ব্যক্তিসত্তা ইংরেজদের কাছে বিকিয়ে দেন নি,যে কোনও শিক্ষিত ইংরেজের তুলনায় ইংরেজি সাহিত্য ও ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অনেক বেশিগ্ধ পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোয় আলোকিত, ছিল উদার মন ও মনন,কিন্তু জীবনচর্যা,আচার-আচরণে ছিলেন খাঁটি বাঙালিগ্ধ পৃথিবীর প্রথম আলো দেখা কলকাতার চোরবাগান অঞ্চলে ২৩জানুয়ারি ১৮২৩,পিতৃদেব ভৈরবচন্দ্র সরকার,আদিনিবাস হুগলি জেলার এড়াগ্রাম। ডেভিড হেয়ারের পটলডাঙ্গা ইংলিশ স্কুলে শিক্ষারম্ভ। হলেও পরে পড়াশুনা করেছেন হিন্দু কলেজে।

ভাষাতত্ত্ববিদ সুকুমার সেন

সত্যি বলতে সুকুমার সেন কে সচরাচর ভাষাবিজ্ঞানী,মিথ ও ধর্মকথার ব্যাখ্যাতা ও ঐতিহাসিক,তথ্যসন্ধানী বলা হয় তাই তার সমাদার,খ্যাতি। কিন্তু আমরা ভুলে যাই তিনি বাঙালি সাহিত্য সমালোচকদের অগ্রগণ্য। সারাজীবন সুকুমার সেন পুরস্কার তিরস্কারের ভ্রুক্ষেপ করেন নি, সংবর্ধনা -পুরস্কার পেয়েছেন কিন্তু যা প্রাপ্য ছিল তা পাননি। বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির ত্রৈবার্ষিক স্বর্ণপদক পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন নোবেল পুরস্কার পেলেও আমি এত খুশী হতাম না। কঠিন অসুখে পড়ে জীবন সংশয় হলে গৃহদেবতা রঘুনাথের আশীর্বাদে রোগমুক্তির পরে নামকরণ হল রঘুনাথ। তবে অনিল হোক বা রঘুনাথ কেউ স্থায়ী হতে পারেননি, স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় সুকুমার নাম সবার পছন্দ হলে সেই নামে আত্মপ্রকাশ ও আত্মপরিচয়। পাণ্ডিত্য আর রসবোধের সম্মিলনে আচার্য সুকুমার সেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় নাম বলতেন প্রবন্ধ পড়ে লোকে তাঁকে যতটা পণ্ডিত ভাবে তিনি আসলে তেমন পণ্ডিত নন, পাঁচটা বই দেখে প্রবন্ধ লিখেছেন মাত্র। তবে সত্যিকারের পণ্ডিত হওয়ার স্পৃহা জেগে উঠে তাঁকে গবেষণার কাজে ঠেলে দিয়েছে। অনেক দিন পর্যন্ত ভেবে রেখেছিলেন বড় হলে ইঞ্জিনের ড্রাইভার না হলে গার্ড হবেন। সেসব কিছুই হতে পারেননি কিন্তু একদিন বর্ধমান রেল স্টেশনে দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে আছেন ওভার ব্রিজের পাটাতনের তলায়। কী সুন্দর চেহারা! ঋজু,দীর্ঘকায়, ধবধবে রঙ। কালো রঙের জোব্বা গায়ে মাথায় কালো টুপি। কাঁচাপাকা লম্বা দাড়ি। খুব খুশি হয়েছিলেন সেদিনের স্কুলে পড়া ছেলেটি রবীন্দ্রনাথকে নিজের চোখে হাজির দেখে এভাবে রেলস্টেশনে দেখতে পাবেন স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন নি , মনে মনে খুব আনন্দিত হলেন। রবীন্দ্রনাথ সেদিন পশ্চিম থেকে যাবেন বোলপুর। তিনি অপেক্ষা করছিলেন কলকাতা থেকে আসা ট্রেনের জন্য। সেই গাড়ি কিছু সময়ের মধ্যেই সংলগ্ন তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে পড়বে।

সুকুমার সেন বিলেত থেকে ডিগ্রি আনতে পারেন নি, কারণ বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যু। তিনি সুকুমারের থিসিস কপি চেয়ে নিয়েছিলেন নিজে পড়বেন বলে। তবে সেই নিয়ে খেদ ছিল না সুকুমার সেনের মনে গর্ব করে বলতেন তিনি পুরোপুরি Home backed scholar. যদিও সবাই বলেন সুকুমার সেনের সব থেকে বড় কীর্তি 'ভাষার ইতিহাস ও সাহিত্যের ইতিহাস 'রচনা। ODBL সহজপাঠ্য ছিল না সহজপ্রাপ্য তো নয় তাই লিখতে হল ভাষার ইতিবৃত্ত। প্রথমে আকারে কৃশকায়,পরে বিভিন্ন সংস্করণে সংস্কারে সংশোধনে ও সংযোজনের মধ্য দিয়ে প্রায় নতুন আকার ধারণ।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

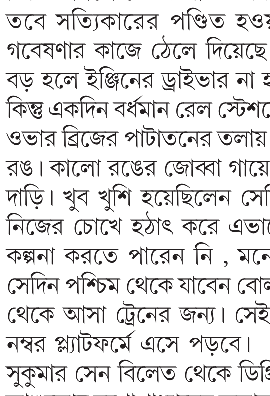

মনের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আত্মচিন্তা করতে হবে। আত্ম বিশ্লেষণ করতে হবে। তবেই সঠিক পথের সন্ধান করা সম্ভব হবে। যিনি আত্মবিশ্লেষণ করতে পারেনি তিনি সঠিক পথের সন্ধান পান। সোজা পথ ধরে চলাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। যিনি সোজা পথ ধরে চলেন তিনি কোনও সময়ে বিপদে পড়েন না। তিনি শুদ্ধ আত্মার অধিকারী। আসলে বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হবে। দেশের উন্নতির স্বার্থে এবং নিজের উন্নতির স্বার্থে বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হবে। নিজের স্বার্থে বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে উন্নতি করতে পারলে সমাজ এবং দেশ উন্নতি লাভ করতে পারে এক সঙ্গে

বিবেকানন্দ দর্শন

গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। তিনি ধর্মের ব্যাপারে একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। ভগিনী নিবেদিতা বলতেন,মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই।

প্রাচীন ভারতে কাব্য, সঙ্গীত চর্চার পাশাপাশি গণিত চর্চার ওপরেও জোর দেওয়া হয়েছিল

বিপ্লব সরকার

প্রাচীন ভারতে গণিত ও গণিতশাস্ত্র' মানুষ ঠিক কবে থেকে গণনা করতে শিখেছিল? ইতিহাস থেকে এই প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া না গেলেও গণিত যে অতি প্রাচীন একটি শাস্ত্র, এবিষয়ে অবশ্য কোন সন্দেহ নেই। কারণ, ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, সেই সুদূর অতীতে মানুষ যেদিন বর্ণমালা আবিষ্কার করেছিল, এর অনেক আগে থেকেই

মানুষের মনে গণিতের চিন্তা ঢুকে গিয়েছিল। বস্তুতঃ, ব্যবহারিক জীবনে গণনা ছাড়া মানুষের পক্ষে কোন কাজ করাই সম্ভব নয়; প্রাচীনকালেও ছিল না, আজও নয়। এই পৃথিবীতে মানব সভ্যতার ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সভ্যতার প্রথম প্রভাতে মানুষের একমাত্র সম্পদ ছিল পাথর ও পশু। তখন মানুষ পাথর ছুঁড়ে শিকার করত, এবং পশুদের হাত থেকে নিজের আত্মরক্ষা করত। এরপরে একটু সভ্য হয়ে উঠে মানুষ যখন পশুপালন করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করতে আরম্ভ করেছিল, তখন থেকেই পশুর গণনা মানুষের জন্য অপবিহার্য হয়ে উঠেছিল। তবে প্রথমদিকে, অর্থাৎ;প্রস্তরযুগে মানুষ অবশ্য পশুপালনও কবত না। তখন মানুষের সম্পদ পাথর। এসময়ে তাঁরা পাথর ঘষে মেজে একটু ধারালো করে পাহাড়ের গুহায় কিংবা গাছের কোটরে লুকিয়ে রাখত। তাই হয়ত তখন পাথরের সংখ্যা গণনা করবার জন্যও তাঁদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা গড়ে উঠেছিল। অনেকে অনুমান করেন যে, প্রথমদিকে মানুষ নিজের হাতের কিংবা পায়ের আঙ্গুলের সাহায্যে সংখ্যা ঠিক করত। আর সংখ্যা যদি বেশি হত, তাহলে সমান সংখ্যক গাছের পাতা বা পাথরের নুড়ি ব্যবহার করত। এরপরে তাঁরা একইরকমভাবে পশুর সংখ্যাও নির্ণয় করতে শুরু করেছিল। কিন্তু চিরকাল এমন ব্যবস্থা চলা সম্ভব ছিল না। কারণ, সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদাও ঊর্ধ্বমুখী হয়েছিল, ফলে তাঁদের চিন্তাশক্তির প্রসার ঘটেছিল। তাই তখন আর দু'-দশ-বিশ-পঞ্চাশটা পাথরের নুড়ি কিংবা গাছের পাতা দিয়ে মানুষ আর গণনার কাজ চলাতে পারেনি। এরফলে তখন থেকে মানুষ সংখ্যা গণনা করবার জন্য পাহাড়ের গুহার গায়ে রাঙা মাটি দিয়ে ঘষে দাগ কাটতে আবম্ভ করেছিল। আর এসব দাগগুলি থেকেই সম্ভবতঃ প্রথম সংখ্যার প্রতীকচিহ্নের উৎপত্তি ঘটেছিল। এসময় থেকেই মানুষ বিশেষ বিশেষ ধরণের দাগকে বিশেষ সংখ্যারূপে চিহ্নিত করতে শুরু করেছিল। পৃথিবীতে মানব সভ্যতার এই যুগে, তখন যেসব জায়গায় মানুষের বসতি ছিল, তাঁরা প্রত্যেকেই একাজের জন্য একটা-না-একটা প্রতীক চিহ্ন ঠিক করে নিয়েছিল। কিন্তু এরপরে অন্য যে বিপদ দেখা দিয়েছিল, সেটা হল যে, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে মানুষের প্রয়োজন উত্তরোত্তর যতই বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল, ততই এধরণের প্রতীকের সংখ্যাও বেড়ে গিয়েছিল। আর শেষপর্যন্ত এমন একটা সময় এসেছিল, যখন শত শত এমনকি হাজাব হাজার সংখ্যার প্রতীক আবিষ্কার করা যেমন কষ্টকর, ঠিক তেমনি আবার মনে রাখাও দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল। তখন যেসব মানুষেরা একটু বেশি বুদ্ধিমান ছিলেন, তাঁরা সংখ্যা গণনা করবার একটা সুষ্ঠু উপায় চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু এসময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার মানুষরা বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে সংখ্যার প্রতীক নির্ণয় করতে পারেন নি। শুধুমাত্র ভারত ভূখণ্ডের মানুষেরাই তখন এবিষয়ে কৃতকার্য হয়েছিলেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার মানুষেরা যখন এবিষয়ে দিশেহারা হয়ে অন্ধকারে এদিক-ওদিক হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন, ঠিক তখনই ভারত ভূখণ্ডে '০' (শূন্য),এর মাহাত্ম্য আবিষ্কৃত হয়েছিল। এসময়ে ভারত ভূখণ্ডের মানুষেরাই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন যে, ১ থেকে ৯;এই কয়েকটি প্রতীক ঠিক করে সেসবের সঙ্গে '০',কে ব্যবহার করতে পারলেই যত খুশি সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। আর তাই এই শূন্যকে ব্যবহার করেই প্রাচীন কালে ভারত ভূখণ্ডে শত, সহস্র, লক্ষ, নিযুত, প্রযুদ, অর্বুদ, ন্যর্বদ প্রভৃতি বড় বড় সংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছিল। এই ইতিহাস বড়োই বিচিত্র, এবং আজও সারা বিশ্বের মানুষ এই ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে বিস্ময়ে হতবাক হন। অন্যদিকে ইতিহাস স্পষ্টভাবে একথাও জানায় যে, প্রাচীনকালে গ্রিসদেশে বিজ্ঞান ও গণিতের চর্চা যথেষ্ট পরিমাণে হয়েছিল। বস্তুতঃ, বিজ্ঞানে গ্রিকদের আবিষ্কার আজও আধুনিকযুগের মানুষের কাছে এক পরম বিস্ময়ের বস্তু; এবং একবাক্যে বিশ্ববাসী এখনো এবিষয়ে গ্রিসের ঋণ স্বীকার করে থাকেন। তবে অন্যদিকে ইতিহাস একথাও বলে যে, প্রাচীনযুগে এমন উন্নত গ্রিসেও কিন্তু গণিতে দশহাজারের ঊর্ধ্বে কোন সংখ্যা ব্যবহার করা হয়নি। সেখানে ঠিক একইসময়ে ভারতীয় গণিতে দশহাজারের দশ, একশো, এমন কি হাজারগুণ বৃহত্তম সংখ্যার ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তবে প্রাচীনযুগে ভারত ভূখণ্ডে শূন্যকে কাজে লাগানোর পদ্ধতি তখন একপ্রকার বাধ্য হয়েই সমগ্র বিশ্বকে স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। একটু আগেই বলা হয়েছে, প্রাচীনযুগে পৃথিবীর প্রত্যেকটি অঞ্চলের মানুষই সংখ্যা গণনা করবার জন্য নিজস্ব কিছু প্রতীক ঠিক করে নিয়েছিল। এরপরে এক থেকে নয় পর্যন্ত এই প্রতীকগুলি রেখে তাঁরাও ভারতের মতোই শূন্য (০) ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। আর তাই, এখনো দেশভেদে এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করবার প্রতীকগুলি ভিন্ন ভিন্ন হলেও শূন্য প্রতীক চিহ্নটি কিন্তু সব দেশেই একই রকমের। এথেকে বুঝতে পারা যায় যে, এই শূন্যের আবিষ্কার আসলে প্রাচীন ভারত ভূখণ্ডের মানুষেরই কৃতিত্ব ছিল। তাই সংখ্যা গণনাকে যদি গণিতের ভিত্তি বলে ধরা হয়, তাহলে প্রাচীনযুগের ভারত ভূখণ্ডই এর ভিত্তি স্থাপন করেছিল। আর এভাবে সংখ্যা গণনা করবার পদ্ধতি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই ভারত ভূখণ্ড তখন গণিতে পৃথিবীর অন্যান্য সব জায়গাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এরপরে ভারত ভূখণ্ডেই একে একে পাটিগণিত ও বীজগণিতের বিভিন্ন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছিল, যেগুলো আজও বিভিন্ন জায়গার প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের অবশ্য শিক্ষণীয়রূপে প্রচলিত রয়েছে।

তবে গণিতে ভারতের প্রাচীন আবিষ্কারসমূহ নিয়ে আলোচনা করতে হলে, ভারতীয় গণিতের কালকে দুটি যুগে ভাগ করাই যুক্তিযুক্ত;(১) বৈদিক যুগ, এবং (২) বেদোত্তর যুগ। এগুলির মধ্যে, আধুনিক বিচারে;খৃষ্টের জন্মের আড়াই হাজার বছর আগে থেকে খৃষ্টের জন্মের পাঁচশো বছর আগে পর্যন্ত, মোট প্রায় দু'হাজার বছরের সময়কে বৈদিকযুগের ব্যাপ্তিকাল বলে ধরে নেওয়া হয়ে থাকে। তবে এসময়ে অবশ্য আলাদাভাবে কোন গণিত গ্রন্থ রচিত হয়নি। বরং এসময়কার গণিতের ঐতিহাসিক পরিচয় আজও বেদ, বেদাঙ্গ, ষড়দর্শন ও অন্যান্য বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেই পাওয়া যায়। আরো ভালো করে বললে, বেদের থেকে বেদাঙ্গ ও দর্শনশাস্ত্রগুলিতেই এসময়কার গণিতের সুসংবদ্ধ আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। তবে বেদ রচিত হওয়ার পরেই বোধহয় ভারতীয় মনীষা তখন গণিতে নিয়োজিত হয়েছিল, আর অনেকেই গণিতের একটা পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্যও সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। একারণেই ইতিহাসে দেখা যায় যে, গণিতের এক একটি শাখা এক একটি প্রাচীন শাস্ত্রের কিছুটা জায়গা অধিকার করে রয়েছে। যেমন;বৈদিক শূল্বসূত্রগুলিতে জ্যামিতির পরিচয় এবং বেদাঙ্গ জ্যোতিষে পাটিগণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, সেকালে বিজ্ঞানের কোন ভাগ ছিল না, তাছাড়া এখনকার মতোই তখনও জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে গণিত অঙ্গাঙ্গীভাবেই জড়িত ছিল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও বেদাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত শূল্বসূত্র এবং বেদাঙ্গ জ্যোতিষ থেকে সেযুগে প্রচলিত থাকা গণিতের যে চারটি শাখার পরিচয় পাওয়া যায়, সেগুলি যথাক্রমে হল;পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি ও জ্যোতি বিদ্যা। এরমধ্যে পাটীগণিত একরকম বেদিকযুগেই পূর্ণতা লাভ করেছিল। ইতিহাস স্পষ্টভাবেই জানায় যে, বৈদিকযুগের মানুষের সংখ্যা গণনা, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এমনকি বর্গমূল নির্ণয়ের পদ্ধতিও জানা ছিল। বস্তুতঃ ইতিহাস থেকে যেমন সেযুগে প্রচলিত থাকা বড় বড় সংখ্যার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি আবার খুব ছোট ছোট সংখ্যাও তখন প্রচলিত ছিল বলে লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন বৈদিক সাহিত্যে এক-তৃতীয়াংশ, এক-পঞ্চমাংশ, এক-চতুর্থাংশ প্রভৃতির উল্লেখ থেকে একথাও বুঝতে পারা যায় যে, তখন ভগ্নাংশের প্রচলনও হয়ে গিয়েছিল। বস্তুতঃ ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারত ভূখণ্ডের মনীষীরা যথেষ্ট সূক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন বলেই ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। জানায় যে, তখন ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এবং এমনকি বর্গমূলেরও প্রচলন ছিল।

সঙ্গীত জগতে যে সব কথা আজও গোপনে সবার কাছে

লালবিহারী দে

মুম্বইয়ের এক স্টুডিও। রেকর্ডিং চলছে আধুনিক গানের। শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। একটার পর একটা টেক দিয়ে চলেছেন, কিন্তু সুরকার নচিকেতা ঘোষের কিছুতেই পছন্দ হচ্ছে না। সবাই ভয়ে কাঁটা। হঠাৎ সবার সামনেই তিনি গম্ভীর মুখে হেমন্তবাবুকে বললেন, একটু দরদ দিয়ে গাইলে গানটা হিট হবে। স্টুডিও স্তব্ধ। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো কিংবদন্তি শিল্পীকে সবার সামনে এভাবে বলা! কিন্তু হেমন্তবাবু একটা কথাও বললেন না। চুপচাপ আবার গাইলেন। গানটা ছিল; 'এক গোছা রজনীগন্ধা হাতে নিয়ে বললাম...'। গানটা সুপারহিট হল। আর আশ্চর্যের বিষয়, এত বড় একটা ঘটনার পরেও দুই বন্ধুর সম্পর্কে এতটুকু ফাটল ধরেনি। কারণ হেমন্তবাবু জানতেন, গানের সময় নচিকেতা ঘোষ কারোর বন্ধু নন, তিনি শুধু সুরের দাস।

আমরা এই সুরের জাদুকরের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর অদ্ভুত খামখেয়ালিপনার কিছু গল্প শুনিয়েছিলাম। কিন্তু নচিকেতা ঘোষ নামের মহাসাগরে ডুব দিলে মণি-মুক্তো ফুরোয় না। আজ রইল তাঁর জীবনের আরও কিছু অজানা, অবিশ্বাস্য অধ্যায়।

একবার মুম্বইয়ে 'স্বয়ংসিদ্ধা' ছবির গান রেকর্ড হবে। রঞ্জিত মল্লিকের লিপে 'কিচিমিচি কিচিমিচি' গানটা গাওয়ানোর ইচ্ছে কিশোর কুমারকে দিয়ে। নচিকেতা ঘোষ ফোন করতেই কিশোরদার উচ্ছ্বাস, আরে নচিদা! ঠিক আছে, আমি ইকবালকে পাঠাচ্ছি। ইকবাল কে? কিশোর কুমারের ড্রাইভার! ড্রাইভার এসে যখন টাকার অঙ্ক কষতে শুরু করলেন, তখন নচিকেতা ঘোষের আত্মসম্মানে ঘা লাগল। তিনি সটান জানিয়ে দিলেন, গান কিশোর কুমার গাইবেন না। সেই গান গাইলেন মান্না দে এবং সুপারহিট হলো। অথচ সম্পর্কটা কিন্তু খারাপ ছিল না। এর অনেক আগে 'শেষ থেকে শুরু' ছবিতে যখন 'বল হরি হরি বল' গাওয়ানোর সময় কিশোর কুমার এক তাড়া নতুন নোট (ওনার খুব পছন্দের) পেয়েছিলেন, তখন খুশি হয়ে সুরকারকে লুচি খাওয়ানোর আবদার জুড়েছিলেন! সম্পর্কটা এমনই অম্ল-মধুর ছিল।

এই ছবিরই রেকর্ডিংএর আরেকটি গল্প। তখন ঠিক হয়ে গেছে কিশোর নন, মান্না দে গাইবেন; সঙ্গে আশা ভোঁসলে। কিন্তু বাধ সাধলেন অ্যারেঞ্জার লক্ষ্মীকান্ত -প্যারেলালের সহকারী সুমিত মিত্র। তিনি ডেট দিতে চাইলেন না। নচিকেতা ঘোষ রেগে আগুন! সোজা বলে দিলেন, শুনুন, গান হবে না তো হবে না। স্টুডিওতে দরকার হলে ফুটবল খেলব। কিন্তু এই ডেটটা আপনি পাবেন না। শেষে আশা ভোঁসলে বললেন, ঘোষদাদা, ইয়ে সব বদমাসি হ্যায়। আপ কিজিয়ে আপনা কাম। আমি আপনার সঙ্গে আছি।দ সেই অ্যারেঞ্জার ছাড়াই গান রেকর্ড হলো, এবং সুপারহিট হলো, 'আলো আর আলো দিয়ে'।

'ফরিয়াদ' ছবির গান; 'নাচ আছে গান আছে'। রেকর্ডিংয়ের আগে সুচিত্রা সেন নচিকেতা ঘোষকে ডেকে বলেছিলেন, গানের মাঝের হাসিটা কিন্তু আমি নিজে হাসব। আপনার আশা ভোঁসলে নয়। নচিকেতা ঘোষ রাজি হয়ে গেলেন। মুম্বই গিয়ে আশাজিকে বললেন, সুচিত্রা সেন নিজে হাসবেন বলেছেন। আপনি এমন একটা হাসি হাসুন, যাতে সুচিত্রা সেনও হার মেনে যান। আশাজি চ্যালেঞ্জ নিলেন। রেকর্ডিংয়ে গাইতে গাইতে তিনি হাসলেন, আবার হাসতে হাসতে কেঁদে ফেললেন। সেই গান শুনে মহা নায়িকা স্তব্ধ হয়ে বলেছিলেন, এ যাত্রায় আমার হাসিটা বাদ থাক।

'ইন্দ্রাণী' ছবির কাজ চলছে। হঠাৎ সুরকার নচিকেতা ঘোষ পরিচালককে বলে বসলেন, এই ছবিতে আমি একটা হিন্দি গান রাখব। আর সেটা গাওয়াব মহম্মদ রফিকে দিয়ে। প্রযোজক তো শুনেই মাথায় হাত! বাংলা ছবিতে রফি সাব? একে তো তিনি রাজি হবেন কি না সন্দেহ, আর রাজি হলেও তাঁর যা পারিশ্রমিক, তা দেওয়ার সামর্থ্য তাঁদের নেই।

কিন্তু নচিকেতা ঘোষ নাছোড়বান্দা। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে ধরে সোজা হাজির হলেন রফির বাড়িতে। গান শোনালেন; 'সভি কুছ লুটা কর...'। সুর শুনে রফি সাব তো মুগ্ধ! বললেন, কেয়া ধুন বানায়া আপনে! ইতনা মিঠা! তিনি তক্ষুনি গাইতে রাজি। কিন্তু আমতা আমতা করে সুরকার জানালেন, ওরা কিন্তু আপনাকে পাঁচশো টাকার বেশি দিতে পারবে না। টাকার অঙ্ক শুনে রফি সাব চমকে উঠেছিলেন। তাঁকে নীরব দেখে নচিকেতা ঘোষ উঠে পড়লেন। ঠিক তখনই পেছন থেকে ডাকলেন রফি, ছাড়ুন ওসব টাকার কথা। আপনার জন্য এ গানটা আমি বিনা পয়সায় গেয়ে দেব। অর্থের অহংকার সেদিন নচিকেতা ঘোষের সুরের জাদুতে ধুলোয় মিশে গিয়েছিল।

সেবার 'নিশিপদ্ম' ছবির শ্যুটিং। উত্তম কুমারের মুড ভালো নেই। নচিকেতা ঘোষ সেটে ঢুকেই মহানায়কের কাছে আবদার, অ্যাই, আজ সুপ্রিয়া কী পাঠিয়েছে রে? দে খাই। জমিয়ে খাওয়ার পর কাজ শুরু। ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজছে খ্যামটার সুর, কিন্তু উত্তম কুমার শুয়ে শুয়ে লিপ দিচ্ছেন। নচিকেতা ঘোষ রেগেমেগে সেট ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন; সামনে নটবর, আর তুই শুয়ে লিপ দিবি? আমি চললাম! উত্তম কুমার নটবর সেজে খ্যামটা নাচতে শুরু করে দিয়েছেন! এমনই ছিল তাঁদের বন্ধুত্ব।

চুক্তিভিত্তিক শ্রমের অনিশ্চিয়তা এবং অর্থহীন ভরসা

পল্লব দাস

চুক্তিভিত্তিক শ্রমের অনিশ্চয়তাঞ্জ জীবিকার ভরসা যখন প্রতিদিন প্রশ্নের মুখে। আধুনিক অর্থনীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে চুক্তিভিত্তিক কাজ। সরকারি দপ্তর থেকে বেসরকারি সংস্থা, কারখানা থেকে কর্পোরেট অফিস, হাসপাতাল থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;প্রায় সর্বত্রই স্থায়ী কর্মীর পাশাপাশি, বা অনেক ক্ষেত্রে তাদের জায়গা দখল করে, চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা কাজ করে চলেছেন। কিন্তু এই ব্যবস্থার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে এক গভীর সামাজিক সংকট। প্রায় সব চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকই প্রতিনিয়ত ভোগ করেন চাকরি হারানোর ভয়, ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তাহীনতার এক স্থায়ী মানসিক চাপ।

চুক্তিভিত্তিক কাজের ধারণা প্রথমে এসেছিল অস্থায়ী প্রয়োজন মেটানোর জন্য। কোনও প্রকল্পভিত্তিক কাজ, নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য বিশেষ দক্ষতা, বা অতিরিক্ত কর্মচাপ সামাল দিতে এই ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারে;এ নিয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই মডেলই হয়ে উঠেছে স্থায়ী নিয়োগ এড়িয়ে যাওয়ার এক সহজ পথ। ফলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বছরের পর বছর একই কাজ করে গেলেও তাঁদের পরিচয় থেকে যায় 'অস্থায়ী'। কাগজে-কলমে তাঁরা চুক্তিভিত্তিক, বাস্তবে তাঁরা প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী চাকা ঘোরানোর অন্যতম ভরসা।

এই অবস্থার সবচেয়ে ভয়াবহ দিক হল অনিশ্চয়তা। একজন চুক্তিভিত্তিক কর্মী কখনও জানেন না, আগামী মাসে তাঁর কাজ থাকবে কি না। চুক্তির মেয়াদ শেষ হলেই ঝুলে থাকে নবীকরণের প্রশ্ন। কোনও স্পষ্ট নীতিমালা নেই, নেই স্বচ্ছতা। অনেক ক্ষেত্রেই কর্মদক্ষতা বা অভিজ্ঞতার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা বা রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সমীকরণ। ফলে একজন দক্ষ, পরিশ্রমী কর্মীও একদিন হঠাৎ জানতে পারেন, তাঁর আর প্রয়োজন নেই।

এই অনিশ্চয়তা কেবল আর্থিক নয়, মানসিকও। প্রতিদিন কাজে গিয়ে মনে একটা ভয় নিয়ে কাজ করতে হয়;আজ কোনও ভুল হলে, আজ যদি কারও মন খারাপ হয়, তাহলে কাল হয়তো আর ডাকা হবে না।

এই মানসিক চাপ কর্মীর কাজের গুণমানকেও প্রভাবিত করে। আত্মবিশ্বাস কমে যায়, সৃজনশীলতা নষ্ট হয়, এবং দীর্ঘমেয়াদে তৈরি হয় এক ধরনের অবসাদ। অথচ এই বিষয়টি খুব কমই আলোচনায় আসে।

চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের আরেকটি বড় সমস্যা হল সামাজিক সুরক্ষার অভাব। স্থায়ী কর্মীরা যেখানে পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, চিকিৎসা সুবিধা, ছুটি এবং নানা ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা পান, সেখানে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব থেকে বঞ্চিত করা হয়। একই কাজ, একই দায়িত্ব, কিন্তু সুবিধার বেলায় আকাশপাতাল তফাৎ। এই বৈষম্য শুধু অন্যায় নয়, এটি সংবিধানস্বীকৃত শ্রমাধিকারের সঙ্গেও সাংঘর্ষিক।

বিশেষ করে সরকারি ক্ষেত্রে এই বৈষম্য আরও বেশি চোখে পড়ে। বিভিন্ন দপ্তরে বছরের পর বছর ধরে চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা ফাইল সামলাচ্ছেন, তথ্যপ্রযুক্তির কাজ করছেন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিষেবা দিচ্ছেন। তাঁদের ছাড়া সেই দপ্তর কার্যত অচল। তবু তাঁদের স্থায়ী করার প্রশ্ন উঠলেই নানা অজুহাত সামনে আসে;আর্থিক সীমাবদ্ধতা, নীতিগত জটিলতা, আদালতের নির্দেশ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, নতুন চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগে সেই বাধাগুলি আর তেমন প্রযোজ্য থাকে না।

এই ব্যবস্থার সামাজিক প্রভাবও গভীর। অনিশ্চিত চাকরি মানে অনিশ্চিত জীবন। একজন চুক্তিভিত্তিক কর্মী ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করতে পারেন না। বাড়ি কেনা, সন্তানদের শিক্ষা, চিকিৎসা;সব কিছুই ঝুলে থাকে চাকরির মেয়াদের সঙ্গে। ব্যাংক ঋণ দিতে চায় না, সমাজেও এক ধরনের অদৃশ্য বিভাজন তৈরি হয়। স্থায়ী চাকরি মানেই সম্মান, আর চুক্তিভিত্তিক কাজ মানেই অনিশ্চয়তা;এই ধারণা ধীরে ধীরে সমাজের মননে গেঁথে যাচ্ছে।

নারী চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের ক্ষেত্রে সমস্যা আরও জটিল। মাতৃত্বকালীন ছুটি, কাজের নিরাপত্তা, কর্মক্ষেত্রে সম্মান;এই সবকিছুর অভাব তাঁদের দ্বিগুণ লড়াইয়ে ঠেলে দেয়। অনেক সময় পরিবার থেকেও চাপ আসে, কারণ অনিশ্চিত চাকরিকে 'ভরসার কাজ' বলে মানতে চায় না অনেকেই। ফলে বহু প্রতিভাবান নারী কর্মী মাঝপথেই কাজ ছাড়তে বাধ্য হন।

প্রশ্ন হল, এই অবস্থার দায় কার? নিয়োগকর্তারা বলবেন, বাজারের বাস্তবতা। সরকার বলবে, বাজেটের সীমাবদ্ধতা। কিন্তু এই যুক্তিগুলির আড়ালে এক মৌলিক সত্য চাপা পড়ে যায়;শ্রমিক কোনও যন্ত্র নয়, সে মানুষ। তারও নিরাপত্তা দরকার, সম্মান দরকার, ভবিষ্যৎ দরকার। অর্থনৈতিক দক্ষতার নামে যদি মানুষের জীবনের স্থায়িত্বই কেড়ে নেওয়া হয়, তবে সেই উন্নয়ন কতটা মানবিক, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক।

চুক্তিভিত্তিক শ্রমের এই বিস্তার আসলে একটি বৃহত্তর প্রবণতার অংশ। বিশ্বজুড়ে 'ফ্লেক্সিবল' শ্রম বাজারের নামে কাজের স্থায়িত্ব কমানো হচ্ছে। স্বল্পমেয়াদি লাভের জন্য দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক ক্ষতি মেনে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ইতিহাস বলে, যে সমাজ তার শ্রমিকদের নিরাপত্তা দেয় না, সেই সমাজে স্থিতিশীলতা দীর্ঘদিন টিকে থাকে না। ক্ষোভ জমে, অসন্তোষ বাড়ে, এবং একসময় তা বিস্ফোরিত হয়।

এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রয়োজন নীতিগত পরিবর্তন। চুক্তিভিত্তিক কাজের স্পষ্ট সংজ্ঞা থাকা দরকার। কোন কাজ প্রকৃতপক্ষে অস্থায়ী, আর কোন কাজ স্থায়ী প্রকৃতির;এই বিভাজন স্পষ্ট না হলে চুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থার অপব্যবহার বন্ধ হবে না। দীর্ঘদিন একই কাজে নিযুক্ত কর্মীদের জন্য স্থায়ীকরণের বাস্তবসম্মত পথ তৈরি করা জরুরি। অন্তত সামাজিক সুরক্ষা ও ন্যূনতম সুবিধা নিশ্চিত করা রাষ্ট্র ও নিয়োগকর্তা;উভয়েরই দায়িত্ব।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মানসিকতার পরিবর্তন। চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের 'দ্বিতীয় শ্রেণির' শ্রমিক হিসেবে দেখার প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। তাঁদের শ্রমের মূল্য দিতে হবে, তাঁদের অনিশ্চয়তার কষ্ট বুঝতে হবে।

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা দিবস এবং তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের বর্ণনা

বুদ্ধদেব মিশ্র

রামকৃষ্ণ মিশনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১৮৯৭ সালের ১লা মে কলকাতার বাগবাজারের বলরাম বসু বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। আত্মানো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চদ;এই মহান মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে রামকৃষ্ণ মিশন আত্মোন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে।

এই সংগঠন জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও রাজযোগের সমন্বয়ের মাধ্যমে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণী ও আদর্শ প্রচার এবং জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমে নিজেকে নিয়োজিত করে। পরবর্তীকালে ১৯০১ সালে বেলুড় মঠকে রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রীয় সদর দপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

গোল পার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার -এর ইতিহাস ।প্রতিষ্ঠা ঃ গোল পার্কের এই শাখাটি সরাসরি ১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত না হলেও এটি রামকৃষ্ণ মিশনেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ২৯শে জানুয়ারি ১৯৩৮ সালে এই ইনস্টিটিউটটি প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য ঃ বিশ্বজুড়ে ভারতীয় সংস্কৃতি, দর্শন ও জ্ঞানের আদান-প্রদান এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে এই কেন্দ্র নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। অবস্থান ঃ বর্তমানে এই ইনস্টিটিউটটি কলকাতার গোল পার্ক এলাকায় অবস্থিত একটি সুবিশাল ভবনে পরিচালিত হয়। এটি সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত এবং শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে

গণ্য হয়। রামকৃষ্ণ মিশন এখন সারা বিশ্বে রয়েছে। প্রতি কেন্দ্রে শিক্ষা ব্যবস্থার ওপরে জোর দেওয়া হয়ে থাকে যা স্বামী বিবেকানন্দ চাইতেন। এই রামকৃষ্ণ মিশনে গ্রন্থাগার রয়েছে। সেখানে সব কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশুনা করার অধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। সাংস্কৃতিক চর্চা হয়।

(ছবি এবং লেখায় বুদ্ধদেব মিশ্র)

করিমপুর-কৃষ্ণনগর রেললাইনের দাবিতে রাস্তায় সাধারণ মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৃষ্ণনগর, ৩১ জানুয়ারি ঃ নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগর থেকে করিমপুর পর্যন্ত রেলপথ চালুর দাবিতে সহস্র কণ্ঠে গর্জে উঠলেন সাধারণ মানুষ। এদিন করিমপুর থেকে একটি বিশাল বাইক শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এই র‍্যালি তেহট্ট পর্যন্ত গিয়ে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন বয়সের মানুষ, যুবক-যুবতী থেকে শুরু করে প্রবীণ নাগরিকরাও। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ নদীয়া উত্তর জেলা কমিটি। তবে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এটি কোনও একটি সংগঠনের একক কর্মসূচি নয়, বরং সমস্ত রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন ও সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, এই কর্মসূচি নিজেদের স্বার্থে হলেও মূলত এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে। ভারত স্বাধীন হওয়ার প্রায় ৭৯ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও কৃষ্ণনগর-করিমপুর রেললাইন বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে এই রুটের অন্তর্গত পাঁচটি বিধানসভার লক্ষ লক্ষ মানুষ আজও রেল পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল, জলঙ্গি ও শিকারপুরের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষও যাতায়াতের জন্য মূলত কৃষ্ণনগর-করিমপুর রাজ্য সড়কের ওপর নির্ভরশীল। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, রেল পরিষেবা চালু হলে যাতায়াতের সময় ও খরচ উভয়ই কমবে। পাশাপাশি সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমে বহু মানুষের প্রাণ রক্ষা পাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে, ফলে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নও ত্বরান্বিত হবে।

স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু, হোস্টেলের সিক রুমে মিলল অচৈতন্য দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ কলকাতার নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্কটিশ চার্চ কলেজের এক ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। হোস্টেলের সিক রুমের মেঝে থেকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয় বছর একুশের ঋষিতা বণিককে। ত্রিপুরার বাসিন্দা ঋষিতা ওই কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের পঞ্চম সেমিস্টারের ছাত্রী ছিলেন। গত ২৩ জানুয়ারি রাতে হোস্টেলে থাকাকালীন তিনি হঠাৎ অসুস্থ বোধ করায় তাঁকে চতুর্থ তলার সিক রুমে রাখা হয়েছিল। কিন্তু ২৪ জানুয়ারি দুপুরে ঋষিতার মা ফোনে যোগাযোগ করতে না পেরে তাঁর রুমমেটকে খবর দিলে আসল বিষয়টি সামনে আসে। রুমমেট সিক রুমে গিয়ে দেখেন, ঋষিতা মেঝের ওপর অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন। তড়িঘড়ি তাঁকে আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। শনিবার গোটা বিষয়টি প্রকাশ্যে আসায় ক্যাম্পাসে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বড়তলা থানার পুলিশ এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে চিকিসকরা জানিয়েছেন যে, বিষাক্ত কোনো পদার্থ সেবনের কারণেই এই মৃত্যু হতে পারে। তবে সেই বিষ ঋষিতা নিজে খেয়েছিলেন নাকি এর পেছনে কোনও ষড়যন্ত্র রয়েছে, তা নিয়ে এখনও প্রশ্ন রয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে কোনো সুইসাইড নোট উদ্ধার করতে পারেনি এবং হোস্টেল কর্তৃপক্ষ বা পরিবারের তরফেও এখনও কোনো লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। অসুস্থ ছাত্রীকে সিক রুমে রাখার পর কেন হোস্টেল কর্তৃপক্ষ তাঁর নিয়মিত খোঁজ রাখল না, তা নিয়ে প্রশাসনিক মহলে প্রশ্ন উঠছে। ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট এবং সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার পরেই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে বলে মনে করছে পুলিশ।

পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের মিনি ম্যারাথন ঘিরে উন্মাদনা আউশগ্রামের জঙ্গলমহলে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩১ জানুয়ারি ঃ সবুজের সুরক্ষা ও সুস্থ জীবনযাত্রার বার্তাকে সামনে রেখে জঙ্গলমহলের বুকে অনুষ্ঠিত হল জেলা পুলিশের উদ্যোগে এক ব্যতিক্রমী মিনি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা। জেলা পুলিশের আয়োজনে এবং আউশগ্রাম থানার সহযোগিতায় এই প্রথম জেলা শহরের বাইরে, জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় এত বড় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হল। ' এবার অরণ্য, রান ফর সুস্থ নিঃশ্বাস-সবুজের বিশ্বাস' স্লোগানকে সামনে রেখে আউশগ্রামের রাজবাড়ির মাঠ থেকে শুরু হয় প্রায় ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই মিনি ম্যারাথন। ভোরের জঙ্গলের পথ পেরিয়ে দৌড় শেষ হয় ছোড়া পুলিশ ফাঁড়ির কাছে বারাসতের বইমেলার মাঠে।

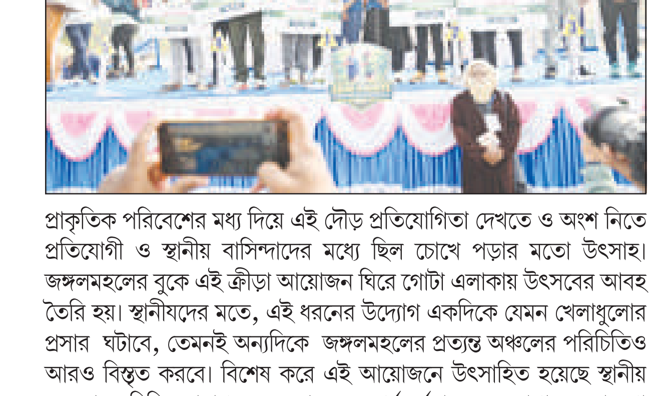

প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে এই দৌড় প্রতিযোগিতা দেখতে ও অংশ নিতে প্রতিযোগী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ছিল চোখে পড়ার মতো উৎসাহ। জঙ্গলমহলের বুকে এই ক্রীড়া আয়োজন ঘিরে গোটা এলাকায় উৎসবের আবহ তৈরি হয়। স্থানীয়দের মতে, এই ধরনের উদ্যোগ একদিকে যেমন খেলাধুলোর প্রসার ঘটাবে, তেমনই অন্যদিকে জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পরিচিতিও আরও বিস্তৃত করবে। বিশেষ করে এই আয়োজনে উৎসাহিত হয়েছে স্থানীয় যুবসমাজ। মিনি ম্যারাথনের সূচনা করেন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক আয়েশা রাণী এ, পুলিশ সুপার সায়ক দাস, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়রাম হেমব্রম সহ পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন পম্পানন বেরা (৩১ মিনিট ৫৫ সেকেন্ড)। দ্বিতীয় হন আরিফ আলি, তৃতীয় অভিষেক চৌধুরী, চতুর্থ মোহিত সিং এবং পঞ্চম শুভ বিশ্বাস। মহিলা বিভাগে প্রথম হন রেণু সিং (৩৬ মিনিট ৫৭ সেকেন্ড)। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন পূজা মার্ডা, তৃতীয় শম্পা গায়েন, চতুর্থ নিশাকুমারী সাউ এবং পঞ্চম ইস্পিতা মণ্ডল। এই মিনি ম্যারাথনে মোট ১,০৫০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে মহিলা প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল দেড়শোরও বেশি, যা এই অঞ্চলের আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলাশাসক আয়েশা রাণী এ বলেন, এই ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। প্রতি বছর জেলা পুলিশের তরফে এমন আয়োজন হওয়া উচিত। আউশগ্রামের জঙ্গলে নিয়মিত এই ধরনের অনুষ্ঠান হলে পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা আরও বাড়বে। পুলিশ সুপার সায়ক দাস বলেন, আউশগ্রামের অরণ্য আমাদের জেলার গর্ব। নিজের ফুসফুস ও প্রকৃতির ফুসফুস- দুটোকেই সুস্থ রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের। সেই বার্তাই দিতে এই মিনি ম্যারাথনের আয়োজন। প্রতিযোগিতায় পুরস্কার হিসেবে প্রথম স্থানাধিকারীকে ৩০ হাজার টাকা ও ট্রফি, দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে ২০ হাজার টাকা ও ট্রফি এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীকে ১৫ হাজার টাকা ও ট্রফি প্রদান করা হয়। সব মিলিয়ে পরিবেশ রক্ষা, সুস্থ জীবনযাপন ও ক্রীড়া সংস্কৃতির প্রসারের বার্তা নিয়ে জঙ্গলমহলে জেলা পুলিশের এই মিনি ম্যারাথন হয়ে উঠল এক স্মরণীয় ও অনন্য উদ্যোগ।

দুই দোকানে লুট, পরে অগ্নি সংযোগের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৩১ জানুয়ারি ঃ শুক্রবার মধ্যরাতে পুরাতন মালদা পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের নবাবগঞ্জ হাট এলাকায় দু'টি দোকানে লুটের অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয়, লুটের পরে দোকান দু'টিতে ধরিয়ে দেওয়া হয় আগুনও, দাবি এমনটাই। ব্যবসায়ীদের তরফে অভিযোগ, একটি খাবার দোকান এবং একটি স্টেশনারি দোকান থেকে লক্ষাধিক টাকার জিনিসপত্র লুট করে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীর দল। দোকান দু'টিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় শনিবার সকাল থেকেই অসন্তোষ ছড়িয়েছে স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং বাসিন্দাদের মধ্যে। এদিন পুরাতন মালদা থানায় তীব্র বিক্ষোভ দেখান ব্যবসায়ীরা। নজরদারি আরও বাড়ানোর আবেদন করা হয় তাঁদের তরফে। পাশাপাশি স্থানীয় ব্যবসায়ীরা গণস্বাক্ষর করা একটি অভিযোগপত্র জমা দেন থানায়।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অর্থ বর্ষ ২০২৫-২৬-এ উল্লেখযোগ্য ইঞ্জিনিয়ারিং ও সুরক্ষা ক্ষেত্রে মাইলফলক অর্জন

মালিগাঁও, ৩১ জানুয়ারি ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অর্থ বর্ষ ২০২৫-২৬-এ এখন পর্যন্ত রেল পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং সুরক্ষা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে, যার ফলে এই অঞ্চলে সুরক্ষা, নির্ভরযোগ্য এবং যাত্রী-বান্ধব রেল পরিষেবা প্রদানের প্রতি তার অঙ্গীকার পুনরায় নিশ্চিত হয়। এই সময়ের মধ্যে জোনের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার ফলস্বরূপে ট্র্যাকের সুরক্ষা, যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা এবং সামগ্রিক পরিচালন দক্ষতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। যাত্রী সুরক্ষা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, যেখানে ৯টি রোড ওভার ব্রিজ (আরওবি) চালু করা হয়েছে ও ৮টি রোড আন্ডার ব্রিজ (আরইউবি) সম্পূর্ণ করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের অর্জিত সাফল্যের অধিক। এছাড়াও, ট্রেনের পরিচালন সুরক্ষা বৃদ্ধির জন্য ২১টি মানবচালিত লেভেল ক্রসিং বিলুপ্ত করা হয়েছে। এই পদক্ষেপগুলি থেকে দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থান উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস হয়েছে এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সামগ্রিক সুরক্ষা কাঠামোকে শক্তিশালী হয়েছে। ব্রিজের পরিকাঠামোও শক্তিশালী করা হয়েছে, ১২টি ব্রিজকে রিগার্ডারিং-এর মাধ্যমে সংস্কার করা হয়েছে এবং ৭৭টি ব্রিজে সুরক্ষিত পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধার্থে হাঁটার পথ তৈরি করা হয়েছে, ফলে দীর্ঘমেয়াদী সম্পদের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ট্র্যাক রিনিউয়াল ও শক্তিশালীকরণের কাজে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করা হয়েছে। ৩৩৭.৪ কিলোমিটার রেল রিনিউয়াল এবং ৩২৯ কিলোমিটার স্লিপার রিনিউয়াল

কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে, যা গত বছরের পারফরম্যান্সের চেয়ে ভালো। ট্র্যাকের স্থিতিশীলতা এবং যাত্রার আরাম বৃদ্ধির জন্য মোট ৭.৬৪৯ লক্ষ ঘনমিটার ব্যালাস্ট রিনিউয়ালের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও, ১৬টি স্থায়ী গতিবেগ অপসারণের ফলে পুরো নেটওয়ার্কে ট্রেনের চলাচল এবং সময়ানুবর্তিতা উন্নত হয়েছে। যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা এবং স্টেশন পরিকাঠামোকে আরও উন্নত করার জন্য ১৩টি ফুট ওভারব্রিজ এবং ৩টি হাই- লেভেল প্ল্যাটফর্ম জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য খোলে দেওয়া হয়েছে। ৭টি স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম উঁচু করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে, পাশাপাশি ১৮টি যাত্রী প্ল্যাটফর্ম শেড নির্মাণ করা হয়েছে এবং ১০টি প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণ করা হয়েছে। অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে হয়বরগাঁও স্টেশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যা আধুনিক, যাত্রী-কেন্দ্রিক স্টেশন সুবিধার দিকে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে টার্নআউট রিনিউয়াল এবং ট্র্যাক সুরক্ষার ক্ষেত্রেও উন্নতি সাধন করা হয়েছে। পয়েন্ট এবং ক্রসিংগুলিতে সুরক্ষা বৃদ্ধির জন্য মোট ১৯৭টি টার্নআউট রিনিউয়াল সম্পন্ন করা হয়েছে, পাশাপাশি ১৮০টি থিক ওয়েব সুইচ এবং ১৬৫টি ওয়েল্ডেবল সিএমএস ক্রসিং স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, ১৯ টি ত্রুটিপূর্ণ লেআউট সংশোধন করা হয়েছে, এবং ২০৭ টি টার্নআউট স্থানে ডীপ স্ক্রীনিং করা হয়েছে, যার ফলে ট্র্যাক উপাদানগুলির উন্নত নির্ভরযোগ্যতা এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত হয়েছে। মেকানাইজড ট্র্যাক মেনটেনেন্স একটি যুগান্তকারী সাফল্য অর্জিত করেছে, যেখানে দশটি পিকিউআরএস পোর্টাল ডিসেম্বর ২০২৫-এ সিটিআরটিআরএস(পি) কাজে ৪৮.১৫ কিলোমিটারের রেকর্ড মাসিক অগ্রগতি অর্জন করেছে, যা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জন্য এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ। ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত মোট যান্ত্রিক অগ্রগতি ২৫১ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে এবং আধুনিক রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতির উপর রেলওয়ের গুরুত্বকে তুলে ধরে। সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের ফলে আর্থিক কর্মক্ষমতারও উন্নতি হয়েছে, যার ফলে জমি ব্যবহার ও দোকান ও সাইডিংয়ের লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে ৪৩ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় অধিক। এছাড়াও, লুপ লাইনগুলিতে গতিবেগ বাড়ানোর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে, যার ফলে ২৯টি স্টেশনে গতিবেগ ১৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা থেকে ৩০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা হয়েছে এবং এটি ট্রেন চলাচলকে সুগম করতে ও কার্যকারিতা বাড়াতে সহায়ক হয়েছে। এই সাফল্যগুলি সম্মিলিতভাবে পরিকাঠামো বৃদ্ধি, সুরক্ষা মজবুত এবং যাত্রী সুযোগ-সুবিধার উপর উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ধারাবাহিক মনোযোগের প্রমাণ দেয়। আধুনিকীকরণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর ধারাবাহিক জোর দেওয়ার মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই অঞ্চলে সংযোগ ব্যবস্থা মজবুত করতে এবং একটি নির্ভরযোগ্য রেল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে তার প্রতিশ্রুতিতে অবিচল রয়েছে।

কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে রাজ্য উদ্যোগঃ পুরুলিয়ায় একলব্য স্কুল শুরু ২ ফেব্রুয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৩১ জানুয়ারি ঃ পুরুলিয়ার বান্দোয়ানে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষিত একলব্য স্কুল অবশেষে চালু হতে যাচ্ছে। কেন্দ্রের বঞ্চনার কারণে বছর দীর্ঘ বিলম্বের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজ উদ্যোগে ২ ফেব্রুয়ারি থেকে স্কুল চালু করছে। মানবাজার ১ ব্লকের বারোমেশ্যা-রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামনগর হাইস্কুলের একটি হোস্টেলে আপাতত স্কুলের পঠন- পাঠন শুরু হবে। এই স্কুলে প্রথম দফায় ৩৫ জন ছেলে ও ৩৫ জন মেয়ে মিলিয়ে মোট ৭০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হবে। মানবাজার মহকুমাশাসক মানজার হোসেন আনজুম জানান, রাজ্যের তরফ থেকে সমস্ত অনুমোদন মেলে গেছে। খুব শীঘ্রই আমরা স্কুল চালু করছি। শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে হোস্টেল, খাদ্য, শিক্ষা উপকরণ সবই থাকবে। একলব্য স্কুল প্রকল্পটি ভারত সরকারের উপজাতি মন্ত্রণালয় চালু করেছে। এটি মূলত প্রত্যন্ত অঞ্চলের তফসিলি উপজাতি শিক্ষার্থীদের ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদানের জন্য। বিদ্যালয়ে থাকার ব্যবস্থা, খাদ্য, বই, পোশাকসহ পেশাগত শিক্ষার সুযোগও রয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ সালে প্রথম চালু হওয়া এই স্কুলগুলোতে কেন্দ্রের ৯০ শতাংশ এবং রাজ্যের ১০ শতাংশ অর্থায়ন দেওয়া হতো। তবে সময়ের সাথে পরিস্থিতি বদলায়। বর্তমানে প্রায় সব পরিকাঠামো রাজ্যকে গড়ে দিতে হয়, যার ফলে রাজ্যকে প্রায় ৪০ শতাংশ অর্থ ব্যয় করতে হয়। পুরুলিয়ার বান্দোয়ান পুনশ্যার একলব্য স্কুলের অনুমোদন ২০১৭ সালে প্রস্তাবিত হলেও এটি কেন্দ্রের দেরিতে অনুমোদিত হয় ২০২২ সালে। একই সঙ্গে কালিম্পং-এর স্কুলের অনুমোদনও মেলে। যদিও কালিম্পং স্কুল চালু করা সম্ভব হয়, বান্দোয়ানের স্কুল দীর্ঘ সময় জটিলতার মুখোমুখি থাকে। জমি চিহ্নিত করা হলেও কেন্দ্র বরাদ্দ না দেওয়ায় পঠন- পাঠনের শুরুর সময় বারবার পিছিয়ে যায়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে আদিবাসী সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি আন্দোলনে নামে। সংগঠনের সম্পাদক পার্শাল কিস্কু বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য একে অপরের ঘাড়ে দায় চাপাচ্ছে। স্কুলের ৬৫ জন শিক্ষার্থী এখনও বই পাননি। একটি শিক্ষাবর্ষ নষ্ট হলে দায় কে নেবে? এদিকে তৃণমূল সাংসদ কালীপদ সোরেনও ২০২২ সালের মার্চে বিষয়টি সংসদে তুলে ধরেন। কিন্তু কেন্দ্র সাড়া দেয়নি। বরাদ্দ মেলেনি। অবশেষে রাজ্য সরকার নিজ উদ্যোগে আর্থিক দায়িত্ব নিয়ে স্কুল চালু করতে বাধ্য হয়। তৃণমূল বিধায়ক রাজীবলোচন সোরেন জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্য সরকার স্কুল চালুর সমস্ত ব্যবস্থা করেছে। ফাইল সই হয়ে গিয়েছে। এবার পিছিয়ে পড়া শ্রেণির শিক্ষার্থীরা নতুন যাত্রা শুরু করবে। পুরুলিয়ার একলব্য স্কুলটি বান্দোয়ান এলাকার আদিবাসী শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ধাপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই স্কুলের মাধ্যমে শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা, হোস্টেল সুবিধা, পঠন-পাঠন এবং পেশাগত দক্ষতা অর্জনের সুযোগ নিশ্চিত হবে। এছাড়া, রাজ্যের অন্য জেলার যেমন বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, জলপাইগুড়ি, বীরভূম, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিম বর্ধমান এবং কালিম্পং-এও একলব্য স্কুলের অবকাঠামো রয়েছে। এসব স্কুলে শিক্ষার্থীরা ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা, খাদ্য, হোস্টেল ও অন্যান্য সুবিধা পায়। দপ্তরের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বলেন, কেন্দ্রের দেরি এবং আর্থিক জট কাটিয়ে রাজ্য সরকার এই উদ্যোগ নিয়েছে। এটি শুধুমাত্র শিক্ষার সুযোগ নয়, বরং উপজাতি শিক্ষার্থীদের স্বার্থরক্ষা এবং উন্নয়নের দিকেও নজর দিয়েছে। এবারের স্কুল খোলার মধ্য দিয়ে আদিবাসী শিক্ষার্থীরা শিক্ষা ও সুযোগের বৈষম্য কাটিয়ে নতুন জীবনের পথে এগোতে পারবে। একলব্য স্কুলের মাধ্যমে শুধু পাঠ্যবই নয়, শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশ, আবাসন এবং পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধিও লক্ষ্য করা হয়েছে। পুরুলিয়ার বান্দোয়ান পুনশ্যার স্কুলটি কেন্দ্র- রাজ্য দ্বন্দ্বের মধ্যে বাধা কাটিয়ে রাজ্যের উদ্যোগের মাধ্যমে চালু হচ্ছে। এটি প্রমাণ করে যে, স্থানীয় সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকার সরাসরি উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে দৃঢ়। স্কুল খোলার ফলে গ্রামের শিশুদের শিক্ষার স্বপ্ন পূরণের পথে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে।

দুই ছেলেকে শুনানিতে ডাক, দেশ ছাড়া হতে হবে সকলকে আতঙ্কে মৃত্যু মুর্শিদাবাদের বাসিন্দার

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৩১ জানুয়ারি ঃ আবার এসআইআর আতঙ্কে মুর্শিদাবাদে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। দুই ছেলের নামে এসআইআর-এর শুনানির নোটিশ আসার পর শুনানি শুরুর আগে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে তাঁর পরিবারের দাবি। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার মুর্শিদাবাদের কান্দি থানার অন্তর্গত আন্দুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মাহাদিয়া- নতুনপাড়া গ্রামে। মৃত ওই ব্যক্তির নাম মসলিম শেখ (৬২)। এসআইআর আতঙ্কে মসলিমের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পরেই এলাকায় ছুটে যান তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত কান্দি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পার্থপ্রতিম সরকার, কান্দি পুরসভার চেয়ারম্যান জয়দেব ঘটক সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মসলিম শেখের স্ত্রী কয়েক বছর আগে মারা গিয়েছেন। ওই ব্যক্তি মাহাদিয়া - নতুনপাড়া গ্রামে নিজের দুই সন্তানকে নিয়ে একাই বাড়িতে থাকতেন। তিন দিন আগে মসলিমের দুই ছেলে -ফিরোজ শেখ এবং কালু শেখের নামে এসআইআর-এর শুনানির নোটিশ আসে। শনিবার সকাল ন'টা থেকে বারোটার মধ্যে কালু এবং ফিরোজকে নিজেদের যাবতীয় নথি নিয়ে শুনানি কেন্দ্রে হাজিরার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। সূত্রের খবর , দুই ছেলে শুনানি কেন্দ্রে যাওয়ার আগেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন মসলিম। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বাড়িতেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত ওই ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের দাবি, দুই ছেলের নাম এসআইআর-এর 'লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি'র তালিকায় থাকায় তাঁদেরকে নথি নিয়ে শুনানির জন্য ডাকা হয়েছিল। এই কারণেই আতঙ্কে ছিলেন মসলিম। গত কয়েকদিন ধরে ভালো করে ঘুমাতেও পারেননি ওই ব্যক্তি। এসআইআর আতঙ্কেই মসলিমের মৃত্যু হয়েছে বলে পরিবারের লোকেরা দাবি করেছেন। ইসরাইল শেখ নামে মৃতের এক প্রতিবেশী বলেন, মসলিমের দুই ছেলের মধ্যে কালু শেখের মানসিক কিছু সমস্যা রয়েছে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর গোটা পরিবারের এবং ছেলেদেরকে দেখভালের সম্পূর্ণ দায়িত্ব মসলিম শেখের উপর চলে এসেছিল। হঠাৎ করে দুই ছেলের নাম এসআইআর-এর শুনানির তালিকায় চলে আসায় ওই ব্যক্তি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বলেন, শনিবার বেলা ন'টা থেকে বারোটার মধ্যে মসলিমের দুই ছেলেকে শুনানির জন্য নথি নিয়ে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তার আগেই আতঙ্কিত হয়ে মৃত্যু হয়ে মসলিম শেখের। মৃত ওই ব্যক্তির কয়েকজন প্রতিবেশী বলেন, এসআইআর -এর শুনানির জন্য দুই ছেলের নামে নোটিশ আসায় গত কয়েকদিন ধরেই নথি জোগাড় করার জন্য মসলিম বিভিন্ন জায়গায় ছোটাছুটি করছিলেন। এক ছেলে মানসিক ভারসাম্যহীন হওয়ায় এবং নথি সংক্রান্ত কিছু ত্রুটি থাকায় ওই ব্যক্তি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল ঠিকমতো নথি জমা দিতে না পারলে তাদেরকে দেশ ছাড়া হতে হবে। সেই আতঙ্কে আজ ছেলেরা শুনানিতে যাওয়ার ঠিক আগেই মৃত্যু হয় মসলিমের। প্রতিবেশীরা আরও বলেন, মসলিমের মৃত্যুর পর তাঁর দুই ছেলের কান্নার আওয়াজ শুনে আমরা বাড়িতে যাই। সেখানে গিয়ে দেখতে পাই মসলিমের প্রাণহীন দেহ ঘরে শোয়ানো রয়েছে। কান্দি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পার্থপ্রতিম সরকার বলেন, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এই ঘটনা। দুই ছেলের নাম এসআইআর-এর শুনানির তালিকায় থাকায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন মসলিম শেখ। তিনি বলেন, নথি যোগাড় করা এবং বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার জন্য গত কয়েকদিন ধরে ঠিক মতো করে ঘুমাতেও পারেননি ওই ব্যক্তি। প্রতিবেশীদেরকে বারবার নিজের আতঙ্কের কথাও জানিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা হয়ে গিয়েছিল শুনানিতে ঠিকমতো নথি জমা দিতে না পারলে দুই ছেলের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে এবং তাঁদেরকে দেশ ছাড়া করা হতে পারে। শনিবার সকালে ছেলেরা শুনানিতে যাওয়ার ঠিক আগে আতঙ্কিত হয়ে মারা যান মসলিম শেখ। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বলেন, আমরা তৃণমূল দলের পক্ষ থেকে ওই পরিবারের পাশে রয়েছি। আমাদের দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জীর নির্দেশে ওই পরিবারের জন্য যা যা করার দরকার সবকিছু করা হবে।

মাধ্যমিকের আগে সতর্ক প্রশাসন ও বনদফতর, ঝাড়গ্রামে জোরদার নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ৩১ জানুয়ারি ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে তৎপর হয়ে উঠেছে ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসন ও বনদফতর। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাকে নির্বিঘ্ন করতে বিশেষ করে জঙ্গলঘেরা ও হাতি উপদ্রবপ্রবণ এলাকাগুলিতে জোরদার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে প্রশাসন ও বনদফতর যৌথভাবে কাজ করছে। শনিবার জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এ বছর ঝাড়গ্রামের ১৬২টি স্কুল থেকে মোট ১৫ হাজার ৩২১ জন পরীক্ষার্থী মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসছে। জেলার ৩৯টি পরীক্ষাকেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। হাতির উপদ্রব বেশি এমন ৬০টি এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। ওই সব এলাকায় ১৫টি ড্রপ গেট বসানো হচ্ছে। পাশাপাশি, বনদফতরের ১১০ জন কর্মী এবং ৪০টি হুলা পার্টি চব্বিশ ঘণ্টা নজরদারিতে থাকবে। খড়গপুর বনবিভাগের ডিএফও মণীশ যাদব জানান, পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের বিষয়টি মাথায় রেখে স্কুল কর্তৃপক্ষকেও বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকারের রিপোর্ট কার্ড নিয়ে এবার পূর্ব বর্ধমানের বিশিষ্টজনদের কাছে তৃণমূল নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ৩১ জানুয়ারি ঃ বিধানসভা নির্বাচনের আগে সংগঠন ও জনসংযোগ-দু'দিকই শক্ত করতে নতুন কৌশলে হাঁটছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিকল্পনায় রাজ্যজুড়ে শুরু হওয়া 'বাংলার সমর্থনে সংযোগ' কর্মসূচির প্রতিফলন এবার স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে পূর্ব বর্ধমান জেলাতেও। এই কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ জনসংযোগের গণ্ডি পেরিয়ে সমাজের বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনে জোর দিচ্ছে তৃণমূল। জেলা নেতৃত্বের উদ্যোগে শিক্ষক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, আইনজীবী, প্রাক্তন প্রশাসকসহ বিভিন্ন পেশার প্রতিষ্ঠিত মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে রাজ্য সরকারের ১৫ বছরের তথাকথিত 'রিপোর্ট কার্ড'। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য দু'টি-একদিকে সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের তথ্যভিত্তিক প্রচার, অন্যদিকে সমাজের মতপ্রভাবক অংশের সমর্থন আদায় করা। পূর্ব বর্ধমানে এই কর্মসূচির আওতায় বিশিষ্ট শিক্ষক পদ্মশ্রী সুজিত চ্যাটার্জী এবং বাংলাদেশের একতারা পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক রাধামাধব মন্ডলের হাতে রিপোর্ট কার্ড তুলে দেওয়াকে প্রতীকী ও কৌশলগত পদক্ষেপ হিসেবেই দেখছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। তৃণমূল সূত্রের দাবি, শুধু সৌজন্য সাক্ষাৎ নয়, বরং প্রত্যেকটি বৈঠকেই উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প ও ভবিষ্যত ভাবনা নিয়ে মতামত বিনিময় করা হচ্ছে। এই 'আউটরিচ রাজনীতি'র বাস্তব রূপায়ণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জেলার প্রভাবশালী নেতৃত্বকে। খোকন দাস, নবীন চন্দ্র বাগ, রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, আলোক মাঝির মতো বিধায়কদের সঙ্গে ব্লক ও শহর স্তরের নেতারাও সক্রিয়ভাবে এই কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, বিরোধীদের আন্দোলন ও কেন্দ্র-রাজ্য টানাপোড়েনের আবহে তৃণমূলের এই বিশিষ্টজন-কেন্দ্রিক জনসংযোগ কর্মসূচি ভোটের আগে দলের জন্য 'বাড়তি অক্সিজেন' জোগাতে পারে। আবার কেউ কেউ বলছেন, এই উদ্যোগের সাফল্য নির্ভর করবে রিপোর্ট কার্ডের গ্রহণযোগ্যতা ও বাস্তব প্রভাবের উপর। সব মিলিয়ে, 'বাংলার সমর্থনে সংযোগ' শুধু একটি কর্মসূচি নয়-বরং নির্বাচনের আগে তৃণমূলের রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার এক সুপরিকল্পিত কৌশল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বেআইনি পুকুর ভরাট করে, নার্সিং হোম নির্মাণ বন্ধ করলো বোলপুর পুরসভা

দেবশ্রী মজুমদার, বোলপুর, ৩১ জানুয়ারি ঃ বেআইনি পুকুর ভরাট করে, নার্সিং হোম নির্মাণ বন্ধ করলো বোলপুর পুরসভা। এই নির্মাণ কাজের জন্য বোলপুর পুরসভা বা সংশ্লিষ্ট কোনও দফতরের থেকে অনুমতি নেওয়া হয়নি। এমনকি, বেআইনি এই নির্মাণ কাজে পুরসভাকে না জানিয়ে জলের ট্যাঙ্ক ভারা নেওয়া হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বোলপুর পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে এই পুকুর বোজানোর ঘটনাটি ঘটেছে। বিরোধীদের অভিযোগ, বোলপুর পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কালীমোহনপল্লিতে বিশাল আকারের পুকুর ছিল। সেটিকে আস্তে আস্তে দীর্ঘদিন ধরে সম্পূর্ণ ভরাট করে ও পরিবেশের বাস্তুতন্ত্র নষ্ট করে দিয়ে সেখানে চলছিল কংক্রিটের নির্মাণ কাজ। স্থানীয়দের অভিযোগ, বহুতল নার্সিংহোম নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত সুব্রত মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি। খবর পেয়ে এদিন বোলপুর পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুরো এলাকাটি ঘুরে দেখেন। বোলপুর পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার বাপি বীরবংশী বলেন, বোলপুর পুরসভার চেয়ারপার্সনের নির্দেশে আমরা এসেছি। কোনও বেআইনি কাজ আমরা করতে দেব না। ঘুরে দেখে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হল। যাঁরা এই কাজ করছিলেন, তাঁদের কাগজপত্র নিয়ে ডেকে পাঠানো হয়েছে। বোলপুর পুরসভার জলের গাড়ি কারা এনেছিল, তা-ও খোঁজ নিয়ে দেখা হবে। প্রসঙ্গত, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন, পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য আইন, জাতীয় পরিবেশ আইন এবং জলাভূমি সংরক্ষণ বিধি অনুযায়ী পুকুর ভরাট করা সম্পূর্ণ বেআইনি। সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের নির্দেশ রয়েছে যে, জলাভূমি বা পুকুর ব্যক্তিগত হলেও, তা ভরাট করা আইন বিরুদ্ধ। এইসব আইনকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শহর বোলপুরে আস্ত ২ বিঘা জমির উপর একটি পুকুর সম্পূর্ণ ভরাট করে দেওয়া হয়েছে। আর তাতে জোর কদমে চলছিল কংক্রিটের নির্মাণ কাজ। স্থানীয় বাসিন্দা তপন হাজরা বলেন, এটা পুকুর ছিল। বন্ধ করে দিয়েছে। শুনেছি নার্সিংহোম হবে। সিপিআইএমের বীরভূম জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, বোলপুরে পুকুর ভরাট করার কাজ নতুন কিছু নয়। আর কার মদত আছে, তদন্ত করা হোক। জমি মাফিয়ারা এই যুক্ত আছে। পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ করার জায়গাটুকুও নেই। বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, একটা আস্ত পুকুর বন্ধ করে দিল, নির্মাণ শুরু হয়ে গেল আর টের পেল না-কেউ। এটা হতে পারে না। দুষ্কৃতীরা আইন মানে না।

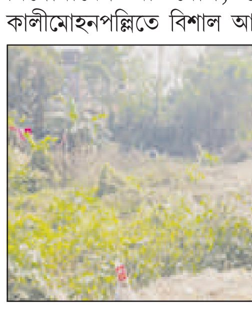

ডানকুনির ডাম্পিং গ্রাউন্ডে বিধ্বংসী আগুন, ধোঁয়ায় ঢাকল এলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডানকুনি, ৩১ জানুয়ারি ঃ হুগলি জেলার ডানকুনি পুরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ডে শনিবার দুপুরে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জমানো আবর্জনার স্তূপ থেকে এই আগুনের সূত্রপাত হয় এবং মুহূর্তের মধ্যে তা পুরো ডাম্পিং জোনে ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের লেলিহান শিখা এতটাই বিধ্বংসী আকার নেয় যে গোটা এলাকা ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়, যার ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়েই দমকলের একটি ইঞ্জিন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা শুরু করে। তবে আবর্জনার স্তূপে দাহ্য পদার্থের উপস্থিতির কারণে আগুন আয়ত্তে আনতে দমেকল কর্মীদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে ডানকুনি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। দমকল কর্মীদের আশঙ্কা, ডাম্পিং গ্রাউন্ডের নিচে জমে থাকা মিথেন গ্যাসের কারণে আগুন দ্রুত গভীরে ছড়িয়ে পড়ছে। তবে এই আগুন নিছকই দুর্ঘটনা নাকি এর পেছনে অন্য কোনো নাশকতামূলক ছক রয়েছে, তা নিয়ে এখনও কোনো স্পষ্ট তথ্য মেলেনি। পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পরেই আগুনের সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু করা হবে। আপাতত পার্শ্ববর্তী এলাকায় ধোঁয়ার দাপট কমাতে এবং আগুন যাতে লোকালয়ে ছড়িয়ে না পড়ে, সেদিকেই বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।

Office of the Pradhan
Bhandarpuara Chipida GRAM PANCHAYAT
Vill-Pendra, PO-Dorodih, Dist-Purulia, Pin-723101

E- Tenders are hereby invited by the Pradhan Bhandarpuara Chipida ie. WBPUR/BCHIPIDAGP/NIET-03/25-26, Dated-22.01.2026, Memo No.- 745/B/CHIPIDAGP/2024-25. Documents download/sale start date 27.01.2026 from 12.30 PM. Bid Submission closing date 03.02.2026 (upto 03.00 PM). Date of Opening of E- Tender on 05.02.2026 (at 3.00 pm) at G.P.Office Meeting Hall. For more details contact with the Pradhan Bhandarpuara Chipida GP in office hours.

Sd/- Pradhan
Bhandarpuara Chipida Gram Panchayat

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-60/2025-26(2 nd Call)** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 14(Fourteen) nos. works/Schemes under APAS Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in**. Document download/sell starting from **31.01.2026 up to 06.02.2026 18.55 Hrs.** Bid submission starting from **31.01.2026 up to 06.02.2026 at 18.55 Hrs.** And Opening on **09.02.2026 at 09:00 AM.**. For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

খাবার-দাবার

রেস্তরাঁকে টাটা, শীতের শেষভাগে হেঁশেলেই বানান রসালো কাবাব-চাপলি রইল রেসিপি

শীত প্রায় বিদায়ের পথে। হালকা রোদ, মনোরম আবহাওয়া আর জমিয়ে খাওয়ার শেষ সুযোগ-এই সময়টা যেন পেটপুজোর জন্য একেবারে পারফেক্ট। শীতকালে মাছ-মাংস, মিষ্টি থেকে শুরু করে নানান পদ এমনিই যেন আরও বেশি সুস্বাদু লাগে। তাই শীত ‘ বলার আগে একবার রেস্তরাঁর ভিড় এড়িয়ে নিজের হেঁশেলেই বানিয়ে ফেলুন রসালো, মশলাদার কাবাব। আজ রইল দু’টি জনপ্রিয় কাবাবের রেসিপি-পেশোয়ারি ঘরানার চাপলি কাবাব আর লখনউয়ের ঐতিহ্যবাহী কাকোরি কাবাব।

১) মশলায় ভরা রসালো চাপলি কাবাব-

চাপলি কাবাব মানেই চওড়া, চ্যাপ্টা, মশলাদার আর ভেতরে নরম-বাইরে হালকা ক্রিস্প। গরম গরম চাপলি কাবাবের সঙ্গে পেঁয়াজ, লেবু আর সবুজ চাটনি-এই কম্বিনেশন শীতের সন্ধ্যায় অনবদ্য।

উপকরণ-

পাঁঠার মাংস (কিমা) - ৫০০ গ্রাম, কাঁচা পেঁপে বাটা - ১ চা চামচ, আদা-রসুন বাটা - ১ চা চামচ, কাঁচা লঙ্কা বাটা - ২ চা চামচ, শুকনো লঙ্কা - স্বাদমতো, জিরে - ১ চা চামচ, গোটা ধনে - ১ চা চামচ, বেদানার বীজ - ১ চা চামচ, টমেটো কুচি - ১ কাপ, পেয়াজ কুচি - আধ কাপ, ধনেপাতা কুচি - ২ টেবিল চামচ, ময়দা - ২ টেবিল চামচ, ডিম - ১টি, সাদা তেল - ভাজার জন্য, নুন - স্বাদমতো।

প্রণালি- প্রথমে পাঁঠার মাংস ভালোভাবে পরিষ্কার করে কিমা করে নিন। আলাদা করে কাঁচা পেঁপে বেটে রাখুন-এটি মাংস নরম করতে সাহায্য করবে। এবার জিরে, গোটা ধনে ও শুকনো লঙ্কা হালকা ভেজে মিক্সার গ্রাইন্ডারে গুঁড়ো করে নিন। একটি বড় পাত্রে কিমা করা মাংসের সঙ্গে পেঁপে বাটা, আদা-রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা, ভাজা মশলার গুঁড়ো, বেদানার বীজ, টমেটো কুচি, পেঁয়াজ কুচি ও ধনেপাতা দিন। তাতে ময়দা ও ডিম যোগ করে ভালোভাবে মেখে নুন মেশান। সব উপকরণ একসঙ্গে ভালোভাবে মিশে গেলে মিশ্রণটি ঢেকে আধ ঘণ্টার জন্য ফ্রিজে রাখুন। এরপর মিশ্রণ থেকে বড় চামচে করে নিয়ে হাতে চ্যাপ্টা করে চাপলি কাবাবের আকার দিন। কড়াইতে সাদা তেল গরম করে মাঝারি আঁচে একে একে কাবাব ভেজে নিন। দুই পিঠ সোনালি ও ভেতরটা রসালো হলে নামিয়ে নিন। লেবুর রস ছিটিয়ে, রিং করে কাটা পেঁয়াজের সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন।

২) লখনউয়ের রাজকীয় স্বাদ-কাকোরি কাবাব-

কাকোরি কাবাব মানেই নরম, মোলায়েম আর মুখে দিলেই গলে যাওয়া এক রাজকীয় স্বাদ। আওধি রান্নার ঐতিহ্য বহন করা এই কাবাব অতিথি আপ্যায়ন বা বিশেষ দিনের জন্য আদর্শ।

উপকরণ- মাটন কিমা - ৩-৪ কাপ, কাঁচা পেঁপে বাটা - ২ চা চামচ, ভাজা পেঁয়াজ বাটা - ২টি মাঝারি, বেসন (রোস্ট করা) - আধ কাপ, বড় এলাচ - ১টি, লবঙ্গ - ৪-৫টি, গোটা জিরে - ১ চা চামচ, দারচিনি গুঁড়ো - ১ চিমটি, জায়ফল - ১টি, জয়িত্রী - আধ চা চামচ, ডিম - ১টি, ঘি - প্রয়োজনমতো, নুন - স্বাদমতো।

প্রণালি--প্রথমে মাটনের কিমা ভালোভাবে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। এবার তাতে পেঁপে বাটা, ভাজা পেঁয়াজ বাটা, এলাচ, লবঙ্গ, জিরে, দারচিনি, জায়ফল, জয়িত্রী ও নুন দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিন। এই মিশ্রণটি ঢেকে ৩-৪ ঘণ্টা ফ্রিজে রেখে দিন, যাতে মশলার স্বাদ মাংসের ভেতরে ঢুকে যায়। নির্দিষ্ট সময় পরে মিশ্রণটি বের করে মিক্সার গ্রাইন্ডারে একেবারে মসৃণ পেস্ট বানান। এবার তাতে ডিম ও রোস্ট করা বেসন যোগ করে আবার ভালোভাবে মেশান। ফের কিছুক্ষণ ফ্রিজে রাখলে কাবাবের টেক্সচার আরও ভালো হবে। এরপর মিশ্রণ থেকে নিয়ে লম্বাটে কাবাবের আকার দিন এবং শিকে গেঁথে নিন। ওভেন, তন্দুর বা কাঠকয়লার আঁচে গ্রিল করুন। গ্রিল করার সময় উপর থেকে ঘি ব্রাশ করলে কাবাব আরও সুগন্ধি ও রসালো হবে। গরম গরম কাকোরি কাবাব ধনেপাতার চাটনি ও কাটা পেঁয়াজের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

রসনাতৃপ্তিতে একদম ঝক্কিহীন-এই ৫ স্ন্যাকসেই হোক আপনার সফরসঙ্গী

শীত মানেই পিকনিক। মাঘের রোদ, কুয়াশা-ছেঁড়া সকাল, খোলা মাঠে হাসি-ঠাট্টা আর একসঙ্গে বসে খাওয়ার আনন্দ-সব মিলিয়ে পিকনিক যেন শীতের সবচেয়ে বড় উসব। তবে পিকনিকের আনন্দ পুরোপুরি জমে তখনই, যখন খাবারের ঝামেলা কম আর স্বাদে

কোনও আপস নেই। কারণ বাইরে খোলা জায়গায় রান্না বা পরিবেশন করা সব সময় সহজ নয়। তাই পিকনিকের মেনু বাছার সময় দু’টি বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ-খাবার হতে হবে সহজে বহনযোগ্য এবং দীর্ঘক্ষণ পরেও যেন স্বাদ অটুট থাকে। ঝোল, সস বা অতিরিক্ত সাজসজ্জার ঝামেলা এড়িয়ে এমন কিছু স্ন্যাকস বেছে নিলেই পিকনিক হয়ে উঠবে নিশ্চিন্ত আর জমজমাট। শীতের পিকনিকে ঠিক এমনই ঝক্কিহীন কিন্তু মুখরোচক পাঁচটি স্ন্যাকসের খোঁজ রইল, যা পিকনিক স্পটেই নয়, পথচলতি ভ্রমণেও দেবে ভরপুর তৃপ্তি।

ভেজ কাটলেট স্যান্ডউইচ- পিকনিকের জলখাবারের তালিকায় ভেজ কাটলেট স্যান্ডউইচ যেন চিরকালের ফেভারিট। সেদ্ধ আলু, মটরশুঁটি আর সুগন্ধি মশলায় তৈরি মুচমুচে কাটলেট-এর স্বাদে কোনও দিনই ভাটা পড়ে না। পাউরুটির দু’টি স্লাইসের মাঝে সবুজ ধনে-পুদিনার চাটনি হালকা করে মেখে কাটলেট বসালেই তৈরি পারফেক্ট স্যান্ডউইচ। চাইলে সামান্য মাখন মাখানো রুটি ব্যবহার করলে শীতের আমেজ আরও বাড়ে। সবচেয়ে বড় সুবিধা, বাটার পেপার বা ফয়েলে মুড়ে নিলে এই স্যান্ডউইচ অনেকক্ষণ পর্যন্ত টাটকা থাকে। পেট ভরানো, খেতে সুবিধাজনক আর ছোট-বড় সবারই প্রিয়-পিকনিকের জন্য এর চেয়ে নিরাপদ অপশন আর কী হতে পারে!

পনির টিক্কা র‍্যাপ- পিকনিকে বসে একটু স্মোকি, গ্রিলের স্বাদ-এই চাহিদা মেটাতে পনির টিক্কা র‍্যাপ আদর্শ। দই, আদা-রসুন আর হালকা মশলায় মাখানো পনির গ্রিল করে নিলে তার স্বাদ এমনিতেই জমে ওঠে। সেটি নরম রুটি বা পরোটার উপর সাজিয়ে পেঁয়াজ কুচি আর পুদিনার চাটনি দিলে র‍্যাপ একেবারে জমে যায়। এখানে একটা ছোট টিপস-টমেটো ব্যবহার না করাই ভালো, কারণ তাতে র‍্যাপ ভিজে নরম হয়ে যেতে পারে। ফয়েলে মুড়ে নিলে বহন করাও সহজ, খাওয়ার সময়ও ঝামেলা নেই। পিকনিকের মাঠে বসে এই র‍্যাপের এক কাম।ই যেন রেস্তোরাঁর স্বাদ!মশালা কর্ন চাট- গল্প, আড্ডা আর হুল্লোড়ের মাঝখানে মুখরোচক কিছু দরকার হলে মশালা কর্ন চাটের জুড়ি নেই। সেদ্ধ ভুট্টা, একটু মাখন, লেবুর রস আর ঝাল-মশলার ছোঁয়ায় এই চাট একেবারে চটপটে। সবচেয়ে ভালো দিক হলো, এটি তৈরি করা যেমন সহজ, তেমনই বহন করাও সুবিধাজনক। ভুট্টার দানা ভালো করে জল ঝরিয়ে শুকনো করে প্যাক করলে চুঁইয়ে পড়ার ভয় থাকে না। ছোট কন্টেনারে ভরে নিলেই চামচ দিয়ে অনায়াসে খাওয়া যায়। ভারী খাবারের ফাঁকে হালকা কিন্তু স্বাদে ভরপুর-পিকনিকের জন্য একদম পারফেক্ট স্ন্যাকস।

থেপলা রোল- ভ্রমণপিপাসু বাঙালির ঝুলিতে মেথি থেপলা মানেই ভরসার নাম। আটা আর মেথির স্বাদে তৈরি এই গুজরাটি পদ দীর্ঘ সময় ভালো থাকে, তাই পিকনিক বা ট্রাভেলের জন্য দারুণ উপযোগী। থেপলার ভিতরে যদি শুকনো আলুর তরকারি বা ভাজা সবজি দিয়ে রোল বানিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে সেটি আরও পেটভরানো হয়ে ওঠে। ঝোল বা চাটনির প্রয়োজন নেই, তবু স্বাদে কোনও ঘাটতি নেই। টিস্যু পেপার বা বাটার পেপারে মুড়ে নিলে থেপলা নরম থাকে, ভেঙে যাওয়ারও ভয় নেই। যারা একটু ঘরোয়া স্বাদ পছন্দ করেন, তাদের জন্য এটি আদর্শ পিকনিক সঙ্গী।

কলা-আখরোটের মাফিন-পিকনিক মানেই শুধু নোনতা নয়, শেষে একটু মিষ্টিমুখ তো চাই-হড় আর সেই জায়গায় বা।তিতে বানানো কলা-আখরোটের মাফিন অনবদ্য। এটি বহন করা সহজ, গলে যাওয়ার ভয় নেই, আবার ভেঙেও যায় না। কলার প্রাকৃতিক মিষ্টতা আর আখরোটের হালকা ক।ম।ে স্বাদ মাফিনকে করে তোলে একেবারে আলাদা। চা বা কফির সঙ্গে এই মাফিনের এক কাম। মানেই মন ভালো করে দেওয়ার মতো মুহূর্ত। বাচ্চা থেকে ব।-সবার কাছেই এটি সমান জনপ্রিয়। আসলে পিকনিক মানে শুধু খাওয়াদাওয়া নয়, একসঙ্গে সময় কাটানো, হাসি ভাগ করে নেওয়া আর স্মৃতি তৈরি করা। আর সেই আনঃদ তখনই দ্বিগুণ হয়, যখন খাবার নিয়ে অতিরিক্ত ঝামেলা করতে হয় না। তাই এবারের শীতের পিকনিকে ভারী আয়োজনের বদলে বেছে নিন এই সহজ, ঝক্কিহীন কিন্তু স্বাদে ভরপুর পাঁচ স্ন্যাকস। হুল্লো। হোক ষোলো আনা, রসনাতৃপ্তিও থাকুক একশো শতাংশ-এই হোক আপনার পিকনিক মন্ত্র।

‘সাহস থাকলে কিয়েভে এসে কথা বলুন’-পুতিনকে কড়া বার্তা জেলেনস্কির

কিয়েভ, ৩১ ফেব্রুয়ারি ঃ চার বছর ধরে চলা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ কি অবশেষে থামতে চলেছে-এমনই জল্পনা শুরু হয়েছিল আন্তর্জাতিক মহলে। মধ্যস্থতাকারী দেশগুলির তপরতা, ধারাবাহিক বৈঠক আর কূটনৈতিক ভাষায় নরম সুর-সব মিলিয়ে মনে করা হচ্ছিল, হয়তো যুদ্ধবিরতির পথ খুলছে। কিন্তু সেই আশার উপর কার্যত জল ঢেলে দিলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। রাশিয়ার তরফে মস্কোয় এসে আলোচনায় বসার যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তা ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, উল্টে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে প্রকাশ্যেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন-সাহস থাকলে কিয়েভে আসুন। এই মন্তব্যের পর নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে। বিশেষজ্ঞদের একাংশ যেখানে মনে করছিলেন, দীর্ঘ যুদ্ধের পর হয়তো দুই দেশই আপসের পথে হাঁটতে বাধ্য হবে, সেখানে জেলেনস্কির এই অবস্থান স্পষ্ট করে দিল-ইউক্রেন কোনও চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে রাজি নয়। শান্তি আলোচনা চললেও অবস্থান অনড়। গত সপ্তাহে ওয়াশিংটনের মধ্যস্থতায় আবুধাবিতে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে শান্তি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বৈঠকের পর থেকেই কূটনৈতিক মহলে কানাঘুষো শুরু হয়-দুই দেশই নাকি নিজেদের অবস্থান কিছুটা নরম করেছে। আলোচনা টেবিলে যুদ্ধবিরতি, মানবিক করিডর, বঃিদ বিনিময় এবং ভবিষ্য নিরাপত্তা কাঠামো নিয়ে কথা হয়েছে বলেও জানা যায়। রবিবার দ্বিতীয় দফার আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। তবে এই আলোচনার মধ্যেও যে দুই দেশের অবস্থানের ফারাক এখনও অনেকটা, তা স্পষ্ট। রাশিয়া যেখানে নিরাপত্তা ও ভূখণ্ড সংক্রান্ত নিজেদের দাবিতে অন।, ইউক্রেন সেখানে সার্বভৌমত্ব এবং নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও আপস করতে নারাজ। এই টানাপো।নের মধ্যেই পুতিন জেলেনস্কিকে মস্কোয় এসে সরাসরি আলোচনায় বসার আমন্ত্রণ জানান। রুশ প্রেসিডেন্টের বার্তা ছিল সংক্ষিপ্ত কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ-আসুন, একসঙ্গে বসে আলোচনা করা যাক। অনেকেই ভেবেছিলেন, এই আমন্ত্রণ হয়তো বরফ গলানোর প্রথম ধাপ। কিন্তু জেলেনস্কির প্রতিক্রিয়া ছিল একেবারেই ভিন্ন। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, মস্কোয় গিয়ে পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে বসা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। উল্টে তিনি বলেন, আমি প্রকাশ্যে ওঁকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। যদি সত্যিই শান্তি চান, তবে সাহস থাকলে কিয়েভে আসুন। এই মন্তব্য শুধু কূটনৈতিক বার্তা নয়, বরং রাজনৈতিকভাবে এক তীব্র চ্যালেঞ্জ বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। জেলেনস্কি আগেও জানিয়েছিলেন, তিনি শান্তি আলোচনার জন্য প্রস্তুত। প্রয়োজনে পুতিন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-দু’জনের সঙ্গেই আলোচনায় বসতে পারেন তিনি। কিন্তু সেই আলোচনা ইউক্রেন বা নিরপেক্ষ কোনও জায়গায় হতে হবে, রাশিয়ার মাটিতে নয়। ২০২২ সাল থেকে শুরু হওয়া রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ মাঝে মাঝে কিছুটা থমকালেও, তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে কার্যত অবিরাম সংঘর্ষ চলছেই। আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর দাবি করেছিলেন, এই যুদ্ধ তিনি থামিয়ে দেবেন। সেই লক্ষ্যেই একাধিকবার কূটনৈতিক উদ্যোগ এবং আলোচনা হয়েছে। সম্প্রতি হোয়াইট হাউসে এক ক্যাবিনেট বৈঠকে ট্রাম্প দাবি করেন, ইউক্রেনের প্রচণ্ড শীত ও সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের কথা মাথায় রেখে তিনি নাকি পুতিনকে যুদ্ধবিরতিতে রাজি করিয়েছেন। সেই ঘোষণার পরেই মস্কোর তরফে জেলেনস্কিকে আলোচনার আমন্ত্রণ জানানো হয় বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র যে একেবারেই আলাদা, তা অভিযোগ করে জানালেন জেলেনস্কি নিজেই। ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতির দাবির কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বৃহস্পতিবার রাতে ফের কিয়েভে হামলা চালানোর অভিযোগ তোলে ইউক্রেন। জেলেনস্কির দাবি, রাশিয়া একটি ব্যালেস্টিক মিসাইল এবং অন্তত ১১১টি ড্রোন ব্যবহার করে আক্রমণ চালিয়েছে। এই হামলায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দেন-রাশিয়া যদি হামলা বন্ধ না করে, তা হলে আমরাও থামব না। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, শান্তির কথা বলা হলেও বাস্তবে যদি আক্রমণ চলতেই থাকে, তবে ইউক্রেনও প্রতিরোধ চালিয়ে যাবে। একদিকে শান্তি আলোচনার প্রস্তুতি, অন্যদিকে পাল্টা হামলা ও কড়া রাজনৈতিক বার্তা-এই দুইয়ের সংঘাতে ফের প্রশ্ন উঠছে, আদৌ কি যুদ্ধবিরতির পথে এগোচ্ছে পরিস্থিতি?

১২ ফেব্রুয়ারির ভোট ঘিরে বাংলাদেশে নাশকতার আশঙ্কা, কড়া সতর্কতা জারি আমেরিকার

ঢাকা, ৩০ ফেব্রুয়ারিঃ আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। অনুষ্ঠিত হতে চলেছে দেশের ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। কিন্তু ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই ঘনীভূত হচ্ছে অশান্তির আশঙ্কা। প্রশ্ন উঠছে-ভোট কি আদৌ শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন করা যাবে, না কি ফের অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠবে ঢাকা ও অন্যান্য শহরের রাজপথ? এই উত্তপ্ত আবহেই বাংলাদেশে অবস্থানরত

আমেরিকান নাগরিকদের জন্য জরুরি নিরাপত্তা সতর্কতা জারি করল ঢাকার মার্কিন দূতাবাস। শুক্রবার দুপুরে প্রকাশিত এই সতর্কবার্তায় স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশে কোনও রাজনৈতিক দল শান্তিপূর্ণ সমাবেশের ডাক দিলেও পরিস্থিতি যে কোনও মুহূর্তে হিংসাত্মক হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে নির্বাচনী জনসভা, ভোটকেন্দ্র এবং ধর্মীয় স্থান-গির্জা, মন্দির ও মসজিদকে সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সতর্কবার্তায় মৌলবাদী হামলার আশঙ্কার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, যা পরিস্থিতিকে আরও উদ্বেগজনক করে তুলেছে। নির্বাচনী প্রচার শুরু হওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে অস্থিরতার ছবি সামনে আসতে শুরু করেছে। সংবাদমাধ্যম ‘ ট্রিবিউন’-এর প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, গত এক সপ্তাহেই অন্তত পাঁচটি জেলায় রাজনৈতিক সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ২৪ জনের বেশি মানুষ। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা প্রাণনাশের হুমকি পাচ্ছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয়, একাধিক জায়গায় ভোটকেন্দ্রের সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙচুর এবং মাইক নষ্ট করার ঘটনাও সামনে এসেছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে প্রশাসনের তরফে বারবার আশ্বাস দেওয়া হলেও বাস্তব চিত্র যে আলাদা, তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে রাজপথের উত্তাপে। বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামি ও বিএনপি-র কর্মীদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষে ঢাকার একাধিক এলাকা কার্যত অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যেও বা।ছে আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা। এই প্রেক্ষাপটেই ঢাকার মার্কিন দূতাবাস তাদের নাগরিকদের জন্য বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে। দূতাবাসের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রাজনৈতিক সমাবেশ বা জনজমায়েত এ।িয়ে চলাই নিরাপদ। এমনকি শান্তিপূর্ণ বলে ঘোষিত কর্মসূচিও হঠাৎ হিংসাত্মক হয়ে উঠতে পারে। ভোটকেঃেদ্রর আশপাশে বা ধর্মীয় স্থানে উপস্থিত থাকাও ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে দূতাবাস তাদের কার্যক্রমেও রদবদল এনেছে। জানানো হয়েছে, ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি অনসাইট পরিষেবার অধিকাংশই বন্ধ থাকবে। শুধুমাত্র জরুরি পরিষেবা সীমিত পরিসরে চালু রাখা হবে। ভোটের আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দিতে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারও একাধিক কড়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঘোষণা করা হয়েছে, ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে মোটরবাইক চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে। পাশাপাশি ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি সব ধরনের যানবাহন চলাচলেও বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে। প্রশাসনের দাবি, এই সিদ্ধান্ত ভোটের দিন নাশকতা ও বিশৃঙ্খলা ঠেকানোর জন্যই নেওয়া হয়েছে। তবে বিরোধীদের একাংশের অভিযোগ, এই বিধিনিষেধ সাধারণ মানুষের চলাচলে সমস্যা তৈরি করবে এবং ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াকে আরও জটিল করে তুলতে পারে। ফলে উত্তেজনা কমার বদলে তা আরও বা।তে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের সামনে এক ব। পরীক্ষা। তাদের অধীনেই হওয়ার কথা অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট। কিন্তু আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বারবার। ২০২৪ সালের অগস্ট থেকে একের পর এক অশান্তির ঘটনায় প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগ সামনে এসেছে বলে বিরোধীদের দাবি। এখন প্রশ্ন একটাই-এই পরিস্থিতিতে আদৌ কি শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব? নাকি হিংসা, ভয় আর অনিশ্চয়তার ছায়ায় ঢেকে যাবে গণতন্ত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া? ভোটের আগে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ক্রমশ বা।ছে। অনেকেই প্রকাশ্যে বলতে শুরু করেছেন, নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে ভোটকেন্দ্রে যাওয়াই ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। আন্তর্জাতিক মহলও পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রাখছে। আমেরিকার মতো প্রভাবশালী দেশের এমন সতর্কবার্তা নিঃসঃেদহে বাংলাদেশের নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে তুলেছে। ১২ ফেব্রুয়ারির ভোট শুধু ক্ষমতার পালাবদলের প্রশ্ন নয়, এটি বাংলাদেশের গণতন্ত্রের বিশ্বাসযোগ্যতারও পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় দেশ কতটা সফল হবে, তা নির্ভর করছে আগামী কয়েক দিনের পরিস্থিতি এবং প্রশাসনের কার্যকর পদক্ষেপের উপরই। কিন্তু আপাতত আতঙ্কের মেঘ কাটছে না-বরং সময় যত গড়াচ্ছে, উকণ্ঠা ততই বাড়ছে।

উত্তর-পূর্ব রেলেস্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচি

গোরখপুর, ৩১ জানুয়ারিঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের মহাপ্রবন্ধক শ্রী উদয় বরওয়াঙ্করের প্রধান অতিথিত্বে ললিত নারায়ণ মিশ্র রেলওয়ে হাসপাতাল, গোরখপুরের তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচির আওতায় হেলদি লাইফ-হ্যাপি লাইফ বিষয়ক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন ৩১ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে রেলওয়ে প্রেক্ষাগৃহ, গোরখপুরে করা হয়। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের মহাপ্রবন্ধক শ্রী উদয় বরওয়াঙ্কর প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে। এই উপলক্ষে দিল্লির বাত্রা হাসপাতালের খ্যাতনামা কার্ডিওলজিস্ট ডা. সঞ্জীব শর্মা, বিভিন্ন বিভাগের প্রধান, চিকিৎসক, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মহাপ্রবন্ধক শ্রী বরওয়াঙ্কর বলেন, আমাদের প্রতিদিনের শুরুটা ইতিবাচকভাবে করা উচিত। সবাই যেন সবসময় খুশি থাকে এবং ইতিবাচক চিন্তাভাবনা বজায় রাখে-এতে জীবনে সুখ আসে। সব কাজ আনন্দের সঙ্গে করা ও তা উদযাপন করা উচিত। মনে নানা ধরনের চিন্তা আসে, সেগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন। আনন্দএকটি প্রাকৃতিক উপহার,

সেটিকে মানুষের ধরে রাখা উচিত। নতুন প্রজন্মকে আনন্দিত ও প্রফুল্ল থাকতে হবে এবং তা বজায় রাখতে হবে।হেলদি লাইফ-হ্যাপি লাইফ বিষয়ে তিনি আরও বলেন, আমাদের একটি সুস্থ জীবনধারা গ্রহণ করা উচিত। শরীরে লবণ, চিনি ও খাদ্যাভ্যাসের সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। এর আগে দিল্লির বাত্রা হাসপাতালের কার্ডিওলজিস্ট ডা. সঞ্জীব শর্মা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে হেলদি লাইফ-হ্যাপি লাইফ বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেন। তিনি উচ্চ রক্তচাপ, হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, হৃদরোগের মতো প্রধান রোগসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাশাপাশি শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়েও কথা বলেন এবং জানান যে, দৈনন্দিন জীবনে সামান্য পরিবর্তন এনে জীবনকে আরও সুখী করা সম্ভব। নিয়মিত ব্যায়াম করা উচিত এবং জাঙ্ক ফুড, ফাস্ট ফুড ও অতিরিক্ত তেল-ঘিযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলা প্রয়োজন। এসব খাবার হজমে ভারী এবং প্রায়ই অ্যাসিডিটি, স্থূলতা ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সবশেষে প্রধান মুখ্য চিকিৎসা পরিচালক ডা. মো. এ. এ. খান ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, ইতিবাচক পরিবর্তনই আমাদের জীবনধারায় প্রকৃত পরিবর্তন আনতে পারে। স্বাস্থ্য রক্ষা করুন এবং জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনুন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন উপ-মুখ্য চিকিৎসা পরিচালক ডা. স্নেহলতা সিং।

মুনিরকে এত ক্ষমতা কেন? রাষ্ট্রপুঞ্জে পাকিস্তানকে কাঠগড়ায় তুলল ভারত

ইসলামাবাদ, ৩১ জানুয়ারি ঃ পাকিস্তানে সংবিধান সংশোধন করে সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের হাতে নজিরবিহীন ক্ষমতা তুলে দেওয়ার বিষয়টি এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে জোরালো ভাবে তুলল ভারত। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের ওপেন ডিবেটে সরাসরি পাকিস্তানকে নিশানা করে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পর্বতানেনি হরিশ এই পদক্ষেপকে ‘ অভ্যুত্থান’ বলে আখ্যা দেন। তাঁর কড়া মন্তব্যে স্পষ্ট বার্তা-পাকিস্তানে গণতন্ত্রের আ।।লে সামরিক শাসনকে আইনি বৈধতা দেওয়া হচ্ছে, যা শুধু দেশের ভিতরেই নয়, আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্যও বিপজ্জনক। হরিশের বক্তব্য অনুযায়ী, যে ভাবে পাকিস্তান সরকার সংবিধানে সংশোধন এনে সেনাবাহিনীর সর্বময় ক্ষমতা এক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত করেছে, তা আইনের শাসন ও গণতান্ত্রিক কাঠামোর পরিপন্থী। তিনি বলেন, সংবিধানে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে পাকিস্তানের উচিত আত্মদর্শন করা। কী ভাবে একটি দেশের সংবিধান সংশোধন করে একজন সামরিক কর্মকর্তাকে আজীবন রক্ষাকবচ দেওয়া হয়, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অত্যন্ত জরুরি। গত বছরের নভেম্বরে পাকিস্তানে সংবিধানের ২৭তম সংশোধন আনে শেহবাজ. শরিফের সরকার। এই সংশোধনের মাধ্যমে কার্যত সেনাবাহিনীর কর্তৃত্বকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর মাত্র এক মাসের মধ্যেই নতুন একটি পদ সৃষ্টি করে আসিম মুনিরকে ‘ অফ ডিফেন্স ফোর্সেস’ (সিডিএফ) ঘোষণা করা হয়। এই পদে বসে তিনি আগামী পাঁচ বছর দেশের স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বায়ুসেনা-তিন বাহিনীরই সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সবচেয়ে তাৎৎপর্যপূর্ণ বিষয়, পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্র ব্যবস্থাপনার পূর্ণ দায়িত্বও একক ভাবে মুনিরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি সেনাবাহিনীর কাজকর্মে বেসামরিক সরকারের নজরদারি কার্যত শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা হয়েছে। এমনকি দেশের প্রেসিডেন্টের মতোই সিডিএফ পদাধিকারীকেও আজীবন আইনি রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে। এই সব মিলিয়ে পাকিস্তানে এমন এক ক্ষমতার কাঠামো তৈরি হয়েছে।

CHANGE OF NAME

I, Kartick Ghosh S/o Shakti Ghosh residing at Biprapur, Ilahipur, Dist. Hooghly, Pin-712707, West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my father's actual name Shakti Ghosh instead of Shaktidhar Ghosh, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore dated on 27/01/2026. Shaktidhar Ghosh and Shakti Ghosh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MANJURA BIBI (old name) C/O - ALAHAMADU residing at VILL-MAHISHBATHAN GAJIPARA PO - RAHAMATPUR PS - KARIMPUR DIST - NADIA PIN-741165. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MANJURA BIBI (old name) to MANJURA SK (new name) and henceforth, I shall be Known as MANJURA SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 31/01/2026. MANJURA SK (new name) & MANJURA BIBI (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Riyaj Hossain Ansari S/o-Md Jhulan Ansari, Resident at, Vill & Po-Talibpur, Ps-Bharatpur, Murshidabad, West Bengal,742402. Do hereby declare that changed my, Father's name Md Asraftullah Ansari & Jhulan Ansari (Old Name) to Md Jhulan Ansari (New name) Md Asraftullah Ansari recorded in 2002 voter List. That my father's actual name is Md Jhulan Ansari (New name) I shall be known as Md Jhulan Ansari vide affidavit before the Notry at Kandi on 30/01/2026 Md Jhulan Ansari & Md Asraftullah Ansari & Jhulan Ansari same and one identical person

CHANGE OF NAME

I, Hajera Bibi, (Old name) W/o-Md Abdul Wazed, Resident at, Vill-Sarulia Gatepara, Po-Barua, Ps-Beldanga, Dist-Murshidabad, 742189, West Bengal, I have changed my name Hajera Bibi to Mosah Sahanaj Bibi (New name) I shall be known as Mosah Sahanaj Bibi vied affidavit before the Notry at Berhampore on 27/01/2026 Hajera Bibi & Mosah Sahanaj Bibi same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, ARABINDU BARAI S/o Lt. Asit Barai residing at Vill. Chandpara Fulsara Dhakapara, PO-Chandpara, PS-Gaighata, Dist-North 24 Parganas, Pin-713408 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my & my father's actual name ARABINDU BARAI S/o Lt. Asit Barai instead of Arabindu Barai S/o Asit Barai alias Arabindu Asit Barai S/o Late Asit Barai alias Arabindu Barui S/o Late Asit Barui vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas dated on 29/01/2026. ARABINDU BARAI S/o Lt. Asit Barai, Arabindu Barai S/o Asit Barai, Arabindu Asit Barai S/o Late Asit Barai, Arabindu Barui S/o Late Asit Barui all are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Alamgir Mondal S/o Atiar Mondal residing at Vill. Saile, PO & PS-Gopalnagar, Dist-North 24 Parganas, Pin-743262 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name Alamgir Mondal instead of Alamgir Hossain Mondal, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas dated on 21/01/2026. Alamgir Mondal and Alamgir Hossain Mondal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, CHABI MIDDYA W/o Zahir Mallik residing at Champa Danga, Dist. Hooghly-712401, West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name Chabi Middya instead of Chabi Begum, and my Husband's actual name Zahir Mallik instead of Zahir Mallick which is wrongly recorded in my son Waris Mallik's birth certificate (Reg No. B-2017:19-03880-000657 Dt. 18/08/2017) vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore dated on 29/01/2026. Chabi Begum W/o Zahir Mallick and CHABI MIDDYA W/o Zahir Mallik all are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I,Bijandra Pradhan S/O Narayan Pradhan Residing at Park Location,M.V. Road,Kurseong,Dist-Darjeeling,Pin-734203.Wb. Have changed my name and shall henceforth be known as Bijendra Pradhan as declared before the first class judicial magistrate at Alipore court.date-29.01.2026.Affidavit no 7480.That Bijandra Pradhan and Bijendra Pradhan both are the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Amit Hemram S/o Sukal Hemram Residing at Vill-Mahala, P.O.-Nazirpur, P.S-Balurghat, Dist-Dakshin Dinajpur, Pin-733133, West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name Amit Hemram instead of Ashit Hembram and my father's actual name Sukal Hemram instead of Sukal Hembram, which is recorded in my Voter Card vide No.UNZ2108082 as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Balurghat, Dakshin Dinajpur Dated 28-01-2026. Ashit Hembram S/o Sukal Hembram and Amit Hemram S/o Sukal Hemram all are same person.

CHANGE OF NAME

I, LALTU PIYADA S/o Aynal Haque Piyada residing at Bankra Piyadapara, P.S. Domjur, Dist. Howrah-711403, West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name Laltu Piyada instead of Anwar Ali Piyada, which is wrongly recorded in my daughter Selama Khatoon's birth certificate (Reg No. B.G.P-III/B-106/2000 dt. 16/05/2000) vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore dated on 29/01/2026. Anwar Ali Piyada and Laltu Piyada both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I Sk Nur Islam (old name) S/O Osman Sk resident of Vill & Po Gopinathpur, Ps Beldanga, DIst Murshidabad, West Bengal Pin 742134 do hereby declared that I have changed my name from Sk Nur Islam to Nur Islam and henceforth I shall be known as Nur Islam (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore Court on 30/01/2026.My name Nur Islam & Sk Nur Islam both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, DELUAR HOSSEN SHAIKH (old name) S/O - KITAB ALI SHAIKH residing at VILL-PATPUKUR PO - DIGHA PS - NAKASHIPARA DIST - NADIA PIN -741154. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from DELUAR HOSSEN SHAIKH (old name) to DELUAR HOSSAIN SHAIKH (new name) and henceforth, I shall be Known as DELUAR HOSSAIN SHAIKH (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 31/01/2026. DELUAR HOSSAIN SHAIKH (new name) & DELUAR HOSSEN SHAIKH (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MD MEHEDI HASSAN (old name) S/O - FARUK HOSSAIN residing at VILL-ASALPUR PO - SAHI SHERPUR PS - KHARGRAM DIST - MURSHIDABAD PIN-742159. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MD MEHEDI HASSAN (old name) to MEHEDI HASSAN (new name) and henceforth, I shall be Known as MEHEDI HASSAN (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 29/01/2026. MEHEDI HASSAN (new name) & MD MEHEDI HASSAN (old name) both name are same and one identical person.

মিমের পর আরও তিন নতুন বন্ধু! ক্রমশ শক্তি বাড়ছে হুমায়ুনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৩১ জানুয়ারি ঃ বিধানসভা ভোটের আগে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ। হুমায়ুন কবিরের জনতা উন্নয়ন পার্টির সঙ্গে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জোট বাঁধছে মিম। শুক্রবার রেজিনগর মরাদীঘির মাঠে নিজেই সেকথা জানিয়ে গেলেন মিমের রাজ্য সম্পাদক ইমরান সোলাঙ্কি। এদিন শনিবার এই মাঠেই হুমায়ুন কবিরের মহা সম্মেলনে মঞ্চে থাকবেন সোলঙ্কি- সহ মিমের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্তত ৩ নেতা। বেলা সাড়ে ১২ টায় জনসভা করবেন হুমায়ুন। প্রথমে ঘোষণা করা হয়েছিল এই সভা হবে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। একাধিকবার সেখানে ভিজিট করেও শেষ পর্যন্ত সেনার অনুমতি যোগাড় করতে পারেননি ভরতপুরের সাসপেন্ডেড তৃণমূল বিধাযক এবং পরবর্তী সময় জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবির। তাই আজকের সমাবেশে ব্রিগেডের সমতুল্য জন সমাগমের দাবি করেছেন তিনি। সাক্ষাৎকারে হুমায়ুনের দাবি, ব্রিগেডে সভা না হওয়ায় আখেরে শাপে বর হয়েছে। কারণ বীরভূম, মালদা, বর্ধমান-সহ যেসমস্ত জেলা থেকে কর্মী সমর্থকরা সভায় আসবেন তাদের কলকাতা যেতেই বরং বেশি অসুবিধা হত। রাজ্যের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে আজ এক নতুন সমীকরণ তৈরি হতে চলেছে। যেখানে অতীতে কোনওদিন কোনও সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করা দুটি দল আজ প্রকাশ্যে নিজেদের মধ্যে জোট বার্তা দেবে। সূত্রের খবর, আজকের সভার পর আগামী সপ্তাহে বা তার পরের সপ্তাহে হায়দ্রাবাদে গিয়ে আসাদউদ্দিন ওআইসির সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করে আনুষ্ঠানিক ভাবে জোটের ঘোষণা করতে পারেন হুমায়ুন কবির। পাশাপাশি ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট নেতা নওশাদ সিদ্দিকী এবং আব্বাস সিদ্দিকীর সঙ্গে জোটের ব্যাপারে ইতিবাচক কথা এগোচ্ছে। সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের সঙ্গে সম্প্রতি নিউটাউনের এক হোটেলে জোটের ব্যাপারে প্রাথমিক কথা হয়েছে। তাহলে কি এবার চার ভাইজানের জোট? হুমায়ুন, ওয়াইসি, সেলিম, নওশাদ। এই জল্পনা তুঙ্গে রাজনৈতিক মহলে।

উল্লেখ্য, ব্যাকফুটে চলে যাওয়াকে অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছেন জনতা উন্নয়ন পার্টি-র চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবির। বাবরি মসজিদের শিলান্যাস, ৬ ডিসেম্বর। চাইলেন সৌদি আরবের ধর্মগুরু। আসলে পেয়েছিলেন পাঁশকুড়ার দুই ইমামকে। ২২ ডিসেম্বর। জনতা উন্নয়ন পার্টির জন্ম হল বেলডাঙার মাঠে। বালিগঞ্জ বিধানসভা আসনে প্রার্থী করলেন নিশা চ্যাটার্জিকে। আবার ঠকলেন। নিশার সোশ্যাল মিডিয়ায় মদ্যপান থেকে অঙ্গভঙ্গি। তৃণমূলের স্থানীয় এক নেতাকে দোষারোপ করে খারিজ করলেন নিশার প্রার্থীপদ। ১৩ ডিসেম্বর। ঘোষণা করলেন হায়দ্রাবাদ থেকে নিয়ে আসছেন তাগড়াই ৮ বাউন্সার। আসলে কেউ তাকে ঠকিয়ে গছিয়ে দিয়েছিল কাঁচারাপাড়ার লোকাল বাউন্সার। হুমায়ুন বলেছিলেন হেলিকপ্টার ভাড়া নেবেন ১ বছরের জন্য। গাড়ি বুলেট প্রুফ নয়। সড়কপথে যাতায়াত করলে তার প্রাণের ঝুঁকি থাকছে। কোথায় সেই হেলিকপ্টার? এখনও যাতায়াত করছেন নিজের ওই বিধায়ক স্টিকার লাগানো গাড়িতেই। ১৮ জানুয়ারি ২০২৬। এবার হুমায়ুন কবির ব্রিগেড সমাবেশ নিয়ে ব্যাকফুটে চলে গেলেন। কোথায় ব্রিগেড আর কোথায় বেলডাঙার ওই মার্বেলের দোকানের পাশের মেঠো ধান জমি? হুমায়ুন মানেই কি বড় বড় ডায়লগ আর অল্প অল্প ব্যাকফুট? ইতিমধ্যেই জোর চর্চা রাজনৈতিক মহলে। ৩১ জানুযারি শনিবার বেলডাঙার ওই মাঠেই আরেকটি জনসভা। এবারও সেই ১০ লাখি গল্প। আগেরবার মেরেকেটে হাজার ২৫ লোক হয়েছিল বলে মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর। এবার কত লোক শেষ পর্যন্ত টানতে পারবেন হুমায়ুন? সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার অভিযোগে বুদবুদে গ্যাস পাইপলাইন কাজ ঘিরে বিক্ষোভ, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ৩১ জানুয়ারি ঃ ক্ষতিপূরণ না দিয়ে জোরপূর্বক গ্রামের ভিতর দিয়ে গ্যাস পাইপলাইন বসানোর অভিযোগ ঘিরে পশ্চিম বর্ধমান জেলার বুদবুদের খান্ডারীডাঙা আদিবাসী গ্রামে শনিবার তীব্র উত্তেজনা ছড়ায। পাইপ বসানোর ড্রিলিংয়ের ফলে বাড়িতে ফাটল ও মাটি ধসের আশঙ্কার অভিযোগ তুলে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। কেন্দ্র সরকারের উর্জাগঙ্গা প্রকল্পের আওতায় বাড়ি-বাড়ি প্রাকৃতিক গ্যাস পৌঁছে দিতে পানাগড় গ্রিড থেকে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ হয়ে গ্যাস পাইপলাইন বসানোর কাজ চলছে। অধিকাংশ এলাকায় কাজ শেষের মুখে থাকলেও, বুদবুদ থানার খান্ডারীডাঙা আদিবাসী পাড়ায় গ্রামবাসীদের আপত্তিতে গত ২০২৪ সাল থেকেই কয়েকশো মিটার কাজ থমকে রয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, গ্রামের ভিতর বড় পাইপ বসানোর সময় ড্রিলিংয়ের ফলে একাধিক মাটির বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে, কোথাও মাটি বসে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। এতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন আদিবাসী পরিবারগুলি। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর সম্প্রতি ফের কাজ শুরু হলে শনিবার গ্রামবাসীরা তা আটকে দেন এবং গ্রাম বাইপাস দিয়ে পাইপলাইন নেওয়ার দাবি জানান। গ্রামবাসী চন্দন মুর্মু বলেন, রাস্তা সম্প্রসারণের সময় আমরা নিজের জমি দিয়েছি। এখন আবার বসত ও চাষের জমির উপর দিয়ে জোর করে গ্যাস পাইপ নিতে চাইছে। আগেও ড্রিলিংয়ে বাড়িতে ফাটল ধরেছিল। আমাদের কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। তাই আমরা কাজ বন্ধ করেছি। স্থানীয়দের প্রশ্ন, নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ না দিয়ে কীভাবে আদিবাসী জমির উপর দিয়ে এই কাজ করা হচ্ছে। জানা গেছে, অনুমতির জন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রায়ত্ত গ্যাস সংস্থা স্থানীয় কোটা গ্রাম পঞ্চাযেতে রেভিনিউ বাবদ প্রায় ১১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা জমা দিয়েছে। কোটা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শেখ আলাউদ্দিন জানান, গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা চলছে। এপিসিএল সংস্থার প্রতিনিধি রাজীব কুমার বলেন, গ্রামের ভিতর অনেকটাই মাটির নিচে পাইপ বসানো হবে। এতে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। তবুও কেন কাজ বন্ধ হয়েছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা রয়েছে।

চলন্ত বাসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, কোনওক্রমে প্রাণ বাঁচালেন যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর, ৩১ জানুয়ারি ঃ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে গেল একটি বেসরকারি বাস। কোনওক্রমে রক্ষা পেলেন বাসে থাকা প্রায় ৩০ -৪০ জন যাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাত প্রায় দশটা নাগাদ মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার অন্তর্গত গজনীপুর মোড়ের কাছে। বাসে আগুন লাগার খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় বাসটি। দাউ দাউ করে বাসটিকে জ্বলতে দেখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা বালতি করে জল নিয়ে এসে বাসে ঢেলে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও তাতে কোনও কাজ হয়নি। আগুনের তীব্রতায় সকলের চোখের সামনে পুড়ে সম্পূর্ণ ছাই হয়ে যায় বাসটি। এই ঘটনায় বহরমপুর-আমতলা রাজ্য সড়কে দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়। পরে পুড়ে যাওয়া বাসটিকে রাস্তা থেকে সরিয়ে পুলিশ যানজট নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ‘শেরশাহ’ নামে বেসরকারি ওই বাসটি দীর্ঘ বহু বছর ধরে বহরমপুর থেকে ছেড়ে হরিহরপাড়া- নওদা হয়ে কলকাতায় যাত্রীদেরকে নিয়ে যায়। রাতের বেলা বহরমপুর থেকে ছেড়ে ভোরবেলা কলকাতায় পৌঁছানো যায় বলে বহুযাত্রী ট্রেনের টিকিট না পেলে আগে থেকে এই বাসের টিকিট কেটে রাখেন। শুক্রবার রাত ন’টা নাগাদ বাসটি বহরমপুর থেকে ছেড়ে রাজ্য সড়ক ধরে যখন হরিহরপাড়া দিকে যাচ্ছিল সেই সময় গজনীপুর মোড়ের কাছে হঠাৎ করেই বাসটি বন্ধ হয়ে যায়। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বাসটি বন্ধ হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই পেছনের অংশ থেকে গল গল করে ধোঁয়া বার হতে শুরু করে। বাসের চালক দ্রুত বাসে থাকা সমস্ত যাত্রীকে নেমে যেতে বলেন। সব যাত্রী নেমে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁদের চোখের সামনে বাসের পেছনের অংশ থেকে দাও দাও করে আগুন বার হতে থাকে। এরপর গোটা বাসে তা ছড়িয়ে পড়ে। সূত্রের খবর, বাসের যাত্রীরা নেমে যেতে পারলেও কয়েকজন তাড়াহুড়োতে নিজেদের জিনিস বাস থেকে নামাতে পারেননি। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সেই সব পুড়ে গেছে। রাকিবুল হক নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, বাসে আগুন লাগার ঘটনার খবর পাওয়ার পর আমরা সকলে এলাকায় ছুটে গিয়েছিলাম। কয়েকজন যাত্রী আমাদেরকে জানিয়েছেন তারা বাসের পেছনের অংশ থেকে প্রথমে আগুন দেখতে পান। সম্ভবত ‘শর্ট সার্কিট’ থেকে বাসে আগুন লেগে গিয়েছিল। তবে বাসে থাকা সকলেই সময় মত নেমে পড়ায় কেউ হতাহত হননি।

বিস্ফোরক নাকি গুপ্তযন্ত্র? এলাকায় লাইটযুক্ত অজানা বস্তু ঘিরে আতঙ্ক শান্তিপুরে

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৩১ জানুয়ারি ঃ শনিবার সকালে শান্তিপুর থানার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের মানিকনগর পাড়া এলাকায় হঠাৎই একটি অজানা যন্ত্রাংশকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়! স্থানীয়দের দাবি, যন্ত্রাংশটিতে

রংবেরঙের আলো টিপটিপ করে জ্বলছিল, ফলে আতঙ্কে অনেকেই প্রথমে সেটিকে বিস্ফোরক বা সন্দেহজনক বস্তু বলে মনে করেন। মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাস্থলে ভিড় জমে যায়। খবর পেয়ে শান্তিপুর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যন্ত্রাংশটি উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এটি সম্ভবত আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহের কোনো যন্ত্রের অংশ, যা কোনো কারণে বড় ডিভাইস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আতঙ্কের কোনো কারণ নেই বলেও জানানো হয়েছে। তবে সীমান্তবর্তী এলাকায় এমন অজানা যন্ত্রাংশ পড়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল ও জল্পনা বাড়ে। উল্লেখ্য, শান্তিপুরের একটি অংশ বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি হওয়ায় বিএসএফের নজরদারি বরাবরই কড়া। এই ঘটনার পর এলাকায় সতর্কতাও বাড়ানো হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এর আগে কখনও এমন দৃশ্য দেখেননি তাঁরা। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং যন্ত্রাংশটির প্রকৃতি জানতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

উত্তর ২৪ পরগনা ও নদীয়ায় চারটি নতুন রেললাইন প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ উত্তর ২৪ পরগনা এবং নদীয়া জেলায় রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রক চারটি নতুন রেললাইন প্রকল্পকে পুনরায় সক্রিয় করেছে। শনিবার সকালে রেলের পক্ষ থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে, এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে, বনগাঁ-পোরামহেশতলা, বনগাঁ - চাঁদাবাজার, চাঁদাবাজার-বাগদাহ এবং রানাঘাট (আড়ংঘাটা)- দত্তফুলিয়া নতুন রেললাইন। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা। কৌশলগত দিক থেকে এই রেল প্রকল্পগুলি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের নিকটবর্তী যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সুদৃ। করবে, যা জাতীয় নিরাপত্তাকে আরও মজবুত করতে সাহায্য করবে। এর পাশাপাশি পেট্রাপোল ল্যান্ড পোর্টের মাধ্যমে হওয়া বাণিজ্যে গতি আসবে এবং কৃষিপণ্য পরিবহণ দ্রুত ও সস্তা হবে। এর ফলে স্থানীয় কৃষক, ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা সরাসরি উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। বনগাঁ-চাঁদাবাজার (১১.৫ কিমি) এবং বনগাঁ-পোরামহেশতলা (২০ কিমি) নতুন লাইন দুটি বনগাঁ অঞ্চলকে পার্শ্ববর্তী গ্রামীণ এলাকা এবং কল্যাণীর দিকের সঙ্গে যুক্ত করবে। এই প্রকল্পগুলির অধীনে বড় ও ছোট সেতু নির্মাণের পাশাপাশি নতুন প্ল্যাটফর্ম, শেড, ফুট ওভার ব্রিজ, টিকিট কাউন্টার এবং স্টেশন ভবন তৈরি করা হবে, যার ফলে যাত্রীরা আধুনিক সুযোগ-সুবিধা পাবেন। চাঁদাবাজার-বাগদাহ (১৩.৮ কিমি) নতুন রেললাইনটি এই কৃষিপ্রধান সীমান্তবর্তী অঞ্চলকে রাজ্য সড়কের সমান্তরালে রেল নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত করবে। এখানে দ্রুতগতির ইএমইউ পরিষেবা শুরু হলে বাণিজ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ আরও সহজলভ্য হবে, যা গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখবে। রানাঘাট (আড়ংঘাটা)- দত্তফুলিয়া (৮.১৭ কিমি) প্রকল্পটি সেই ঘনবসতিপূর্ণ গ্রামীণ এলাকাগুলোর জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠবে, যেখানে এতদিন সরাসরি রেল সুবিধা ছিল না। এই নতুন লাইনের ফলে যাতায়াতের সময় কমবে এবং সড়কপথের ওপর যানবাহনের চাপ অনেকটাই হ্রাস পাবে।

রঙিন ফুলকপি চাষের বিশেষ পদ্ধতি দেখালেন কৃষি বিজ্ঞানীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৩১ জানুয়ারি ঃ সাধারণ সাদা ফুলকপির গণ্ডি পেরিয়ে এবার কৃষিক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দিশা দেখাচ্ছে রংবেরঙের ফুলকপি চাষ। হলুদ, সবুজ, বেগুনি ও সাদা এই চার রঙের ফুলকপি চাষ করে নজির গড়েছে মালদা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। দেখতে যেমন আকর্ষণীয়, খেতেও তেমনই সুস্বাদু ও পুষ্টিগুণে ভরপুর এই সবজি এখন বাজারে ব্যাপক চাহিদা তৈরি করেছে।

মালদা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে বর্তমানে বিভিন্ন রঙের ফুলকপি ও ব্রকোলি পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই রংবেরঙের ফুলকপি শুধু সৌন্দর্যেই আলাদা নয়, স্বাস্থ্যগুণেও সাধারণ ফুলকপির তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে। ফলে বাজারে এর দাম সাধারণ ফুলকপির তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। তাই জেলার চাষিদের এই ধরনের চাষের ক্ষেত্রে আগ্রহী করে তুলতে বিশেষ পরামর্শ দেন জেলার কৃষি বিজ্ঞানীরা। এই অভিনব চাষপদ্ধতি সম্পর্কে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান বিজ্ঞানী ডঃ দুষ্যন্ত কুমার রাঘব জানান, রংবেরঙের ফুলকপি চাষের ক্ষেত্রে আলাদা কোনও জটিল পদ্ধতির প্রয়োজন নেই। সাধারণ সাদা ফুলকপির মতই পরিচর্যা করলেই ভাল ফলন পাওয়া যায়। অক্টোবর থেকে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত এই চাষের উপযুক্ত সময়। তিনি আরও জানান, সাধারণ সাদা ফুলকপির তুলনায় এই রঙিন ফুলকপিগুলি অধিক পুষ্টিকর ও অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। বেগুনি ফুলকপিতে থাকা অ্যান্থোসায়ানিন ক্যানসার কোষ ধ্বংসে সহায়তা করে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। অন্যদিকে, কমলা বা হলুদ রঙের ফুলকপিতে থাকা বিটা-ক্যারোটিন ভিটামিন এ-এর উৎকৃষ্ট উৎস, যা চোখের স্বাস্থ্য, ত্বক ও হৃদযন্ত্র ভাল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে সব ধরনের রংবেরঙের ফুলকপিতেই প্রচুর ফাইবার থাকায় হজমশক্তি উন্নত হয় ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে।

১৩ মাসের পিএফ জমা নেই, আসানসোলের সাফাইকর্মীদের বিক্ষোভে শহর স্তব্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ৩১ জানুয়ারি ঃ আসানসোল পুরনিগমের সাফাইকর্মীরা সোমবার সকাল থেকে শহরের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ও পুরনিগমের অফিস চত্বর ঘিরে বিক্ষোভে নেমেছেন। অভিযোগ, ১৩ মাস ধরে তাঁদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা কেটে নেওয়া হলেও তা জমা পড়েনি। এই ঘটনায় কর্মীরা মেয়র ও পুরনিগম কর্তৃপক্ষের প্রতি ক্ষোভ উগড়ে দেন এবং তদন্ত দাবি করে আন্দোলনের পথে হাঁটেন। প্রায় তিন হাজার সাফাইকর্মীর অংশগ্রহণে এই বিক্ষোভ চলে শহরের মূল অফিস চত্বরের সামনে। কর্মীরা বসে অবস্থান নেন, হাতে প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে দাবির কথা জানান। প্রধানত চার দফা দাবির ওপর ভিত্তি করে আন্দোলন চলছে। কর্মীদের দাবি, মাসিক বেতন হতে হবে ১৫ হাজার টাকা। তাদের চাওয়া, চুক্তিভিত্তিক বা দৈনিক শ্রমিক হিসেবে নয়, স্থায়ী কর্মীর মর্যাদা নিশ্চিত করা হোক। পাশাপাশি সকলের PF ও ESIC চালু করতে হবে। যদি ইতিমধ্যেই চালু হয়ে থাকে, তবে তার তথ্য সরবরাহ করতে হবে। এছাড়াও বিক্ষোভে কর্মীরা তাদের কাজের পরিচয়পত্র এবং সাফাইয়ের কাজ করার জন্য নির্দিষ্ট পোশাক ও সরঞ্জাম প্রদানের দাবি করেন। কর্মীদের অভিযোগ, দুর্গাপুরের পিএফ অফিসে গেলে দেখা গেছে, আমাদের টাকা জমা পড়েনি। অথচ ১৩ মাস ধরে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। চলতি মাসের ১৩ তারিখ থেকে কর্মীরা মেয়র বিধান উপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সেইসময় কোনো প্রতিক্রিয়া পাননি। বাধ্য হয়ে তাঁরা বিক্ষোভের পথ নেন। সাফাই বিভাগের মেয়র পারিষদ মানস দাস কর্মীদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন। কিন্তু কর্মীরা তাদের দাবিতে অটল থাকেন। পরে পুরনিগমের চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ও বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। কিন্তু কর্মীরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, দাবি না মানা হলে কেউ সাফাইয়ের কাজে যোগ দেবেন না। এর ফলে আসানসোল শহরে সাফাইয়ের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। সাফাই বিভাগের মেয়র পারিষদ মানস দাস সাংবাদিকদের জানান, আন্দোলনরত কর্মীদের শীঘ্রই আইডেন্টিটি কার্ড প্রদান করা হবে। পিএফ-এর বিষয়ে অ্যাকাডন্টস বিভাগের সঙ্গে আলোচনা চলছে, দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে বেতন একলাফে ১৫ হাজার টাকা করার এখনই সম্ভাবনা নেই। কর্মীদের স্থায়ী করার বিষয়টি বোর্ডের অনুমোদনের সাপেক্ষে এবং এই নিয়ে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আসানসোল পুরনিগমের মেয়রও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, পিএফ-এ যেটা বকেয়া আছে, তা খুব তাড়াতাড়ি কর্মীদের অ্যাকাউন্টে জমা হবে। কিছু প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে টাকা জমা পড়েনি। অনেক কর্মীর KYC ঠিকঠাক ছিল না। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে এটি সমাধান হবে। অন্যদিকে, রাজ্য বিজেপি কমিটির সদস্য কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন, আসানসোল পুরনিগম দুর্নীতির আঁতুড়ঘর। এখানে এমন কোনও দফতর নেই, যেখানে দুর্নীতি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত গরিব সাফাইকর্মীদের সঙ্গে প্রতারণা করল বোর্ড। এটি প্রথমবার নয়। গত বছরের জুলাইয়ে পিএফ বিতর্ক ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে। তখনও ৩৭০ জন স্থাযী এবং ৩৬৫৮ জন অস্থাযী কর্মীর বেতন থেকে টাকা কেটে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পিএফ-এ জমা পড়েনি বলে অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার নতুন করে সাফাইকর্মীদের পিএফ-বিতর্ক শুরু হয়েছে। শহরবাসীর অভিযোগ, বিক্ষোভের কারণে শহরের সাফাই কার্যক্রম থমকে গেছে। রাস্তা, বাজার এবং প্রধান এলাকাগুলোতে আবর্জনা পড়ে থাকার ঘটনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীরা এই পরিস্থিতি নিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। রাজ্য ও জেলা প্রশাসন এখন নজর দিচ্ছে এই সমস্যার দ্রুত সমাধানে। এই বিষয়ে বোর্ড, মেয়র ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে তাৎক্ষণিক সমাধানের চেষ্টা চলছে। তবে কর্মীদের দাবি স্পষ্ট -পিএফ জমা ও বেতনসহ অন্যান্য দাবিগুলি বাস্তবায়ন না হলে আন্দোলন চলতে থাকবে। রাজ্যের অন্যান্য পুরনিগমেও একই ধরনের সমস্যা থাকলে তা সামাজিক অস্থিরতা ও দুর্নীতির অভিযোগকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। সঠিক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কর্মীদের আন্দোলন চলবে বলে জানা গেছে।

জালুইডাঙ্গা এলাকায় চুরি, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্বস্থলী, ৩১ জানুয়ারি ঃ পূর্বস্থলী ১ ব্লকের নসরতপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জালুইডাঙ্গা এলাকায় অশোক হালদার নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে গত ৩০ তারিখ রাতে চুরির ঘটনা ঘটে তারপরেই নাদনঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। নাদনঘাট থানা পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে দুজনকে

গতকাল গ্রেফতার করে এদিন শনিবার কালনা আদালতে পাঠায়। ধৃতরা হলেন মঞ্জুর শেখ বাড়ি বিবির হাট এবং সোমনাথ গুপ্ত বাড়ি কালনা থানার জিউধারা এলাকায় অশোক চৌধুরী নামে ঐ ব্যক্তির বাড়ি থেকে দুটি মোবাইল এবং নগদ চার হাজার টাকা চুরি যায়। নাদনঘাট থানার পুলিশ মোবাইল দুটি উদ্ধার করে এবং নগদ ২০০০ টাকা মঞ্জুর শেখের বাড়ি থেকে উদ্ধার করে।

Chanditala-I Panchayat Samity
MASHAT, HOOGHLY

Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 22-PS/Ch-I/2025-26 Date: 30.01.2026.** **E-Tender ID: 2026_ZPHD_996192_1 to 2026_ZPHD_996192_22** For details Pl. contact Office of the Executive Officer, Chanditala-I Panchayat Samity, Mashat, Hooghly. Visit: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer
Chanditala-I Panchayat Samity
Mashat:: Hooghly

Office of the
Block Development Officer
Suti-I Development Block
Tender Notice

Block Development Officer, Suti-I Dev. Block invites sealed tender for: 1. NIT No:- 17/APAS/2025/Dev.(2 nd Call), Date: 28.01.2026 under APAS, vide Memo No: 306(40)/APAS/Eng./Dev., Dated: 28.01.2026, Total No. of Scheme 09 (Nine) nos. Last date of Application : 04.02.2026 upto 5.00 pm. 2. NIT No:- 22/APAS/2025/Dev.(2 nd Call), Date: 30.01.2026 under APAS, vide Memo No: 343(40)/APAS/Eng./Dev., Dated: 30.01.2026, Total No. of Scheme 10 (Ten) nos. Last date of Application : 07.02.2026 upto 5.00 pm. 3. NIT No:- 25/APAS/2025/Dev.(2 nd Call), Date: 30.01.2026 under APAS, vide Memo No: 344(40)/APAS/Eng./Dev., Dated: 30.01.2026, Total No. of Scheme 03 (Three) nos. Last date of Application : 07.02.2026 upto 5.00 pm 4. NIT No:- 26/APAS/2025/Dev.(2 nd Call), Date: 29.01.2026 under APAS, vide Memo No: 330(40)/APAS/Eng./Dev., Dated: 29.01.2026, Total No. of Scheme 08 (Eight) nos. Last date of Application : 07.02.2026 upto 5.00 pm 5. NIT No:- 27/APAS/2025/Dev.(2 nd Call), Date: 30.01.2026 under APAS, vide Memo No: 345(40)/APAS/Eng./Dev., Dated: 30.01.2026, Total No. of Scheme 06 (Six) nos. Last date of Application : 07.02.2026 upto 5.00 pm. Details visit the web site **https://tenders.wb.gov.in** All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Block Development Officer, Suti-I Dev. Block.

Sd/- Block Development Officer
Suti-I Dev. Block, Ahiran
Murshidabad

বিজেপি জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে পোস্টার, রাজনৈতিক চাপানউতোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৩১ জানুয়ারি ঃ বিজেপির বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলার সভাপতি প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়াকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শনিবার শহরের বিভিন্ন এলাকায় এই পোস্টার নজরে আসতেই শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ও প্রধান বিরোধী দল বিজেপির মধ্যে শুরু হয় চাপানউতোর। পোস্টারে অভিযোগ তোলা হয়েছে, সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিজেপির জেলা সভাপতি দলের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে পরোক্ষভাবে সমর্থন দিয়েছেন। এমনকি নাকি প্রমাণ-সহ সেই অভিযোগ জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের কাছেও জানানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও কেন তাঁকে পদ থেকে সরানো হয়নি, সেই প্রশ্নও তোলা হয়েছে পোস্টারে। এখান থেকেই ‘সেটিং তত্ব’-এর ইঙ্গিত উঠে এসেছে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে। তবে কে বা কারা এই পোস্টার লাগিয়েছে, সে বিষয়ে কোনও নাম বা সংগঠনের উল্লেখ নেই। এই পোস্টার কাণ্ডে বিজেপির পক্ষ থেকে সরাসরি অভিযোগের আঙুল তোলা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। যদিও তৃণমূল সেই অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা দাবি করেছে, এটি বিজেপির অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বেরই ফল। বাঁকুড়া পুরসভার চেয়ারপার্সন তথা তৃণমূল নেত্রী অলকা সেন মজুমদার বলেন, তৃণমূল এসব করবে কেন? এটা পুরোপুরি বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। ওদের মধ্যে প্রাক্তন সাংসদের গোষ্ঠী, বিধায়কের গোষ্ঠী, আবার জেলা সভাপতির আলাদা গোষ্ঠী-সব মিলিয়ে দলটাই অস্থির। অথচ বড় বড় কথা বলছে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন জিতবে। অন্যদিকে, অভিযোগ প্রসঙ্গে বিজেপির বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলার সভাপতি প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায় বলেন, বিজেপির জনপিয়তা বাড়তে দেখেই তৃণমূল এসব কুৎসা রটাচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তি

আমি রেখা দেবী মন্ডল, স্বামী- রাজদেব মন্ডল, নিবাস -রাজাপুর, ডোমজুড়, হাওড়া -৭১১৪০৫। I-05040448024 (ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রকৃত) নং দলিল দ্বারা উত্তর ঝাঁপরদাহ মৌজায় J.L NO-09, L.R-1216 নং দাগে এবং ৪৯৭৩ নং খতিয়ানে ৪.২৩ শতক সম্পত্তি এবং আমি রেখা সিং, স্বামী- মহেন্দ্র সিং, নিবাস -চককদমতলা, ডোমজুড়, হাওড়া ৭১১৪০৫। I-05040448124 (ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রকৃত) নং দলিল দ্বারা উত্তর ঝাঁপরদাহ মৌজায় J.L NO-09, L.R -1216 নং দাগে এবং ৪৯৭৩ নং খতিয়ানে ৩.৩০ শতক সম্পত্তি আমরা একত্রে শিবনাথ জালুই (পিতা- নিতাই জালুই) ও সুনীতা জালুই (স্বামী- শিবনাথ জালুই) এর পক্ষে আমমোক্তার (পাওয়ার নং ১৯৪৮ / ২৩, DSR-2 হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রকৃত) শ্রী সঞ্জয় দাস (পিতা- গনেশ দাস) এর নিকট হইতে খরিদ করিয়া ভোগদখল করিতেছি। উক্ত সম্পত্তির নাম পত্তনের জন্য B.L & L.R.O ডোমজুড় অফিসে আবেদন করিয়াছি। তাহা সকলকে অবগত করিলাম।

সোনার অলংকার লুটের লোভে খুন মহিলা, তদন্তে ফরেনসিক টিম ও পুলিশ

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৩১ জানুয়ারি ঃ পূর্বস্থলী ১ ব্লকের জালুইডাঙ্গায় সোনার গহনার লোভে বৃদ্ধাকে খুন করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। মৃত বৃদ্ধার নাম লক্ষ্মী ঘোষ। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, কয়েকদিন আগে লক্ষ্মী ঘোষ নিখোঁজ হয়ে যান। দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর একদিন তাঁর বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে, আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় ওই বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বিষয়, মৃতদেহ উদ্ধারের সময় বৃদ্ধার শরীরে থাকা সোনার সমস্ত অলংকারই উধাও ছিল। পরিবারের সদস্যদের দাবি, সোনার গহনার লোভেই পরিকল্পিতভাবে লক্ষ্মী ঘোষকে খুন করা হয়েছে। বৃদ্ধার শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন থাকায় খুনের সন্দেহ আরও জোরালো হয়েছে। ঘটনার পরেই পরিবারের পক্ষ থেকে নাদনঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে নাদনঘাট থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফরেনসিক টিম। তারা এলাকার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে নমুনা সংগ্রহ করে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, খুনের পেছনে কারা জড়িত এবং সোনার গহনাগুলি কোথায় গেল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত চলছে। এলাকার বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং পারিবারিক সূত্র ও পরিচিতদের দিকেও নজর রাখা হয়েছে। দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন মৃতার পরিবার ও স্থানীয়রা।

প্রায় ৯৭ শতাংশ উপভোক্তার কাজ শেষ

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ রাজ্যে আবাস যোজনার প্রথম পর্যায়ে প্রায় ৯৭ শতাংশ উপভোক্তার বাড়ি তৈরির কাজ শেষ হযেছে। এই পর্যাযে ১১ লক্ষ ৬০ হাজার ৯৪৬ জন উপভোক্তার মাথায় পাকা ছাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর জানিয়েছে। প্রতি উপভোক্তাকে দু’দফায় ৬০ হাজার টাকা করে মোট ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর এবং ২০২৫ সালের মে মাসের মধ্যে দুই কিস্তিতে টাকা পেয়েছিলেন উপভোক্তারা। সরকারি দাবি, মাত্র চার মাসের মধ্যে অধিকাংশ উপভোক্তা বাড়ি তৈরির কাজ শেষ করেছেন।

মেদিনীপুরে বাস-বাইক মুখোমুখি সংঘর্ষ, একই পরিবারের তিনজনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ৩১ জানুয়ারি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সুতাহাটা থানা এলাকার ঘোষের মোড়ে শনিবার সকালে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন একই পরিবারের তিন সদস্য। রাজ্য সড়কে একটি বেসরকারি বাস ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে বাইক আরোহী এক পুরুষ, এক মহিলা এবং এক কিশোরীর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় বাসের অন্তত দশজন যাত্রী আহত হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম অরূপ মণ্ডল (৫২), প্রতিমা মণ্ডল (৪৫) এবং সুজিতা মণ্ডল (১৩)। তাঁরা সুতাহাটা থানার কৃষ্ণনগর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ওই তিনজন একই বাইকে সওয়ার ছিলেন এবং কারোর মাথাতেই হেলমেট ছিল না। সংঘর্ষ এতটাই তীব্র ছিল যে, তাঁরা রাস্তায় ছিটকে পড়েন এবং গুরুতর আঘাতের কারণে ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কুকড়াহাটির দিকে যাওয়ার সময় বাসটিতে হঠাৎই যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। চলন্ত বাসের স্টিয়ারিং জ্যাম হয়ে যাওয়ায় চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং বাসটি সরাসরি বাইকটিকে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় বাসের ভেতরে থাকা দশজন যাত্রী আহত হয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়ে আহতদের নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। আহতদের মধ্যে পাঁচজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের তমলুক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। বাকি পাঁচজন হলদিয়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। খবর পেয়ে সুতাহাটা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশ দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও বাইকটি বাজেয়াপ্ত করেছে। বাসের গতিবেগ অত্যধিক ছিল কি না কিংবা কেবল যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই এই দুর্ঘটনা কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

Office of the
Dakshin Sankrail Gram Panchayat
P.O.- South Sankrail, P.S.- Sankrail, Dist.- Howrah 711313

e-tenders are invited by Prodhan, Dakshin Sankrail Gram Panchayat under Sankrail Dev. Block Dist.- Howrah, from resourceful / bonafide contractors with experience and requisite credential from 15th FC Fund **(NIT No:-NIT/DSGP/793/15th FC(T)/2025-2026 TO DSGP/810//15th FC(UT)/2025-2026 Dt:- 28/01/2026)** Date of closing of Submission of Technical & Financial Bid on **09-02-2026 up to 02.00 pm**. For details visit the website:- **http://tenders.wb.gov.in**

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax:-2680-6092
Corrigendum Notice
E-Tender
E-Tender no.: **WBMAD/C/HCM/Eng/APAS/NIT1/1e/26**
Tender ID: 2026_MAD_984342_2, 5, 6, 12, 13, 14, 16
Extension of bid submission time for the work

Regarding above mentioned tender, Bid submission closing date has been extended to 07-02-2026 instead of 31-01-2026 and Bid opening date for Technical Proposal (Online) has been extended to 09-02-2026 instead of 02-02-2026 due to some official reasons and all conditions will remain unaltered.

Sd/- Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

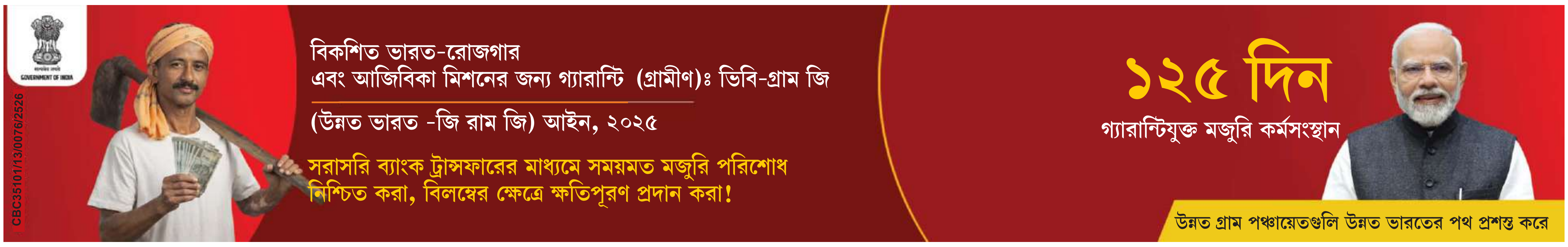

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের থিম সং 'ফিল দ্য থ্রিল' প্রকাশ

দুবাই, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.)ঃ আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে প্রকাশ হল টুর্নামেন্টের অফিসিয়াল থিম সং 'ফিল দ্য থ্রিল'। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের উত্তেজনা, আবেগ ও বৈশ্বিক উন্মাদনাকে উদযাপন করতে শুক্রবার রাতে গানটি প্রকাশ করল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। ভারতের জনপ্রিয় সংগীত পরিচালক ও গায়ক অনিরুদ্ধ রবিচন্দরের সুর ও কণ্ঠে তৈরি এই গানটি ইতোমধ্যে ক্রিকেটপ্রেমীদের দৃষ্টি কেড়েছে। অনিরুদ্ধ বলেন, ক্রিকেটে প্রতিটি উল্লাস, প্রতিটি নীরব মুহূর্ত এবং প্রতিটি হৃদস্পন্দন একই সুরে বাঁধা থাকে। এটি শুধু একটি খেলা নয়, বরং একটি অনুভূতি ও আবেগ। ফিল দ্য থ্রিল ক্যাম্পেইনের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি গর্বিত। আমাদের লক্ষ্য মাঠের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঊর্ধ্বে উঠে বিশ্বজুড়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের একসূত্রে বাঁধা। ফিল দ্য থ্রিল' গানটি বর্তমানে স্পটিফাই, অ্যাপল মিউজিক, অ্যামাজন মিউজিক, জিওসাভন, ইউটিউব মিউজিক, পাশাপাশি ইনস্টাগ্রাম ও ফেসবুকসহ বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে শোনা যাচ্ছে।

প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখলেন টেনিস কিংবদন্তি নোভাক জোকোভিচ

মেলবোর্ন, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.)ঃ আরেকটি অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখলেন সার্বিয়ান টেনিস কিংবদন্তি নোভাক জোকোভিচ। গভীর রাতে মেলবোর্ন পার্কে অনুষ্ঠিত পাঁচ সেটের রোমাঞ্চকর সেমিফাইনালে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইয়ানিক সিনারকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছেন ৩৮ বছর বয়সী এই তারকা। দুইবার পিছিয়ে পড়েও দমে যাননি জোকোভিচ। শেষ পর্যন্ত ৩-৬, ৬-৩, ৪-৬, ৬-৪, ৬-৪ সেটে জয় তুলে নিয়ে জীবনের সম্ভাব্য ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোপার স্বপ্ন জিইয়ে রাখলেন তিনি। এই জয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ইতিহাসে নতুন রেকর্ড গড়লেন জোকোভিচ। ওপেন যুগে সবচেয়ে বেশি বয়সে পুরুষদের একক ফাইনালে ওঠা খেলোয়াড় হলেন এখন তিনি। এটি তার কেরিয়ারের ১১তম অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ফাইনাল এবং সব মিলিয়ে ৩৮তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনাল। এবার শিরোপা লড়াইয়ে জোকোভিচের প্রতিপক্ষ স্পেনের তরুণ সেনসেশন কার্লোস আলকারাজ।

শাহবাজের স্পিনঝড়ে ধ্বংসস্তূপ হরিয়ানা, রঞ্জিতে ১৮৮ রানের দাপুটে জয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন বাংলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩৩১ জানুয়ারি ঃ কল্যাণীর মাঠে রঞ্জি ট্রফির মঞ্চে যেন একাই নাটাই ধরেছিলেন শাহবাজ.আহমেদ। বল হাতে তাঁর দুরন্ত স্পিনে খড়কুটোর মতো উড়ে গেল হরিয়ানা। প্রথম

ইনিংসে পাঁচ উইকেটের পর দ্বিতীয় ইনিংসে ছয়-ম্যাচে মোট ১১ উইকেট নিয়ে বাংলাকে এনে দিলেন ১৮৮ রানের বিশাল জয়। এই জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে নকআউটে পৌঁছে গেল লক্ষ্মীরতন শুক্লার বাংলা, অক্ষুণ্ণ রইল টুর্নামেন্টে অপরাজিত থাকার গর্বও। ম্যাচের শুরু থেকেই স্পষ্ট ছিল, এই পিচে স্পিনারদের জন্য কিছু একটা লুকিয়ে আছে। প্রথম ইনিংসেই সেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন শাহবাজ। হরিয়ানার ব্যাটিং লাইনআপে ধস নামিয়ে পাঁচ উইকেট তুলে নিয়েছিলেন তিনি। তাতেই কার্যত ম্যাচের রাশ বাংলার হাতে চলে আসে। তবে ক্রিকেট যে অনিশ্চয়তার খেলা, তার প্রমাণ মিলেছিল তৃতীয় দিনে বাংলার দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামার পর। তৃতীয় দিনের শুরুতে তিন উইকেটে ১৫৫ রান নিয়ে খেলতে নামে বাংলা। ক্রিজে ছিলেন অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরন ও রাহুল প্রসাদ। পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছিল, বাংলা হয়তো বড় লিডের দিকেই এগোচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ করেই ছন্দপতন। রাহুল প্রসাদ ১৫ রান করে আউট হতেই শুরু হয় ধস। এরপর মাত্র ৩৩ রানের মধ্যে শেষ ছয় উইকেট হারিয়ে ফেলে বাংলা। শাহবাজ.আহমেদ (১০), শাকির হাবিব গান্ধী (০), সুমন্ত গুপ্ত (২)- কেউই বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। এক প্রান্ত আগলে লড়াই চালিয়ে যান অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরন। চাপের মুখেও দায়িত্বশীল ব্যাটিং করে ১৫৭ বলে ৮৩ রান করেন তিনি। তাঁর ইনিংসই বাংলাকে ২০০ রানের গণ্ডি ছোঁয়ায়। শেষ পর্যন্ত বাংলা অল-আউট হয় ২০০ রানে। ফলে হরিয়ানার সামনে জয়ের লক্ষ্য দাঁড়ায় ২৯৪ রান-চতুর্থ ইনিংসে যা যে কোনও দলেই জন্য কঠিন, বিশেষ করে যখন বিপক্ষে শাহবাজ. আহমেদের মতো স্পিনার থাকেন। লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুটা একেবারে খারাপ করেনি হরিয়ানা। ওপেনাররা কিছুটা লড়াইয়ের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কিন্তু নবম ওভারেই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন শাহবাজ। প্রথম বলেই যুবরাজ সিংকে (২২) আউট করেন তিনি। পরের বলেই শূন্য রানে ফেরেন আশিস সিওয়াচ। হ্যাটট্রিক না হলেও ধাক্কাটা ছিল প্রবল। ওই ওভারের চতুর্থ বলেই শূন্য রানে আউট হন রানা। শাহবাজ. এখানেই থামেননি। ১৩তম ওভারে তাঁর বলেই ২২ রানে আউট হন ধীরু সিং। হরিয়ানার ব্যাটিং তখন সম্পূর্ণ বেসামাল। ১৭তম ওভারে এক বলের ব্যবধানে তুলে নেন জোড়া উইকেট-আউট হন হরিয়ানার অধিনায়ক অঙ্কিত কুমার (২৫) ও সাতে নামা মায়াঙ্ক শাণ্ডিল্য (০)। তখন স্কোরবোর্ডে হরিয়ানার রান ৬৯, উইকেট পড়েছে ছয়টি। এরপর আর ফেরার কোনও রাস্তা খোলা ছিল না হরিয়ানার জন্য। শাহবাজের স্পিনে তারা দিশেহারা, আর অন্য প্রান্তে সুযোগ কাজে লাগাতে ছাড়েননি বাংলার পেসাররাও। মুকেশ কুমার নেন দুটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। একটি করে উইকেট তুলে নেন আকাশ দীপ ও বিকাশ সিং। শেষ পর্যন্ত ১০৫ রানেই অল-আউট হয়ে যায় হরিয়ানা। ১৮৮ রানের বিশাল ব্যবধানে ম্যাচ জিতে নেয় বাংলা। এই ম্যাচে শাহবাজ. আহমেদের পারফরম্যান্স নিঃসন্দেহে স্মরণীয়। প্রথম ইনিংসে পাঁচ আর দ্বিতীয় ইনিংসে ছয়-মোট ১১ উইকেট নিয়ে তিনি হয়ে ওঠেন বাংলার ত্রাতা। ব্যাট হাতে বড় রান না পেলেও বল হাতে তাঁর অবদানই ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দেয়। কল্যাণীর পিচে তাঁর লাইন-লেন্থ, গতি আর টার্ন-সব মিলিয়ে হরিয়ানার ব্যাটারদের কাছে তিনি ছিলেন এক অমোঘ ধাঁধা। এই জয়ের ফলে সাত ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে থেকে নকআউটে উঠল বাংলা। সবচেয়ে ব। কথা, পুরো গ্রুপ পর্বে একটিও ম্যাচ না হারিয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পরের পর্বে পা রাখছে দল। অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরনের নেতৃত্ব, পেস আক্রমণে মুকেশ-আকাশদের ধারাবাহিকতা এবং স্পিন বিভাগে শাহবাজের বিধ্বংসী ফর্ম-সব মিলিয়ে রঞ্জিতে এবার বাংলাকে যে আলাদা করে গুরুত্ব দিতেই হবে, তা আবারও প্রমাণিত হল। কল্যাণীর এই জয় শুধু একটি ম্যাচ জেতা নয়, বরং প্রতিপক্ষদের জন্য স্পষ্ট বার্তা-রঞ্জি ট্রফিতে এবার বাংলা এসেছে অনেক দূর যাওয়ার লক্ষ্য নিয়েই।

পঞ্চম টি-টোয়েন্টিতে সঞ্জুর জায়গায় কি ইশান কিষান? জল্পনায় জল ঢাললেন গম্ভীরের সহকারী

মুম্বাই, ৩১ জানুয়ারি ঃ ভারত বনাম নিউ জিল্যান্ড পঞ্চম টি-টোয়েন্টি ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে। শনিবার তিরুবনন্তপুরমের গ্রিনফিল্ড আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে সিরিজের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হবে দুই দল। এই ম্যাচটি সঞ্জু স্যামসনের জন্য আলাদা করে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি তাঁর নিজের শহরের মাঠ। অথচ সেই ম্যাচেই কি প্রথম একাদশে জায়গা হারাতে পারেন সঞ্জু? এমন প্রশ্নই এখন ক্রিকেটমহলে ঘুরপাক খাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত তিরুবনন্তপুরমে ভারতের হয়ে কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি সঞ্জু স্যামসন। ঘরের মাঠে খেলার সেই স্বপ্ন কি পঞ্চম টি-টোয়েন্টিতেও অধরাই থেকে যাবে? নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজে প্রত্যাশিত রান না পাওয়ায় তাঁকে নিয়ে জল্পনা আরও জোরদার হয়েছে। ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিক বৈঠকে এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয় ভারতের ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাককে, যিনি গম্ভীরের কোচিং টিমের অন্যতম সদস্য। উত্তরে তিনি খুবই মেপে কথা বলেন। কোটাক স্পষ্ট জানান, সঞ্জু একজন সিনিয়র ক্রিকেটার এবং ওপেনার হিসেবে তিনি কতটা ভয়ংকর হতে পারেন, তা টিম ম্যানেজমেঃট ভালো করেই জানে। তিনি স্বীকার করেন, নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সঞ্জু প্রত্যাশামতো রান পাননি। তবে তার

মানে এই নয় যে তাঁর উপর আস্থা কমে গিয়েছে। কোটাকের কথায়, এই মুহূর্তে কোচিং স্টাফ ও অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের মূল লক্ষ্য সঞ্জুকে মানসিক ভাবে চাঙ্গা রাখা, যাতে সুযোগ পেলে তিনি নিজের সেরা খেলাটা তুলে ধরতে পারেন। কোটাক বলেন, ক্রিকেটে ভালো আর খারাপ সময় আসেই। কখনও টানা রান আসে, আবার কখনও রান পাওয়া যায় না। এই সময় খেলোয়াড়রে মানসিক শক্তিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সঞ্জু নিয়মিত অনুশীলন করছে, কঠোর পরিশ্রম করছে। ও কী করতে পারে, সেটা আমরা সবাই জানি। এরই মধ্যে পঞ্চম টি-টোয়েন্টি তে ইশান কিষানের খেলার সম্ভাবনা জল্পনাকে আরও উসকে দিয়েছে। শেষ ম্যাচে সামান্য চোটের কারণে তিনি খেলতে পারেননি। তবে কোটাক জানিয়েছেন, ফিটনেস পরীক্ষায় পাশ করলে ইশান কিষান এই ম্যাচে খেলতেই পারেন।

আমার কাছে যতদূর খবর, তাতে খুব সম্ভবত ও খেলবে। ফিজিয়োরা ওর উপর নজর রাখছেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ওঁরাই নেবেন, বলেন কোটাক। ইশান যদি দলে ফেরেন, তা হলে সঞ্জু প্রথম একাদশে থাকবেন কি না, সেই প্রশ্নের উত্তর মিলবে ম্যাচের দিন দল ঘোষণার সময়ই। আপাতত তিরুবনন্তপুরমের আগে অপেক্ষা আর জল্পনাই ভরসা।

বিরাট কোহলির আয় কত? অঙ্কটা জানলে চমকে উঠবেন-ভাইরাল হল রোজগার

মুম্বাই, ৩১ জানুয়ারি ঃ ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম ব। তারকা বিরাট কোহলিকে নিয়ে চর্চা নতুন নয়। মাঠে তাঁর ব্যাট যেমন কথা বলে, তেমনই মাঠের বাইরেও তিনি সমানভাবে আলোচনার কেন্দ্রে। সম্প্রতি সেই চর্চা আরও বেড়েছে, যখন ৩০ জানুয়ারি সকালে হঠা কয়েক ঘণ্টার জন্য ইনস্টাগ্রামে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না কোহলির অফিসিয়াল অ্যাকাউন্ট। সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত প্রোফাইল না দেখায় ভক্তদের মধ্যে তৈরি হয় উদ্বেগ ও কৌতূহল। সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়ে যায় নানা জল্পনা। পরে অবশ্য সব স্বাভাবিক হয়ে যায় এবং অ্যাকাউন্ট ফের দেখা যেতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন অনুরাগীরা। এই সাময়িক ' হওয়ার ঘটনার মধ্যেই ফের আলোচনায় উঠে এসেছে বিরাট কোহলির সোশ্যাল মিডিয়া জনপ্রিয়তা এবং সেখান থেকে তাঁর সম্ভাব্য আয়। বর্তমানে ইনস্টাগ্রামে কোহলির ফলোয়ার সংখ্যা ২৭ কোটিরও বেশি। তিনি

শুধু ভারতের নয়, গোটা বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় ক্রীড়াবিদদের মধ্যে একজন। ক্রিকেটারদের তালিকায় তো তিনি কার্যত শীর্ষেই। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এত বিপুল জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও কোহলি নিজে মাত্র ২৮৩টি অ্যাকাউন্ট ফলো করেন এবং এখনও পর্যন্ত ইনস্টাগ্রামে তাঁর পোস্টের সংখ্যা হাজারের কিছু বেশি। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে-একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্ট থেকে বিরাট কোহলি কত টাকা আয় করেন? বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে চমকপ্রদ তথ্য। একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, একটি স্পনসর্ড ইনস্টাগ্রাম পোস্টের জন্য কোহলি প্রায় ৮.৯ কোটি টাকা পর্যন্ত আয় করেন। অন্যদিকে, এক্স (প্রাক্তন টুইটার)-এ একটি পোস্টের জন্য তাঁর আয় প্রায় ২.৫ কোটি টাকা বলে জানা যায়।

বিশ্বকাপের আগে অস্ট্রেলিয়ায় বড় ধাক্কা, ছিটকে গেলেন প্যাট কামিন্স স্কোয়াডে ঢুকলেন ডোয়ারশুইস ও রেনশ

৩১ জানুয়ারি ঃ আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ঠিক আগে বড়সড় ধাক্কা খেল অস্ট্রেলিয়া। দীর্ঘদিন ধরেই জল্পনা চলছিল, শেষ পর্যন্ত তাতে সিলমোহর প।ল। চোট সারিয়ে ওঠার লড়াইয়ে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারলেন না প্যাট কামিন্স। ফলে বিশ্বকাপের স্কোয়াড থেকেই ছিটকে গেলেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা পেসার ও নিয়মিত অধিনায়ক। শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। একই সঙ্গে ১৫ সদস্যের চূড়ান্ত স্কোয়াডে করা হয়েছে আরও একটি পরিবর্তন। কামিন্সের বদলে সুযোগ পেয়েছেন অভিজ্ঞ বাঁহাতি পেসার বেন ডোয়ারশুইস, আর অফ ফর্মের কারণে বাদ পড়েছেন ম্যাথিউ শর্ট। তাঁর জায়গায় দলে ঢুকেছেন ম্যাট রেনশ। অ্যাশেজ. চলাকালীন পাওয়া চোট সারিয়ে বিশ্বকাপের আগে ফিট হয়ে ওঠার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন প্যাট কামিন্স। প্রথমে জানা গিয়েছিল, টুর্নামেন্টের প্রথম দু'-তিনটি ম্যাচে হয়তো তাঁকে পাওয়া যাবে না। কিন্তু সময় যত এগিয়েছে, অনিশ্চয়তাও তত বে।ছে। শেষ পর্যন্ত নির্বাচকরা আর ঝুঁকি নিতে চাননি। শনিবার নির্বাচক প্রধান টনি ডোডেমেইড এক বিবৃতিতে স্পষ্ট করে দেন, কামিন্সের সেরে উঠতে এখনও আরও সময় লাগবে। সেই কারণেই তাঁকে বিশ্বকাপ স্কোয়াড থেকে বাদ দেওয়ার কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। কামিন্সের অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে অস্ট্রেলিয়ার জন্য ব। ধাক্কা। শুধু একজন ফাস্ট বোলার নয়, দলের অভিজ্ঞ নেতা হিসেবেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। নতুন বলের পাশাপাশি ডেথ ওভারেও তাঁর উপর ভরসা রাখে দল। এমন এক টুর্নামেন্টের আগে তাঁর ছিটকে যাওয়া অস্ট্রেলিয়ার বোলিং কম্বিনেশন নতুন করে ভাবতে বাধ্য করবে দল পরিচালনাকে। কামিন্সের বদলে বেন ডোয়ারশুইস- প্যাট কামিন্সের জায়গায় বিশ্বকাপ স্কোয়াডে সুযোগ পেয়েছেন বাঁহাতি পেসার বেন ডোয়ারশুইস। সাম্প্রতিক সময়ে ঘরোয়া ক্রিকেট ও আন্তর্জাতিক ম্যাচে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের পুরস্কার পেলেন তিনি। ডোডেমেইডের মতে, ডোয়ারশুইস দলের ভারসাম্য বাড়াবেন। নির্বাচক প্রধান জানান,' সেরে উঠতে আরও সময় লাগছে। তাই আমাদের বিকল্প ভাবতেই হচ্ছিল। বেনের অন্তর্ভুক্তি দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ওঁর মতো বাঁহাতি পেসার থাকলে বোলিং আক্রমণে বৈচিত্র আসবে। শুধু বল হাতেই নয়, ফিল্ডিংয়েও ও খুব নির্ভরযোগ্য। লোয়ার অর্ডারে দ্রুত রান তোলার ক্ষমতাও রয়েছে ওঁর। উপমহাদেশের উইকেটে ওঁর সুইং বোলিং এবং গতির তারতম্য কাজে লাগবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।' টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে বাঁহাতি পেসারদের গুরুত্ব আলাদা। বিশেষ করে শ্রীলঙ্কার মতো দেশে, যেখানে উইকেট ধীরে ধীরে স্পিন সহায়ক হয়ে ওঠে, সেখানে নতুন বলে সুইং আর পুরনো বলে কাটার কার্যকর হতে পারে।

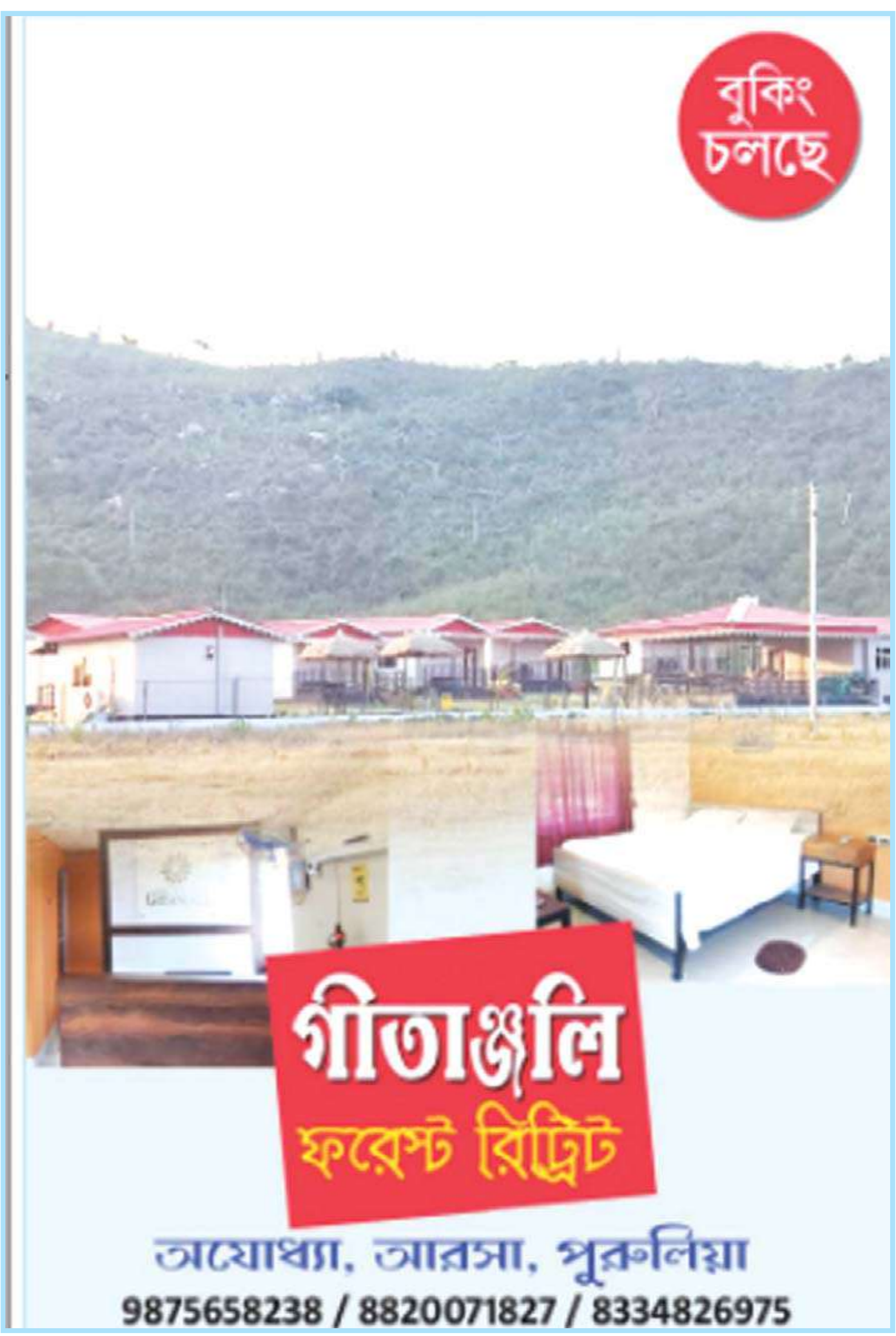

রিয়ালে ব্রাত্য, লিওঁতে রাজত্বঃ অবহেলার জবাব গোলেই দিলেন এনদ্রিক, শুরু হল নতুন অধ্যায়

৩১ জানুয়ারি ঃ স্বপ্নের ঠিকানা যে সব সময় স্বপ্নের মতো হয় না, সেটা বুঝতে এনদ্রিকের খুব বেশি সময় লাগেনি। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে, চোখভরা স্বপ্ন আর বুকভরা প্রত্যাশা নিয়ে পালমেইরাস ছে।ে রিয়াল মাদ্রিদে পা রেখেছিলেন ব্রাজিলিয়ান এই তরুণ ফরোয়ার্ড। মাত্র ১৮ বছর বয়সে রিয়ালের সাদা জার্সি গায়ে চাপিয়ে তিনি বলেছিলেন, এখানেই সব সময় আসতে চেয়েছি। এটা আমার স্বপ্ন। কিন্তু বাস্তবতা ছিল অনেক কঠিন। স্বপ্নের ক্লাবেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন অবহেলিত, সুযোগহীন এক নাম। দেড় বছরে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে এনদ্রিক খেলতে পেরেছেন মাত্র ৪০টি ম্যাচ। গোল করেছেন ৭টি, অ্যাসিস্ট মাত্র ১টি। সংখ্যার বাইরে আরও একটি তথ্য তাঁর হতাশার গল্পটা স্পষ্ট করে দেয়-এই পুরো সময়ে মাত্র একবারই তিনি পুরো ৯০ মিনিট মাঠে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন। বেশির ভাগ ম্যাচেই তাঁকে নামতে হয়েছে বদলি হিসেবে, কখনও শেষ কয়েক মিনিটে, কখনও বা ম্যাচের ভাগ্য যখন প্রায় নির্ধারিত। পরিস্থিতি আরও জটিল হয় কোচ জাবি আলোনসোর দায়িত্ব নেওয়ার পর। ধীরে ধীরে রিয়ালের পরিকল্পনা থেকে যেন পুরোপুরি ছিটকে প।নে এনদ্রিক। চলতি মৌসুমে দুই ম্যাচ মিলিয়ে তাঁর মাঠে থাকার সময় মাত্র ১১ মিনিট! রিয়ালের ডাগআউটে বসে থাকা এই তরুণকে দেখে অনেকেই বলতে শুরু করেছিলেন- এক বিশাল প্রতিভা বুঝি চোখের সামনেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত জানুয়ারির দলবদলে ধারে রিয়াল ছাড়েন এনদ্রিক। অভিমানে, হতাশায় নাকি নিজের যোগ্যতা প্রমাণের তাগিদে-সে উত্তর একমাত্র তিনিই জানেন। তবে নতুন ঠিকানা অলিম্পিক লিওঁতে পা দিয়েই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, সমস্যা প্রতিভায় নয়, সুযোগে। ফরাসি ক্লাবে যোগ দেওয়ার পর এনদ্রিক যেন নতুন করে জন্ম নিলেন। মাত্র তিনটি ম্যাচ খেলেই জিতে নিলেন লিগ আঁ-র মাসসেরা ফুটবলারের পুরস্কার-যা কার্যত অবিশ্বাস্য। এই তিন ম্যাচেই তাঁর অবদান-একটি হ্যাটট্রিকসহ ৪টি গোল এবং ১টি অ্যাসিস্ট। রিয়ালে দেড় বছরে যা হয়নি, লিওঁতে তা হয়ে গেল কয়েক সপ্তাহেই। লিওঁর জার্সিতে তাঁর অভিষেকটাই ছিল মনে রাখার মতো। ফ্রেঞ্চ কাপে লিলের বিরুদ্ধে ম্যাচে ৪২ মিনিটেই প্রথম গোল করে জানান দেন, তিনি এসেছেন রাজত্ব করতেই। দ্বিতীয় ম্যাচে ব্রেস্তের বিপক্ষে গোল না পেলেও নিখুঁত এক অ্যাসিস্টে দলের জয় নিশ্চিত করতে বড় ভূমিকা নেন। আর তৃতীয় ম্যাচেই যেন সব সীমা ছাড়িয়ে যান-মেসের বিরুদ্ধে ৫-২ গোলের দাপুটে জয়ে করেন দুর্দান্ত এক হ্যাটট্রিক। এই হ্যাটট্রিকের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের মাটিতে সর্বকনিষ্ঠ ব্রাজিলিয়ান হিসেবে হ্যাটট্রিক করার রেকর্ড গড়েছেন এনদ্রিক। পিছনে ফেলেছেন স্বয়ং রোনালদো নাজারিওকে-যা তাঁর প্রতিভার গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগে অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবলারদের মধ্যে গোল ও অ্যাসিস্ট মিলিয়ে (৫) এই মুহূর্তে তিনিই শীর্ষে। আরও এক জায়গায় বড় বড় তারকাদের টেক্কা দিয়েছেন এনদ্রিক। ফরাসি লিগে এমবাপ্পে, নেইমার, মেসি, ইব্রাহিমোভিচের মতো মহাতারকারা খেলেছেন। কিন্তু এনদ্রিকের মতো এত দ্রুত হ্যাটট্রিক কেউই করতে পারেননি। লিগ আঁ-তে নিজের দ্বিতীয় ম্যাচেই হ্যাটট্রিক করেছেন তিনি। যেখানে এমবাপ্পের লেগেছিল ২৮ ম্যাচ, নেইমারের ১৫, করিম বেনজেমার-এর ৪৭ ম্যাচ। আর লিওনেল মেসি? পিএসজিতে দুই মৌসুম খেললেও লিগ আঁ-তে তাঁর কোনও হ্যাটট্রিক নেই! এনদ্রিকের এই উত্থানে সবচেয়ে খুশি লিওঁ কোচ পাওলো ফনসেকা। তরুণ ব্রাজিলিয়ানকে নিয়ে তাঁর মন্তব্য, এনদ্রিক একেবারেই আলাদা ধাঁচের স্ট্রাইকার। আমাদের আক্রমণভাগে যে ধার আর গভীরতার অভাব ছিল, সে সেটা পুষিয়ে দিচ্ছে। ও একা ম্যাচের রং বদলে দিতে পারে, আবার দলগত খেলাতেও অসাধারণ। ভুলে গেলে চলবে না, এই বছর ও প্রায় খেলতেই পারেনি। ফিটনেস আরও বাড়লে সামনে ও আরও ভয়ংকর হয়ে উঠবে। এনদ্রিকের এই অবিশ্বাস্য ফর্ম দেখে রিয়াল মাদ্রিদ কর্তাদের মধ্যেও নাকি এখন কিছুটা আক্ষেপ কাজ করছে। ক্রীড়াবিষয়ক পোর্টাল ' অ্যাথলেটিক'-এর দাবি, রিয়াল শিবিরে প্রশ্ন উঠেছে-জাবি আলোনসো কেন এমন প্রতিভাবান ফুটবলারকে এতটা সময় বেঞ্চে বসিয়ে রাখলেন? সব মিলিয়ে একটাই প্রশ্ন এখন সামনে-ধারের মেয়াদ শেষে এনদ্রিক কি আবার রিয়ালে ফিরবেন? ফিরলে কি তাঁকে ফের বেঞ্চেই বসতে হবে, না কি লিওঁতে পাওয়া আত্মবিশ্বাস আর রাজকীয় ফর্ম নিয়ে তিনি সান্তিয়াগো বার্নাবেউতেই নিজের জায়গা পাকাপোক্ত করবেন?উত্তর দেবে সময়। তবে একটা কথা এখনই পরিষ্কার-এনদ্রিকের ' শুরু হয়ে গেছে। আর সেই জাদু আর অবহেলার গল্প একসঙ্গে চলতে পারে না।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com